স্বর্ণলতা নাটক।



শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত



কলিকাতা

প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।



সন ১২৮০ সাল।

মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

কৃপাসিন্ধু রায়	... ...	জমীদার
হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়	... ...	কৃপাসিন্ধুর ভগিনী-পতি
তুলসীদাস চক্রবর্ত্তী	... ...	কৃপাসিন্ধুর ইয়ার
ভবতারণ ভট্টাচার্য্য	... ...	হরিসভার অধ্যাপক
জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	... ...	কৃপাসিন্ধুর জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	... ...	জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ
বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়	... ...	হরিমোহনের পুত্র
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	... ...	বিপিনের মাতুল
চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	... ...	জনৈক বংশজ
হলধর চট্টোপাধ্যায়	... ...	হরবিলাসের পুত্র
অতুল ও রাধিকা	... ...	হলধরের ইয়ার দ্বয়

স্ত্রীগণ।

ভগবতী	... ...	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী
স্বর্ণলতা	... ...	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অবিবাহিতা কন্যা
মাধবীলতা	... ...	বিপিনের স্ত্রী
বিন্দুবাসিনী	... ...	প্রতিবাসিনী
কুমুদিনী	... ...	হলধরের স্ত্রী

দাস দাসী পাহারাওয়ালা জমাদার ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপন।

স্বদেশানুরাগী মহোদয়গণ!

মনোনীত করিয়া পরিণয় করিবার প্রথা আমাদিগের দেশে প্রচলিত না থাকায়, সমাজের যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা বোধ হয় প্রাজ্ঞ মাত্রেই বিশেষরূপে বিদিত আছেন। আমি আপনাদিগের নিকট বিনীতভাবে এই বিষয়ে কিছু নিবেদন করিব বলিয়াই, বহু আয়াস ও যত্নসহকারে "স্বর্ণলতা নাটক" প্রকটন করিয়াছি। বক্তব্য বিষয় ভালরূপে প্রকাশ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারিনা। নাটক লিখিয়া জন সমাজে প্রতিপন্ন হইব, কিম্বা "স্বর্ণলতা", নাটক শ্রেণীতে স্থান পাইবে, মাদৃশ জনের এরূপ আশা দুরাশা মাত্র; রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইলে সাধারণের অন্তঃকরণে অনিষ্ট সমূহের ছায়া স্থিরভাবে পড়িবে বলিয়াই আমার এ অনুষ্ঠান। পাঠক মহোদয়গণ! "স্বর্ণলতার" প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিলেই জানিতে পারিবেন, যে যত্ন অভাবে এ লতার কি ভয়ানক দুরবস্থা ঘটিয়াছে। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে স্বদেশ-মঙ্গল-কৃষি-বিদ্যা-পারদর্শী পণ্ডিত মহোদয়গণ যদ্যপি অগ্রে হতাশ না হইয়া এই লতার উন্নতির বিষয়ে কিছু মনোযোগ করেন, এবং তাহাতে যদি একটিও ফল হয় তবে "স্বর্ণলতাতে" কখনই মাকাল ফল ফলিবে না। বিশেষ যখন ভিন্নদেশীয় বৃক্ষ সকল বঙ্গদেশের উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ রূপে তেজস্কর হইতেছে, তখন আমাদের দেশীয় লতাকে যত্ন করিলে যে কিছুই হইবে না, এরূপ কখনই মনে হয় না।

সন ১২৮০ সাল
তারিখ ২৫শে চৈত্র।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাং জয়নগর।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

কৃপাসিন্ধু রায়	জমীদার
হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়	কৃপাসিন্ধুর ভগিনী-পতি
তুলসীদাস চক্রবর্ত্তী	কৃপাসিন্ধুর ইয়ার
ভবতারণ ভট্টাচার্য্য	হরিসভার অধ্যাপক
জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	কৃপাসিন্ধুর জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ
বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়	হরিমোহনের পুত্র
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	বিপিনের মাতুল
চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	জনৈক বংশজ
হলধর চট্টোপাধ্যায়	হরবিলাসের পুত্র
অতুল ও রাধিকা }	হলধরের ইয়ার দ্বয়

স্ত্রীগণ।

ভগবতী	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী
স্বর্ণলতা	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অবিবাহিতা কন্যা
মাধবীলতা	বিপিনের স্ত্রী
বিন্দুবাসিনী	প্রতিবাসিনী
কুমুদিনী	হলধরের স্ত্রী

দাস দাসী পাহারাওয়ালা জমাদার ইত্যাদি।

স্বর্ণলতা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শান্তিপুর।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর, স্বর্ণ ও মাধবী আসীনা।

মাধ। আচ্ছা ভাই ঠাকুরঝি? বাগানের সব গাচ্ত দেখে এলে, ওর মধ্যে কোন গাচটী খুব সুন্দর বল দেখি?

স্বর্ণ। আমিত ভাই সব গাচ সুন্দর দেখ্লাম—এবারকার মালিটী বেস। সব কেমন সুন্দর করে রেখেচে!

মাধ। সবগুলি সুন্দর বটে, কিন্তু ওর ভিতর একটী বড় সুন্দর গাচ আছে—বল্তে পাল্লে না—সেটি ভাই কিন্তু একটী লতা।

স্বর্ণ। (চিন্তা) কৈ, কি লতা, আমিত কিছু ঠিক্ কত্তে পাচ্চি না!

মাধ। কেন ভাই! মাধবী লতার গাচটী সুন্দর নয়? কত ফুল ফুটে রয়েছে, আর তার গন্ধে কেমন চারি দিক্ আমোদ করেছে!

স্বর্ণ। (হাস্য) মাধবীলতা সুন্দর না হলে আর আমাদের বাড়ীতে রয়েচে!

মাধ। আমরি আমায় বলা হচ্চে বুঝি?

স্বর্ণ। না ভাই তোমায় বল্ব কেন?—ও গাচ্টী কি না তুমি পুতেচ, তায় আবার ফুল ফুটেচে—তাই তোমার ভাল লেগেছে। কিন্তু ভাই লতাটী যদি গাচে তুলে দেওয়া থাক্ত, তাহলে সত্যি সত্যি খুব সুন্দর দেখাত—আচ্ছা বৌ! তুমি কেন ভাই ওর কাছে একটী গাচ পোত না?

মাধ। (সহাস্য) ঠাকুরঝি মনের কথা বলেচিস্ ভাই! আচ্ছা লতার কাছে যাতে একটী সহকার হয়, আমি এখন থেকে তার খুব চেষ্টা কর্‌বো, তবে বল্‌তে পারি না ভাই কি হয়।

স্বর্ণ। কেন লতার কাচে কি সহকার নেই?

মাধ। থাক্‌লে আর ভাই লতার এত দুর্গতি,—তাহলে এত দিনে লতার কেমন শ্রীহতো, আমার বোধ হয় ফলও ধর্‌তো।

স্বর্ণ। (লজ্জাবনতমুখী)

মাধ। আর একটী মজা দেখিছিস্ ঠাকুরঝি! লতাটী সহকারকেই খুঁজ্‌চে—আর যাই সহকারকে না ধত্তে পাচ্ছে, অমনি হাতগুলি পড়ে যাচ্ছে; আহা দেখ্‌লে বড় দুঃখ হয়।

স্বর্ণ। তা ভাই ওটী লতার স্বধর্ম্ম, যত্‌খন না আশ্রয় পায় তত্‌খন পর্য্যন্ত হাত বাড়ায়, পরে আশ্রয় পেলেই অম্‌নি তাতে জড়িয়ে যায়।

মাধ। যাতে লতা সত্বর আশ্রয় পায় তা আমাদের করা খুব উচিত, পরে বিধি লিপি।

স্বর্ণ। (সলাজে) তোমার ভাই কেবল ঐ কথা— ঐ না কে এ দিকে আস্‌চে, ও পাড়ার ঠাকুরণ দিদি বুঝি।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। স্বর্ণ তোমার মা কোথায়? তোমরা দুজনে কি বলাবলি কচ্চো?

স্বর্ণ। মা বুঝি ঘাটে গেছেন, আসেন এই, ঠান্‌দিদি বসুন না।

বিন্দু। (উপবেশন করিয়া) বৌ হাসচিস্ কেন ভাই? আমায় দেখে হাস্‌চিস্ না কি?

মাধ। আপনাকে দেখে হাস্‌বো, বলেন কি? আমি হাস্‌ছিলাম, বলি এরা স্বর্ণের বিয়ের কিছু মনোযোগ কচ্চেন না, কিন্তু স্বর্ণ—

স্বর্ণ। তুমি ভাই বড় খারাপ, আমি কি তোমার গলাধরে কেঁদে ছিলুম, অমন অন্যায় কথা বল কি করে? ছি ভাই তোমাদের কাছে থাক্‌তে নেই।

(প্রস্থান)

মাধ। ঠান্‌দিদি! আপনি এসেছেন, তা ভালই হয়েছে, আপনি আজ একবার মাকে স্বর্ণের বিয়ের কথা বলুন দেখি, যেমন হোক ডাগরটী হয়েছে, আরোকি আজও পর্য্যন্ত আইবুড়ো রাখা ভাল দ্যাখায়?

বিন্দু। তা বটে, কিন্তু পোড়া কুলীনের মেয়ের ভাল বর ঢের চেষ্টা না করলে পাওয়া যায় না; তা হরিমোহন কি আজও বর খুজ্‌চেন না? (ভগবতীকে আসিতে দেখিয়া) এই যে মুখুয্যেদের মেয়ে আস্‌চেন।

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগব। গাল দেও কেন বাছা, আমি মুখুয্যেদের মেয়ে হতে গেলুম কেন? আমার কি বাপ নেই?

বিন্দু। অমন কথা বল্‌তে আছে, বাপ্‌রে তোমার বাপের ভাব্‌না কি বাছা! সে যা হউক স্বর্ণের বিয়ের কি কচ্চো বল দেখি?

ভগব। চেষ্টা হচ্চে কিন্তু কোথাও কিছু স্থির হয় নাই।

মাধ! আর কবে স্থির হবে মা? বাপ্‌ মার্‌ কাছে মেয়ে বড় হলেও ছোট দেখায়।

ভগব। তা বটে বাছা, কিন্তু আমার স্বর্ণ এমন কি বড় হয়েছে, তবে বিয়ের যোগ্য হয়েছে বটে। (হরিমোহনকে আসিতে দেখিয়া) বৌ মা! তুমি ঘরের ভিতর যাও বাছা।

(মাধবীর প্রস্থান)

হরিমোহনের প্রবেশ।

হরি। আপ্‌নি কতক্ষণ এসেছেন, আপ্‌নাকে যে অনেক দিন দেখি নাই?

বিন্দু। আর বাবা, তোমার খুড়োর যে সংসার হয়েছে, তাতে দুদণ্ড পা মুড়ে বস্‌বার যো নেই। তা আজ একটু সাবকাশ পেয়েছি, তাই একবার দেখ্‌তে এলুম।

ভগব। পিসী মা! তুমি একবার স্বর্ণের বিয়ের কথা বল দেখি, কি স্থির করেছেন, শোনা যাক।

বিন্দু। হাঁগা হরিমোহন! তোমার মেয়ের বিবাহের কি কচ্চো?

হরি। আজোত কিছু কত্তে পারিনি, আমাদের ঘর জুটে ওটা ভার। যদিও বা জোটে, তো সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না, আমিও সেই জন্য, কোথাও ভরাভর দিই নাই।

বিন্দু। মেয়েটী যেমন হোক কিছু ডাগর হয়েছে, আরত আইবুড়ো রাখা ভাল দেখায় না বাপু?

হরি। আমি এক রকম মনে করে রেখেচি, ওপাড়ার হলধরটি আমার বেশ পছন্দ হয়। অবসতি গঙ্গানারায়ণ চাটুর্য্যের সন্তান তিন পুরুষে, খুব বড় কুলীন, আর পাত্রটীও মন্দ নয়। তবে বেশ সঙ্গতিও আছে।

বিন্দু। সে কি গো! এমন কথা মুখে এন না, ওর চেয়ে তোমার মেয়েকে কেন হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেও না! তার চারি পাঁচটা বিয়ে, আর সে পাত্র ভাল নয়।

ভগব। অমন সঙ্গতির মুখে ছাই। ওর চেয়ে আমার স্বর্ণ পিতলের বালা পরে সুখে থাকে সেও ভাল।

হরি। কেন কেন কি হয়েছে? সেতো খুব ভাল পাত্র, তোমরা তবে জান না।

বিন্দু। না বাপু তুমি ও ছেলের সঙ্গে বে দিও না, ভাল কুলীনের ছেলেকে মেয়ে দিলে তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে। কিন্তু মেয়েটি যে ৪।৫টা সতিনের হাতে পড়ে একেবারে পুড়ে মরবে, দুদিনের জন্য সুখী হবে না, মেয়ে মানুষের সতিনের চেয়ে আপদ আর কিছুই নাই, এই যে তারা ৪।৫ টী সতিন একত্র হয়েছে, তাদেরত দিবে রাত্তির কোঁদল গালাগালি ভিন্ন অন্য কথাটি নাই।

হরি। কুলীনের মেয়ের সতিন অঙ্গের আভরণ, তা বাছা সতিনের ভয় কল্লে কি হবে, তুমিত জান বাছা আমার পিসীদের এক এক জনের ১০।১২টী সতিন ছিল। তা তাঁরা কি চিরকাল দুঃখে কাটিয়ে গেছেন?

বিন্দু। কিন্তু বাপু ওত ছেলে ভাল নয়, মদ খায়, খাবার বাচ বিচার নাই, তার কি জাত জন্ম আছে? আবার কতক গুলা বিয়ে করেছে তা বাপু তাদের উপর যে রকম করে তা আর কি বল্‌বো। একে তারা সতিনে সতিনে দিবে রাত্তির কাটা কাটি কচ্চে, তাতে আবার তারা

সোয়ামির হাতে হাড়ে নাড়ে জ্বালাতন হচ্চে, আমি দেখিচি তাদের এক দিনও চকের জল না পড়ে যায় না ; তা বাপু তুমি অমন ছেলেকে এমন মেয়ে দিও না। (ভগবতীর প্রতি অপরিস্ফুট স্বরে) মা, সে ছোঁড়াটা আবার এমন খারাপ যে তার আবার এর উপর পেছনে রাঁড় বাদা আছে।

ভগব। পিসীমা ! আমার স্বর্ণের যে সতিন হবে আমি ঐ ভয় বড় করি, সতিনের জ্বালা বড় জ্বালা, ওর চেয়ে বরং আমার স্বর্ণ গরিবের ছেলের হাতে পড়ুক সেও ভাল, তবু যেন সতিনের আর অমন ছেলের হাতে না পড়ে।

জেনে শুনে, কোন প্রাণে, করাল কাল বদনে,
কিম্বা বিষ বৃক্ষ সনে, কন্যাকে মা ছাড়িব।
মা হইয়া কোন্ প্রাণে বল এত সহিব॥
সতিনেতে, বিধি মতে, শ্রেষ্ঠ যারা দুঃখ দিতে,
দিবানিশি খেতে শুতে, মন্দ কথা কহিবে।
বল মাগো স্বর্ণ লতা কেমনে তা সহিবে॥
কি অসুখে, মহা দুখে, মন্দ শুনি প্রিয় মুখে,
চিরকাল মন দুখে, স্বর্ণলতা হরিবে।
কোন্ সুখে সুখী হয়ে পতি ঘর করিবে ?
তাই বলি কি রূপেতে সেই বরে বরিবে ?

হরি। পাত্র যদি ভাল না পাওয়া যায়, তবে কাজেই ওখানে বিয়ে দিতে হবে, অমন কুলীনের ছেলে পাওয়া ভার, আর ঐ যে সব দোষ শুনলাম, তা ও দোষ নেই এমন ছেলে কোথা পাবো,—না হয় আমার মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাব না, তাহলে ত আর সতিনেরা জ্বালাতন করতে পারবে না।

বিন্দু। কথার পিটে কথা বল্‌তে হয়, লোকে মেয়ের বিয়ে দেয় কি শ্বশুর বাড়ী পাঠাবে না বলে? আর যদি শ্বশুর বাড়ী না পাঠাইবে তবে বিয়ে না দিলেওত হয় ? যাহোক্ আমাদের কথা শুন্‌চনা বাপু কিন্তু এর পর বেশ টের পাবে।

হরি। কেন বাছা এইত আমার পিসীরা চিরকাল বাপের বাড়ীতে

কাটিয়ে গেছেন ; কুলীনের মেয়ের সতিন হবেনা, জামাই মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার কর্‌বে,তাও কি কখন হয় ? বড় কুলীন মাত্রেরই ৫।৬টা বিয়ে আছে।

বিন্দু। বড় কুলীন না হয় উঁরির্ মধ্যে একটু ছোট কুলীন্‌কে দিবে, তাহলেতো তোমার কন্যা দানের ফল হবে। মেয়ে যদি সুখে থাকে তাহলে না হয় একটু খাটো ঘর হলোই, তাতে এমন বিশেষ ক্ষতি কি ?

হরি। তাও কি হয় বাছা ! কুলীনের ছেলে হয়ে কি করে ছোট ঘরে মেয়ে দিব ? তাহলে কি আর আমাকে কেউ কুলীন বলে মান্‌বে ?

ভগব। তা তোমার কি ঐ পাত্রই স্থির হলো ?

হরি। আর এক রকম হলো বৈকি, ওর চেয়ে ভাল ছেলে কোথা পাব ? চেষ্টার ত আর কসুর করা হয় নাই, আমার মেয়ের কপালে ঐ বরটী আছে, তা তুমি কি বাধা দিয়ে কিছু কর্‌তে পার ?

ভগব। তুমি বল কি ?—আমি বেঁচে থাকতে কখন অমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে দেবনা ; তা এতে তুমি ভালই বল আর মন্দই বল।

হরি। তোমাদের মনময় রাজ্য আর কি, যা বলবে তাই করতে হবে—না ?

ভগব। তুমি অমন কর যদি তবে আমি মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী যাব, আর ভাল ছেলে পেলেই তারে মেয়ে দেব, তোমার কুলে ছাই দেব তবে ছাড়বো, দুটো নয় দশটা নয় একটী মেয়ে, তাও যদি ভাল পাত্রে না দেবে তবে আর কি হবে।

বিন্দু। ওমা মেয়ের দরদ মায় যেমন বোঝে তেমন কি বাপে বোঝে ? বাপ ভাল কুলীন খোঁজে, আর তাতে যদি তার কিছু দোষ থাকে, তবু বাপ সেই ছেলেকে মেয়ে দেবার চেষ্টা করে, আর মেয়ে কিসে ভাল থাক্‌বে, কিসে জামাই মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার কর্‌বে, মায়ে তাই খোঁজে, তা মা তুমি কখন ও পাত্রে মত করোনা।

ভগব। পিসী মা ! তাকি তুমি আমায় বলে দেবে, উনি যদি ওখানে মেয়ে দেন, তাহলে কি আর আমি আগে কিছু টের পাবনা ?

হরি। টের পেয়ে কি কর্‌বে ?

ভগব। টের পেলে হয় যা বলেচি তাই করবো, না হয় খুনোখুনি

অপর দিক হইতে দরোয়ানের প্রবেশ।

দর। ওস্‌কো হাম্ দেখাহায় মহারাজ; লেখেন ও আদ্‌মি একটো জমাদার কো সাত্ আওতা হায়।

হল। ব্যাটা নেমক হারাম, পাজি, তুই সব ব্যাটারে কাট্‌লিনি কেন? তোম্ ব্যাটাকে কাটানেহি কাহে?

অতু। আর কেন, ঢের হয়েছে; ব্যাটা ত আমাদের ভয়ে পাল্‌য়ে গেছে, এখন পালাই চল, আর এখানে থাকা উচিত নয়, জমাদার আস্‌ছে, শেষে এই অস্ত্র শস্ত্র সুদ্ধ গ্রেপ্তার হলে পরে মহা বিপদ হবে।

হল। কি কর্‌বে? আজ্ এক দিক্ থেকে সব খুন কোরবো, আমাকে ধর্‌তে এলে না হয় শেষে আপনি খুন হব; তবু ওব্যাটাকে ত মার্‌বো।

রাধি। আরে তুমি যদি নিজেই মলে, তবে আর ওকে মেরে কি ফল হবে? থাক্‌গে—চল এখন বাড়ী যাই, কখন কি ওব্যাটারে একা পাব না? সেই সময় দেখা যাবে।

হল। (ঈষৎ কোপে) আরে না না তুমি বোঝো না, তোমার যদি এত ভয় হয়ে থাকে, তবে তুমিই নাহয় পালাও।

অতু। আরে তাকি পারি হে! বিশেষ এ সময় কি ফেলে পালান উচিত?

রাধি। (অতুলের প্রতি জনান্তিকে) ওহে আর কাজ নেই পালাই চল—ওর সঙ্গে থেকে কি সকলে মরবো?

অতু। (জনান্তিকে) না হে না, সেটা ভাল দেখায় না।

হল। কৈ ব্যাটারা এখনও এল না যে।

রাধি। আরে তারা কি আর আমাদের কাছে ঘেঁস্‌তে পারে? পালিয়ে বেঁচেছে—চল এখন ঘরে যাওয়া যাক, তার পর বোঝা যাবে?

হল। তা হবে না, ব্যাটারে আজ্ কেটেই ফেলবো। (জমাদার পাহারাওয়ালা ও চাকরকে আসিতে দেখিয়া) ঐ যে ব্যাটারা আসচে না? মার ও ব্যাটাদের একেবারে খুন করে ফ্যাল্। (তলোয়ার ঘুরাইতে২ অগ্রসর)

জমাদার পাহারাওয়ালা এবং চারুর প্রবেশ।

জমা। (চারুর প্রতি) বাবু! আপনি এখন সরে দাড়ান, এরা সব মাতাল হয়েছে, কি জানি যদি এক কোপ্ বসিয়ে দ্যায়।

(চারুর প্রস্থান)

হল। আরে পালালো যে ধর ধর ধর, (ধরিতে অগ্রসর)

জমা। বাবু ক্ষান্ত হন, ভদ্র লোকের ছেলে হয়ে এমন চোয়াড়ে কাজ কর্‌বেন না।

হল। চোপরাও ব্যাটা পাজি! তোম্‌লোকইত যত অনিষ্টের মুল হায়।

জমা। আচ্ছা বাবু আমাদের কথা শুন্‌লেন না? (তলয়ার কাড়িয়া হস্ত ধারণ ও হলধর ব্যতীত সকলের পলায়ন ও অতুলের পতন) ধর ধর—ওরে পালাল রে (দুজন পাহরাওয়ালার ধরিতে গমন) বাঁধ, ও দুজনকে আচ্ছা করে বাঁধ (পাহারাওয়ালাকর্ত্তৃক বন্ধন)

হল। তোম্‌লোক বাঁধতাহায় কাহে! হাম্‌লোকত কুছ করা নেহি।

জমা। আচ্ছা চলিয়ে সব থানামে চলিয়ে।

(জমাদার ও হলধরের প্রস্থান)

অতু। পেয়াদা বাবা! তোমাকে কিছু খেতে দেতা হ্যায় বাবা, আমাকে ছেড়ে দে বাবা!

পাহা। আরে চল্‌বে চল্ থানামে চল।

অতু। দোহাই বাবা তোর পায়ে পড়ি বাবা, কিছু নিয়ে আমায় ছেড়ে দে বাবা (গুঁতা মারিতে মারিতে পাহারাওয়ালা অতুলকে লইয়া প্রস্থান)

বিন্দু। ওমা কি আশ্চর্য্য গা! এমন গোঁয়ার ত কখনই দেখি নাই! উঃ মাগো তলোয়ার খানা ঘুরোনো দেখে এখনও আমার গা কাঁপ্‌চে।

ভগব। ও মিন্‌সেটারও ত বাপু সাহস কম নয়! খপক্‌রে তলোয়ার খানা ধর্‌লে!

বিন্দু। ওরা যে মা উরির জন্যে রয়েছে, কোম্পানির মাইনে খাচ্ছে।

ভগব। আহা! ছেলে দুটিকে বড় বেঁধেছে, কিন্তু দেখ মা! ওরা ত কিছু বল্‌চে না?

বিন্দু। ওমা ওদের কি আর এখন জ্ঞান আছে? মদ খেয়ে একেবারে

আতাল হয়ে পড়েছে, দেখ্‌লে না বাঁধবার সময় কেমন কচ্ছে লাগ্‌লো !

ভগব। ও ছেলে দুটি কে গা পিশি মা !

বিন্দু। ওমা ! ও কথা আর কেন বল ? ঐ যে কাল ছেলেটি, যে তলোয়ার ঘোরাচ্ছিল, ঐটীর নাম হলধর, আর ঐ যে আর একটি ছেলে দেখ্‌লে, ওটি হলধরের ইয়ার ; পোড়ার দশা অভাগ্‌গি আর কি, হরিমোহন আবার ওকে মেয়ে দিতে চান !

ভগ। ও পোড়া কপাল ! অ্যাঁ উনিই হলধর ! আহা বাছার রূপও যেমন গুণও তেম্‌নি, রূপেত লোহার কার্ত্তিক, আর গুণ তো ছালায় ধরে না ! ওকেই মেয়ে দিতে হবে ? পোড়া কপাল আর কি ! পছন্দ দেখলে মা ! আমায় হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়ে খেলে, ঐ রকম একটা ধরে এনে আমার মাথাটি খাবেন আর কি, ওঁর কুলীন হলেই হল, মেয়ের সুখের দিকে ত চান না ! —আচ্ছা, আমার বিপিন আজ ঘরে আসুক তারে সব বল্‌চি।

বিন্দু। বেস বলেচো মা, দুই মায়ে পোয়ে একটা ভাল করে পরামর্শ করে যা ভাল হয় তাই করো।

ভগব। হ্যাঁগা পিশি মা ! আর ঐ যে সব্বার আগে পালিয়ে গেল ও ছেলেটি কে গা ? আমার বোধ হচ্চে যেন ও ছেলেটিকে আমাদের বাড়িতে কখন কখন দেখেচি ! আহা ! ওর উপরেই বুঝি এই অত্যাচারটা হত।

বিন্দু। উটিকে জান না মা ! ওর যে দক্ষিণ পাড়ায় বাড়ী, ওর নাম চারুচন্দ্র, আহা ওটি বড় ভাল ছেলে, ওর যে মা কত গুণ, তা আর কি বল্‌বো, তোমার বিপিন যে ওদের বাড়ীতে প্রায় যায়, তোমার বিপিনের সঙ্গে যে ওর গলাগলি ভাব।

ভগব। আহা ! দিব্যি ছেলেটি, দেখ্‌তে যেন কার্ত্তিকের মত, অমন জামাই কত্তে পারি তবেই ত সব সার্থক হয়।

বিন্দু। ওমা ওরা যে বংশজ, তা না হলে রূপে গুণে অমন ছেলে ত আর চোকে ঠেকে না।

ভগব। তা চারুর উপর এত অত্যাচার কেন ?

বিন্দু। তা কি করে বলবো মা, ওটি বড় ভাল ছেলে, ওত ওদের মত অমন নষ্ট দুষ্ট নয়।

ভগব। বংশজ হলো ত বড় বোয়ে গেল, মেয়ে যদি সুখে থাকে তা হলে বংশজে দিলুমই বা, তাতে আর এমন ক্ষতি কি ?

বিন্দু। (ঈষৎ হাসিয়া) ও কথা কি বলতে আছে? পাগলির মেয়ে! বংশজে মেয়ে দিলে কি আর তোমাদের কুল থাকবে ?

ভগব। আহা মাগো ছেলেটি যদি কুলীন হতো তাহলে আমি আজ্ই ওকে মেয়ে দিতাম্।

বিন্দু। মা বেলা গেছে, আবার দেখিগে বাড়ীতে কি হলো না হলো।

ভগব। পিশি মা! তবে আবার কবে আসবে ?

বিন্দু। মা আমি কি তোদের অন্য ভাবি, সাবকাশ পেলেই আসবো। তবে এখন আসিগে মা।

(প্রস্থান)

ভগব। বামনের পছন্দ দেখেছ ?—দুরহোক ও কথা এখন থাক, যাই এখন কাজে যাই। (প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃপাসিন্ধুর বৈঠকখানা।

কৃপাসিন্ধুর প্রবেশ।

কৃপা। (গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ভট্টাচার্য্য মশাই এই দিকেই আস্‌চেন না? আঃ বিরক্ত করেছে বাপু, কেবল দেও দেও বৈ আর কথাটি নেই, সে দিন তো বিলক্ষণ নিয়ে গেছেন, আবার আজ কি ফন্ তোলেন দেখ!

(নেপথ্যে) কৈ বাবুরা কোথায় ? আজকে কাকেও যে দেখতে পাচ্চিনে ?

কৃপা। আস্‌তে আজ্ঞা হৌক্—এই ঘরে আসুন মশাই

ভবতারণের প্রবেশ ও উপবেশন।

ভবতা। শারীরিক ভাল আছেন ত?

কৃপা। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে এক রকম আছি—কি মনে করে এসেছেন?

ভবতা। হরিসভার দিন নিকট বলে আপনাকে একবার সংবাদ দিতে এসেছি, আপনারা বিষয়ী লোক, মনে আছে কি না, সমস্তই ত চাই।

কৃপা। (স্বগত.) যা ভেবেছি তাই, ভাল হরি সভা কি আমার এক্‌-লার? (প্রকাশে) তা কেউ কি কিছু দেয় নাই? সকলের কাছে এক একবার যাওয়া হয়েছিলত?

ভবতা। গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আর কে কি দেবে? আপনারইত সমস্ত খরচ পত্র, সকলে স্বাক্ষর করেন, দেবও বলেন, কিন্তু উপুড় হস্তত কাহারো হয় না; আপনার ব্যয়ে ও মনোযোগেই সভাটি আজো জীবিতা আছে, তা না হলে এত দিনে শেষ হয়ে যেতো।

তুলসীর প্রবেশ।

তুল। ভট্‌চায্যি মশাই যে এত সকাল সকাল এসেছেন? বিশেষ প্রয়োজন আছে না কি?

ভবতা। আছে—

তুল। কি মনে করে এসেছেন?

ভবতা। হরিসভার দিন নিকট হয়েছে, তাই একবার বাবুকে সংবাদ দিতে এসেছি।

তুল। (কৃপাসিন্ধুর প্রতি হস্ত টিপিয়া) হরি সভায় এবার আমাদের বিষয়টা একটু মনে কর্‌বেন, গতবারে কিছু টানাটানি হয়ে ছিল।

কৃপা। অনেকে জুট্‌লে কাজে কাজেই কিছু অনাটন হয়; তা না হয় এবার কিছু বাড়িয়ে দেওয়া যাবে।

তুল। আর শুনেছেন মশাই! ছোঁড়ারা ত বড় বাড়া বাড়ি করেছে!

ভবতা। কারাহে? কি করেছে?

তুল। (স্বগত) আহা ন্যাকা দেখেচ, উনি যেন কিছুই শুনেননি (প্রকাশ্যে) আপনাদের পাড়াতে হচ্চে, আর আপ্‌নি কিছু জানেন না?

কি আশ্চর্য্য! চারুদের বাড়ীতে যে আজ্ কাল্ বড় ধুম পড়েছে, ঐ যে কি বলে—লাই—বেরি—না কি হয়েছে,—অনেকে আসে, খুব গট্‌রা উঠে।

ভব। ওদের কথা বল্‌চো! ওতো আমি বিলক্ষণ জানি, আমি ওদের কাণ্ড কারখানা দেখে একেবারে জ্ঞান শূন্য হয়েচি।

কৃপা। ওদের সে বালীকাবিদ্যালয়টা আছে না উঠে গেছে?

ভবতা। লেডী স্কুলের কথা বল্‌চেন? আজ্ঞে আছে বৈ কি; মেয়েদের কার্‌পেট্ বোনান হয়, অন্য কত রকম্ শিল্প কর্ম্ম শেখান হয়, দেখ্‌চেন কি? সব গেল।—

কালে কালে গেল সব বল কি রহিল।
পূর্ব্ব মত, কার্য্য যত, বিলুপ্ত হইল॥
দেশী চাল পায় চাপি কুৎসিত আচার।
নব্য দলে, অবহেলে, করে বার বার॥
ধর্ম্ম ভীত, বৃদ্ধ যত, যদি না থাকিত।
নব্য দলে, এত কালে, একত্র করিত॥

কৃপা। চারুদের বাড়ীতে না জ্ঞানেন্দ্র যায়?

তুল। হ্যাঁ জান বটে—কিন্তু সকল সময় না; কখন কখন গিয়ে থাকেন।

ভব। না—মেসেন না—তবে কি না মেসার চাইতে বড়, এই খরচ পত্রত তাঁরই—তুমি বল্লে কি না বড় একটা মেসে না, তুমিত ভারি জান, আমাদের পাড়াতে হচ্চে আমি ওদের সব খপর রাখি।

কৃপা। ও ছোঁড়াটার উপর আমার অনেক ভরসা ছিল, মনে করে ছিলাম ও দেশের একটা বড় লোক হবে; সে যাহাহউক তা জ্ঞানেন্দ্র ওদের সঙ্গে থাক্‌লেত খারাপ হয়ে যাবে।

ভবতা। সেত পড়েই রয়েছে মশাই! শাস্ত্রেতে বলেছে—

"অসতী সঙ্গ দোষেণ, সতীনাঞ্চ মতি ভ্রমঃ
উত্তমৈঃ সহসঙ্গেন নীচো যাত্যুত্তমাং গতিং"
যদি বল কোথায় দেখেছ—"তৃণাণি খলু-
ধার্য্যন্তে গ্রথিতৈঃ কুসুমৈঃ সহ"। তা মশাই!
শাস্ত্র কি মিথ্যা হবে।

কৃপা। আপনি ওদের কি খপর রাখেন বলুন দেখি?

তুল। (স্বগত) ভাল বটে, কোথায় এলেম দু দণ্ড আমোদ কত্তে, তা নাহয়ে এব্যাটা শেঁকুল পালা জুঠে আর ছাড়্‌তে চায় না—উঠলে বাঁচি। (প্রকাশে) ও আর কি শুনবেন, ও অনেক কথা, এখন বেলা হয়েছে।

ভব। ওদের ঐ যে দাতব্য চিকিৎসালয় হয়েছে, ঐটীই বড় খারাপ, এক ঔষধের বাক্স সঙ্গে করে সর্ব্বত্রই বেড়াচ্ছে, তা হাড়ি, শুঁড়ি কিছুইত মানে না।

তুল। মশাই! হাড়ি শুঁড়ি তো অনেক ভাল, সেদিন একটা মোছলমানের ওলাউঠা হয়েছিল, তা বিপ্‌নে ছোঁড়াটা সমস্ত রাত্রি জেগে তাদের বিছানায় বসে ওষুধ খাইয়েছে;—আবার সকাল বেলা কাপড় ছাড়া নেই—কিছু নেই—সেই কাপড়ে খাওয়া দাওয়া হলো! আমি একেবারে দেখে। অবাক!!

ভব। তা ওরা তো কিছুই মানে না; নাস্তিকের শেষ, আর মশাই ওষুধ ত ভারি, কেবল জল, হদ্দ দুফোঁটা কি এক ফোঁটা ওষুধ, জল খাইয়ে খাইয়ে কেবল সন্নিপাত বাড়ায় বৈত নয়।

কৃপা। তা ওরা অমন করে বেড়ায় কেন?

তুল। আর মশাই পয়সা না জুঠলেই ঐ রকম করে, একি আর আপনার রাজ ভাণ্ডার যে কিছুরই অভাব নাই। যখন যা দরকার হচ্চে, অমনি বাক্সবন্দি হয়ে আস্‌চে।

কৃপা। ওদের দলের প্রধান ত চারু?

ভব। সেইত যত নষ্টের গোড়া, কিছু মানে না, নাস্তিকের শেষ! আবার কিসে দেশের ভাল হবে, তিনি তাই নিয়েই গেলেন। যা কিছু করেন, বলেন আমি দেশের মঙ্গলের জন্য কচ্চি।

তুল। হাঁঃ — মঙ্গলের চেষ্টাত ভারি! কেবল কিসে বিধবার বিয়ে হবে, কিসে লেডি স্কুল চলবে এই সব চেস্টা। আর পাড়ার এমন হত-ভাগা ছেলেও দেখিনে, তারা আবার চারুর দেখাদেখি সন্ধ্যা আহ্নিক পর্য্যন্ত সব ছেড়েদেচে।

ভব। আমি দেখিচি চারু যত দিকে যত পয়সা ব্যয় করে তার মধ্যে ও যে গুটিকতক ছেলের স্কুলের মাইনে দেয়, সেইটিই সৎব্যয়।

তুল। (স্বগত বিরক্ত হইয়া) আজ আমার আর কিছু হলোনা দেখ্‌চি, একেত ব্যাটা হাত মুটো কোরে থাকে, তাতে আবার অন্য কথা পাড়চে।

ভব। বাবু ওদের একটু শাসন করে দিতে হবে, আপনি মনে কর্‌লে অকাতরে পারেন।

তুল। বিবেচনা করে দেখ্‌লে, আমার মতে হলধর ওদের চেয়ে অনেক ভাল।

কৃপা। ভাল ছাই — তবে কিনা এ পিট্, আর ও পিট্, পাপি কেউ কম নয়।

ভব। মশাই যা বল্‌চেন তা সত্য বটে, কিন্তু মদ্য পান, হোটেলে যাওয়া আজ্ কাল্ এক রকম চলন হোয়ে পড়েছে। আর মশাই হলধরকে অমন কথা বল্লে ওদের শাসন কত্তে পার্‌বেন না।

তুল। ও বয়সের স্বধর্ম্ম, একটু বড় হোলে ওসব কিছু থাক্‌বেনা। আমরা অমন বয়েসে ওর চেয়ে কত তাবড় ২ কাজ করেচি, তা বলে এখনও কি আমারা খারাপ হয়ে রয়েচি?

ভব। মহাশয়! ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে; কিন্তু চারু ও বিপিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কেউ দিতে পারবেনা; বলেন কি মশাই! লোকের জাত নে টানা টানি!!

তুল। (স্বগত) তুমি ব্যবস্থা না দিলেত ভারি ক্ষতি, তারা যদি ভাল করে একদিন লুচি দেয় তাহলে আমি অনায়াসে ব্যবস্থা দিতে পারি (প্রকাশে) সেযাহক মশাই! ওদের জব্দ করবার কি কর্‌লেন!

কৃপা। আমি ওদের বিশেষ জব্দ করে দেব; আমি থাক্‌তে ওরা যা মনে কর্‌বে তা কখনই কত্তে পার্‌বে না।

ভবতা। মশাই এক কর্ম্ম করুন, ওদের হুঁকো, নাপিত বন্ধ করুন, আর জ্ঞানেন্দ্রকে, আমাদের হরিসভার দল ভুক্ত করে নিন।

তুল। আজ্ঞা হ্যাঁ, তাহলেই মধু শুক্‌য়ে আসবে।

কৃপা। (ভবতারণের প্রতি) মহাশয়! তাই ভাল, আগে ওদের হুকো,

নাপিত বন্ধ করি, তাতে যদি মন্দ ব্যবহার সব ত্যাগ করে ভালই, নচেৎ একঘরে করবো; তাহলে আর জব্দ হবেনা ?

তুল। (স্বগত) আঃ ভট্‌চায্যি ব্যাটা উঠে না যে, আর বসে কি কর বাপু, সবত হলো এখন ঘরে যাও না। (প্রকাশে) মশাই! অনেক বেলা হয়েছে।

ভবতা। তবে এখন আমি আসিগে, হরি সভার আর দিন নেই, মনে থাকে যেন। (প্রস্থান)

তুল। ব্যাটা গেল, আঃ বাঁচ্‌লাম, ত্যাক্ত করেছিল মশাই, ব্যাটা যেন ছিনে জোঁক, ছাড়্‌তে চায়না।

কৃপা। আর একটা মজা দেখেছ, কেবল দেও বই ওঁর আর কথাটী নেই; এই হরি সভার দিন কাছে এসেছে বলে একবার মাথায় হাত বুলোতে এসেছিলেন। রূপোকে ডাক না বাবা!

তুল। ও রূপচাঁদ!—রূপচাঁদ! বাবা একবার আয় না।

বিনে কেলে সোনা, আরত সহেনা, হাই উঠিতেছে মুখে।
তুরিত আনন্দ, বিনে হয়ে অন্ধ, বল থাকি কোন্ সুখে ?
এদের বিহনে, জিয়ন্ত মরণে, ছিলাম অনেকক্ষণ।
আর তো পারি না, অসহ্য যন্ত্রণা, সহিব কতক্ষণ ?
অনাথের বন্ধু, তুমি কৃপাসিন্ধু, তাই বলে হেতা আসি।
করিয়ে সম্মান, রাখিয়াছ মান, অতিশয় ভাল বাসি ॥

(দূরে হরবিলাসকে আসিতে দেখিয়া) এই যে ইয়ার চূড়ামনি আসচেন।

হরবিলাসের প্রবেশ।

হর। (তুলসীর প্রতি) কি বাবা! মনে করেছিলে আমি টের পাব না! ছেলে যত দূর যাক্‌না কেন, হাঁড়ি পেছন্ পেছন্ আসেই আসে।

তুল। তাই ত বড় গভীর ভাব যে? (কৃপাসিন্ধুর প্রতি) আর কেন দোকানের ঝাঁপ খোল না। তুমি একবার রূপোকে ডাক, সেই তোপের আগে তামাক খেয়ে পাড়ি দিচি, তার পর এতক্ষণত এক রকম নিলের উপবাস গেল।

উপবাসে, মহাক্লেশে, দিন করি গত।
কোন্ দুখে, মহা সুখে, হইব বিরত?
দীন বন্ধু, কৃপাসিন্ধু, থাকিতে প্রধান?
দুঃখ হর, সুখী কর, গাঁজা করি দান॥

কৃপা। (স্বগত) ব্যাটারা ভারি গোলযোগ কল্লে দেখ্‌চি, দুব্যাটা এসে জুটেছে, বোধ হয় আট আনার গাঁজার কমে হবে না; (প্রকাশে রূপোকে আহ্বান) ওরে ও রূপো! ও ও রূপচাঁদ! একবার এদিকে আয়রে।

(নেপথ্যে) আজ্ঞা যাই, আর পারিনে বাপু, খাট্‌তে খাট্‌তে গেলেম, এই যে আরম্ভ হলো, আর একটা না বাজ্‌লে ছুটি হবার যো নেই।

হর। যা বল আর যা কও, এমন তামাক কোথাও খেতে পাওনা বাবা!

তুল। কাজেই তোমরা দুজন ইয়ার এস, তাতে কি আর বাবু ভাল বৈ মন্দ মাল রাখ্‌তে পারেন?

হর। (স্বগত) ব্যাটার আক্কেল দেখেচ? "তোমরা দুজন ইয়ার এস," উনি যে যজ্ঞের বিড়াল, তার বেলা কিছু নয়! আগে তামাক খাই, তার পর এর বোঝা পড়া! (প্রকাশে কৃপাসিন্ধুর প্রতি) আমি একলা আসি মহাশয়?

কৃপা। তুলসি! হরবিলাসকে এ কথাটি বলা তোমার নিতান্ত অন্যায় হয়েছে; ওতে আর আমাতে কি কিছু ভিন্ন আছে?

তুল। চাটুর্য্যে মশাই! আপনি আমার উপর চট্‌বেন না।

হর। হ্যাঁ বাবা! এখন পথে এস।

গাঁজার সরন্‌জম লইয়া রূপচাঁদের প্রবেশ।

রূপ। আজ্ঞে এই নিন্ মশাই!

তুল। নেবো কিরে ব্যাটা! একবার ভাল করে খাম্‌বিরা মিক্‌চার তোয়ের কর দেখি; তুই ব্যাটা এত কেলে চাকর, আজো আড্‌ডার ধাঁত বুঝ্‌তে পাল্লিনে!

(সুরের সহিত)

নন্দি চ্যালা, পেয়ে ভোলা, মজা কোরে ছিল।
(ওসে) গাঁজা মলে, অবহেলে, স্বর্গে চলে গেল॥
সবে সেবা, কর বাবা, যদি স্বর্গে যাবে।
(রূপো) গাঁজা মলে, অগ্নি তুলে, দেও সবে খাবে॥

হর। (তুলসীর প্রতি হাত নাড়িয়া) হাহা বেস, বেস, বেস হয়েছে বাবা! (স্বগত) মন! আর কেন উড়ু উড়ু কর, এই ত সব যোগাড় হয়েছে, এখন্ ত বাবা মহাদেবকে উৎসর্গ কল্লেই প্রসাদ পাবে।

কৃপা। সে কিহে হর! তোমার যে আজ কেমন কেমন দেখ্ছি? তেমন বোল একটীও শুন্তে পাচ্চিনে যে? তোমার কি হয়েছে? তুমি আমার আড্ডার রাজহংস, তোমার কি চুপ্ করে থাকা ভাল দেখায়?

তুল। শুধু রাজহংস হলেই হয় না, জলে দুধে বেছে খেতে পাল্লে হয়। তা ওরে ছাড়িয়ে আমায় কেন রাজহংস কর না? আমি কি কিছু বুলি বল্তে পার্বো না?

হর। না ছাড়ালে তোর হবে কেন! তুই যে প্যাঁচা আচিস্, সেই প্যাঁচা থাক্। (কৃপার প্রতি) রাজহংসের আগে মুখ খুলে দাও যে বোল শুন্বে, হাঁসের মুখ বন্ধ! বল কি?

জেনে শুনে, কি কারণে, হলেছে এমন?
হংস মুখে, বন্ধ রেখে, চলে কি কখন?
খাদ্য পেলে, কুতূহলে, ডাকিবারে পারি।
তা না হলে, কার বলে, করি বল জারি?

রূপোর গাঁজা দান ও প্রস্থান।

কৃপা। (ধূম পান করিয়া) খাও বাবা! তলিটা আমায় দিও।

(সকলের ধূমপান)

তুল। গাঁজা খেলেম, আমার প্রাণটা জুড়ালো, কিন্তু বাবা! হাঁড়ি যে সিকেয় ঝুল্‌চে, তার কি বল?

কৃপা। (স্বগত) এত ভারি আব্দার— বেয়ারিং পোষ্টে গাঁজা খাবেন

আবার তার উপর বাজার খরচ দাও! (প্রকাশে) কেন মেয়ে বেচনা, তাহলেত অনেক সচ্ছল হবে।

তুল। মশাই! কি আমায় শিখিয়ে দেবেন? আমি তার চেষ্টায় আছি; তা দর না হলে কেমন করে কি করি।

হর। তুমি বাপু! লোক বড় ভাল নও, মেয়ে ব্যাচ্‌বার সময় তোমার জ্ঞান থাকে না, সে বারে ত আড়াইশ টাকার লোভে একটা ঘাটের মড়ার মত পাত্রকে মেয়ে বেচ্‌লে, আবার পাত্র কালো বলে কত গোলোযোগ করে শেষ্‌কালে আর ৫০ টাকা বেশী নিয়ে ছেড়ে দিলে, এতে তোমার খুব অপযশ হয়েছে।

কৃপা। ঠিক্ বলেছ, ঐ জন্যেই খদ্দের এসে জোটে না, ওঁর বড় কামড়, বেশী টাকা নাহলে মেয়ে বেচা হয় না।

তুল। (হরবিলাসের প্রতি) তুমি আমাকে অমন করে নিন্দা করোনা, তুমি জান, আপনার লোকের মুখ থেকে অমন কথা বেরুলে আমার মেয়ে বেচা ভার হবে।

হর। পরাপর কথা বল্‌বো, তাতে যদি কারুর নিন্দা করা হয় তা কি কর্‌বো।

তুল। আমি মেয়ে রোগা বরকে বেচিচি, বেশ্ করিচি, আমিত আর তোমার মেয়ে বেচ্‌তে যাইনি।

হর। কি আমার মেয়ে বিক্রি? যত বড় মুখ তত বড় কথা, পাত্রের অভাবে আমাদের বংশে অনেক বয়েসে কত মেয়ের বিয়ে হয়েছে; আমরা কি পেঁটেল? (তুলসিকে ধাক্‌কা মারিয়া প্রস্থান)

তুল। দেখ্‌লেন মশাই! আক্কেল দেখলেন, আমাকে সচ্ছন্দে ধাক্‌কা মেরে পয়সার জোর জানিয়ে গেল। তা এর বিচার আপনি কর্‌বেন, নচেৎ ভগবান আছেন।

কৃপা। তাকি কর্‌বো বাপু?

তুল। তবে আপনার হতে কিছু হবেনা? আচ্ছা তবে আমি আসি।

(প্রস্থান)

কৃপা। কাণ্ড টা পাকা পাকী হলো দেখ্‌চি, হরবিলাস ভারি গোঁয়ার, একেবারে এত অন্যায়! (প্রস্থান)

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটী, চারুচন্দ্র আসীন।

চারু। (স্বগত) হলধর কি ভয়ানক অত্যাচারী হয়েছে! এত এক রকম স্বেচ্ছাচার বল্‌তে হবে? ওঃ স্ত্রীলোকটীর বিপদের কথা মনে হ'লে এখনও আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়! এক জনের হাত থেকে মুক্ত হতে গিয়ে, অপর বদমায়েসের হাতে পড়া! কি ভয়ানক ব্যাপার!! আমরা যে মিল্‌টনে পড়েছিলাম

———" when the hospitable door
Exposed a matron to avoid worse rape"

তা এ ঘটনাটী ঠিক্ তাই। ব্যাটাদের কি ভয়ানক বাসনা!! আহা! স্ত্রীলোকটীর আর্ত্তনাদ এখনও আমার মনে জাগরূক রয়েছে। তাঁহার ব্যাকুলতার কথা মনে পড়্‌লে এখনও আমার মন দ্বিগুণ ব্যাকুল হয়!! ভাগ্যে সেদিন জমাদার তখন রোঁদে বেরিয়ে ছিল, আর ব্যাটারা মাতাল হয়েছিল, তাই অনেক যত্নে সে দিন তাঁর সতীত্ব রক্ষা করা গেছে। আহা! বোধ করি আমরা আর কিছু বিলম্বে গেলে স্ত্রীলোকটী আত্মহত্যা করিত। ওঃ তাহলে কি ভয়ানক হতো!!

(নেপথ্যে) আজ চারুর সঙ্গে একটু মজা কত্তে হবে; কি বল?

চারু। কে আস্‌ছে বুঝি! (দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জ্ঞানেন্দ্রকে ও বিপিনকে আসিতে দেখিয়া) Welcome brothers! welcome friends?

জ্ঞানেন্দ্র ও বিপিনের প্রবেশ।

বিপিন। Well seignior Charoo! how now?

উভয়ের উপবেশন।

তোমাকে এত চিন্তিত দেখ্‌চি কেন? কি চিন্তা হচ্চে? "Meditation may think down hours to moments"

জ্ঞানেন্দ্র। ভাবনার বস্তুর অভাব কি? The world is wide enough for meditation, Charoo is still a bachelor and "as merry and mellow an old bachelor as ever followed a hound."

চারু। আমিত আজও old bachelor হই নাই! আর আমিত অন্য কিছুই ভাবি নাই, সেদিনকার সেই অত্যাচারের বিষয় মনে মনে আন্দোলন কচ্ছিলাম।

জ্ঞান। তুমি বুঝি সেদিন স্ত্রীলোকটীকে হলধরের হাত থেকে রক্ষা করে অমনি থানায় ওদের অত্যাচারের বিষয় জানাতে গেছ্‌লে?

চারু। না ভাই! আমিত সে রাত্রিতে আদপেই পুলিষে খবর করি নাই। মনে করিলাম তাহলে স্ত্রীলোকটীকে অনেক কষ্টে পড়্‌তে হবে, এখান ওখান কত্তে হবে, বিশেষ এটী বড় লজ্জার বিষয়। আর সেই স্ত্রীলোকটীও অস্বীকৃতা হলেন।

বিপিন। তিনি কি বল্লেন?

চারু। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, "বাবা তুমিই আমাকে রক্ষা করিলে, সেই আমার অনেক হয়েছে, ওদের সাজা জগদীশ্বর দিবেন, আমি মোকদ্দমা করিতে চাহিনা।"

জ্ঞান। ওঃ কি ভয়ানক ব্যাপার! আচ্ছা ভাই তবে সে দিন ওরা সব মাতাল হয়ে এক এক তলয়ার হাতে করে মহা খেপে বেরিয়ে ছিল কেন?

চারু। কি আশ্চর্য্য! তোমরা কি কিছুই শুন নাই? আমি কিনা সেই স্ত্রীলোকটীকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করে ছিলাম, তাই ওরা সব রেগে আমাকে ক টতে বেরিয়েছিল।

বিপিন। বল কি হে! ব্যাটারা একেবারে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে তোমায় কাট্‌তে এলো! তার পর কি হলো?

চারু। আমি খবর পেয়েই অমনি পুলিষ ইনস্পেক্টরকে ঘটনাটি

ব্রিফ্ করে বলে একজন জমাদার আর জনকতক পাহারাওয়ালা সঙ্গে করে আনিলাম।

জ্ঞান। তার পর, তার পর ?

চারু। তার পর আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে ব্যাটারা মহাগর্জ্জে এল, আমি ভাব গতিক মন্দ দেখে একটু সরে দাঁড়ালাম, জমাদার আর পহারোয়ালারা ঘেরাও করে অনেক কৌশলে সবব্যাটাদের গ্রেপ্তার কল্লেক, হাতে হাত্‌-কড়ী দিয়া পুলিষে নিয়ে গেল, তার পরে বড় সরেস ডিপোজিসান দেচে।

বিপিন। কি রকম ডিপোজিসান দেচে ? ডিপোজিসান নিলে কে ?

চারু। ডিপোজিসান পুলিষ ইনস্পেক্টর নিলেন, ওরা সকলে বলেচে, "আমরা ফিজিকেল এক্‌সারসাইজ কর্‌বো বলে ফর্‌দা জায়গায় তলয়ার চালনা কত্তে গিয়েছিলাম, চারুবাবুর সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই, আর আমরা ক্ষামকা তাঁকে কাট্‌তে গেছেলুম এটী কতদূর সত্য হতে পারে বিবেচনা করুন।"

জ্ঞান। ওঃ কি বদ্‌মায়েস ! দেখেছ কেমন কেস্ সাজাচ্চে !!

বিপি। আহা ! সদ্বংশজাত ভদ্র লোকের ছেলে একেবারে কেমন খারাপ হয়ে গেছে !

জ্ঞান। ভাই ! আমি ওর আদ্যন্ত সমস্তই জানি, প্রথমে যখন একক্লাশে পড়্‌তাম, তখন ওর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্ভাব ছিল, তখন ও বেশ পড়া শুনা কত্তো, ক্লাশের একজন গুড্ বয় ছিল, তার পর বিবাহ হতে আরম্ভ হলো, একটীর পর আর একটী ক্রমে ক্রমে ৩।৪টী বিবাহ হলো, আর সেখান থেকেই খারাপ হতে লাগলো।

বিপি। তা হবেই ত, একে অল্প বয়স, তায় ৩।৪ টী বিয়ে হলো, এতে কি আর ছেলে গুড্ থাকে !

জ্ঞান। সেখান থেকে আর হলধরের পড়িবার মন নেই, ক্রমে বেস্ট থেকে লাষ্ট হলো, ক্রমে স্কুল কামাই কত্তে লাগ্‌লো, ইয়ারের দলে মিস্‌লো, মদ খেতে শিক্‌লে, বেশ্যাসক্ত হলো, তার পর বর্ত্তমান অবস্থাত সকলই জান।

চারু। দেখ ভাই ! ধর্‌তে গেলে, কৌলীন্য প্রথাই এই সকল অনিষ্টের

মূল। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে প্রচলিত থাকায় কতশত সম্ভ্রান্ত ধনী লোকেরা একবারে নষ্ট হয়েছে! আহা আমাদের দেশে এই কুপ্রথারাশি কি চিরকাল বদ্ধমূল থাকিবে? ইহাদিগকে কি অবিনশ্বর করিয়া আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থাপন করেছিলেন?

জ্ঞান। বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ যে অতিশয় দূষণীয় তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু বিবেচনা করিলে আমাদের দেশের বিবাহ প্রথাই অতিশয় দূষণীয়। লোকে সচ্ছন্দে অজ্ঞাত চরিত্র কুলীন পাত্রকে কন্যা দান করে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান কচ্চে, যাহারা চিরকালের জন্য পবিত্র প্রণয় পাশে বদ্ধ থাকিবেক, তাদের পরস্পর মনোনীত করা দূরে থাক্, বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরের প্রায় দেখা হয় না। মনোনীত করে বিবাহ না করায় বঙ্গসমাজকে কলহ মেঘে নিয়ত আবৃত করে রেখেছে। কলহ শূন্য বঙ্গপরিবার প্রায় লক্ষিত হয় না। বঙ্গশিশুরা ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি প্রায়ই প্রত্যহ কলহ শুনিতে পায়, এই কারণেই বোধহয় বঙ্গ সমাজে একতা নাই। একতা বিরহে যে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা বোধ হয় প্রাজ্ঞ মাত্রেই বিদিতআছেন। এমন কি একতা বিরহে আমরা চিরকাল দাস্য বৃত্তি করিতেছি।

বিপিন। আর দেখ পিতা মাতা আপন সন্তানের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইতে না দিযাই অমনি তাহার বিবাহের নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুলিত হইয়া নিজে পাত্রী স্থির করিলেন। যেন পুত্রবধূর মুখাবলোকনে সমস্ত সন্তাপ একেবারেই দুরীভূত হইবেক। আপন ভাবী স্ত্রী মনোনীত করা দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের পক্ষে যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার তাহা বলা যায় না। উপযুক্ত বয়সেও যদ্যপি কেহ স্বয়ং পত্নী মনোনীত করিবার সংকল্প করেন, কিন্তু লোকাচার বিরুদ্ধ কার্য্য সম্পাদনে তাঁহাকে নিশ্চয়ই যৎপরোনাস্তি ভীত হইতে হইবেক। লোকাচার বিদ্বেষী হইয়া যদ্যপি কেহ পাত্রি মনোনীত করিতে জান এবং পাত্রি মনোনীত নাহয়, তথাপি পিতা মতা অগ্রে সেই পাত্রি স্থির করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার তৎসম্বন্ধ বিরুদ্ধে বাঙ নিস্পত্তি করা দুরে থাকুক, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকিলে ও, পিতা মাতার সম্মান রক্ষার্থ ইচ্ছা পূর্ব্বক সেই কন্যার পানি গ্রহণ করিতে হয়।

এবম্বিধ বিবাহে যে অনিবার কলহ প্রসব করিবে তাহার আর সন্দেহ কি? পরে বর কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হয়ত বর, কন্যাকে চিরকালের নিমিত্ত শোকার্ণবে ভাসাইলেন, নচেৎ কন্যা অনীপ্সিত বস্তুতে স্পৃহা সহকারে দেখিতে লাগিলেন, ওঃ কি ভয়ানক ব্যাপার!

চারু। নিরপেক্ষ হইয়া বিবেচনা করিতে গেলে, বঙ্গদেশ প্রচলিত বিবাহ প্রথাই বঙ্গ সমাজের অবনতির মূল কারণ। বাল্যবিবাহ ও বহু-বিবাহ ভূরি ভূরি বীর্য্যহীন সন্তান প্রসব করিতেছে। মনোনীত করিয়া বিবাহ না করায় অনেকে পবিত্র প্রণয় সুখে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। হায়! এসমস্ত কুপ্রথা রাশি বঙ্গ সমাজকে যে অকাল মৃত্যু ও অনৈক্যতা মেঘে নিরবচ্ছিন্ন আবৃত করিতেছে, তাহা কি আমাদের দেশবাসী ধনী ও কৃতবিদ্য জনগণের মনে স্থান পাইতেছেনা? আর এতাদৃশ অনিষ্টোৎপাদক দেশাচারের প্রতি যদি দৃষ্টি না পড়ে, তবে তাঁহাদিগের এবং বিদ্যার গৌরব কোথায়?

বিপিন। বল্লাল সেন এই কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন বলেই কি আমরা সেই মহৎ অনিষ্টোৎপাদক কুপ্রথা সকল অদ্যাপি প্রতি-পালন করিব? কি ভয়ানক ভ্রম! আহা! এই ভ্রম অন্ধকারেই বঙ্গভূমিকে শ্মশান ভূমি করিয়া তুলিয়াছে!

জ্ঞান। বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ হইতে আমাদিগের তত অনিষ্ট হয়না, কারণ ওগুলি প্রায় কুলীনদিগের মধ্যেই প্রচলিত আছে, এবং সমাজের মধ্যে কুলীনদিগেরও সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু মনোনীত করিয়া বিবাহ না করায় আমাদিগের সমাজের উচ্ছেদ করিতেছে। হায় কি ভ্রম!

চারু। স্থানে স্থানে জাতীয় মেলা হইতেছে, জাতীয় সমাজ উন্নতি করিবার নিমিত্ত কত কি হইতেছে, কিন্তু জাতীয় অবনতির এই প্রধান কারণটী কি আজ্‌ও কাহারও মনে স্থান পায় নাই? এটী নিশ্চয়ই সমাজ উন্নতির প্রধান কণ্টক, এ কণ্টক বৃক্ষ বঙ্গ সমাজের সকল স্থানেই অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে! কিন্তু ইহাদিগের উচ্ছেদের উপায় কিছুই হইতেছেনা। একি সামান্য দুঃখের বিষয়!

জ্ঞান। ভাই! এটী বলা তোমার তাদৃশ সঙ্গত হয় নাই; এক্ষণে নব্য সম্প্রদায়ী বঙ্গবাসী মাত্রেরই অন্তঃকরণে বঙ্গ কুপ্রথা রাশি শেলবৎ বিদ্ধ হইতেছে। স্থানে স্থানে তন্নিবারিণী সভা সংস্থাপিতা হইতেছে, এবং প্রায় সকলেই বিশেষ যত্নবান্ হইয়া যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

চারু। সভায় উপস্থিত হইয়া কোন কুপ্রথার দোষ রাশি বক্তৃতাচ্ছলে প্রকাশ করিলেই যে তন্নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করা হইল, তাহা কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না। আমি দেখিয়াছি বক্তৃতা করিবার সময়ে অনেকেই গলা কাঁপাইয়া একরকম বক্তৃতা করেন, কিন্তু কার্য্য কালে অন্যরকম করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন্ না।

জ্ঞান। এরূপ বক্তার সংখ্যা অতিশয় অল্প। তবে কি জান, দেশাচার কুপ্রথা গুলিকে চিরকাল লালন পালন করিয়া এক্ষণে মায়াশূন্য হইয়া একেবারে ত্যাগ করিতে পারিতেছেনা। "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।"

বিপিন। সমাজ উন্নতি করিব বলিয়া আজ্ কাল্ নব্য সম্প্রদায়ী বাবুরা বায়ুগ্রস্ত হয়েচেন; রীতিমত কার্য্যের দিকে অনেকের দৃষ্টি নাই, কেবল ইনি সভাপতি, উনি সম্পাদক, এই মাত্র। কত কি নিবারণী সভা হচ্চে, কিন্তু ফল কৈ? ভাই! সমাজের অবনতির কারণ বোধ হয় সকলেই বিশেষরূপে বুঝেচেন, কিন্তু আর সে বিষয়ে লেক্‌চার দিলে কি হবে? You know Ganen! we now only want a Moses to guide us through this wilderness of national difficulties, and to obey him without wishing to be a guide.

চারু। This is a sage-like remark, একথা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কিন্তু ভাই! বৃদ্ধ সম্প্রদায়ী লোকেরা যত দিন একুপ্রথানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করাকে গৌরবের কার্য্য বলিয়া মনে করিবেন, তত দিন কৃতকার্য্য হওয়া অতিশয় সুকঠিন। আরও দেখ, আশানুরূপ ফল পাওয়া অতিশয় দুরূহ ব্যাপার, যত আশা করা যায়, তার মত কি ফললাভ হয়? এই যে আমরা কত আশা করেছিলাম কিন্তু তার কি হল?

বাসনার বীজ কত মানস উদ্যানে
শ্রম করি রোপিলাম, সহিত যতনে,
সেচন করিনু কত আশা বারি বীজে,
ভাবিলাম ফল হলে লাগিবেক কাজে।
আশা বারি পেয়ে কেহ অঙ্কুরিত হলো।
কেহ বা হারায়ে যুক্ত অকালেতে মলো।
অবশিষ্ট পরে যবে ধরিলেক পাতা,
বাড়িতে লাগিল ক্রমে কৃষকের ছাতা।
পরে যবে পাইলাম উৎসাহ নিড়ুনি,
গাছ খুসে দিতে তবে গেলাম অমনি।
বাড়িতে লাগিল গাছ, কৃষক ভরসা,
ভাবিলাম তেজ হবে যাইলে বরষা।
সদানন্দ হয়ে বৃক্ষে হেরিতাম দিনে,
যামিনী আইলে পরে ভাবিতাম মনে,—
রাজার রাজস্ব দিব, মহাজনে দেনা,
ফল হলে দিব, আর না দিলে চলেনা।
সে ফলে বিফল হায়! হেরি তার পরে,
ফেটেছে গাছের গোড়া গেছে ফুল ঝরে।
দেশাচার বিভাবসু শুষি আশা বারি,
বৃদ্ধের কুবুদ্ধি কীট হয়ে তার অরি
ছেদ করিয়াছে বৃন্তে কোরক সময়ে।
বিভাবসু রোষে কেহ গিয়াছে শুকায়ে।
অবশিষ্ট আছে কিছু গাছ রোগা মত,
ফলবান্ হইবেক নহে হবে হত।

জ্ঞান। হাঁ তা সত্য বটে, কিন্তু বৃদ্ধ সম্প্রদায়ীরা যদি মনে করেন তাহলে বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ অনায়াসে তুলে দিতে পারেন। এবং মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার প্রথাও প্রচলিত করিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এঁরা এতে আদৌ হাত দিচ্চেন না।

বিপিন। আরও দেখ, এরূপ কল্লে তাঁদেরও ধর্ম্মতঃ পাপী হইতে হয়না, অথচ সমাজকে পুনর্জ্জীবিত করা হয়।

জ্ঞান। তোমার ত আশাও কম্ নয়? বৃদ্ধ দিগের দ্বারা সমাজের উন্নতি হবে কি আশ্চর্য্য! দেশাচারে যা নেই তাই তাঁরা কর্‌বেন্! তবে নব্য সম্প্রদায়ীরা যদি মনে করেন তাহলে হতে পারে, নচেৎ কিছুই হবে না। আর নব্য সম্প্রদায়ীরা এরূপ কার্য্য করিলে, বৃদ্ধেরাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়েছে বলে দূষ্‌তে পার্‌বেন্ না।

চারু। নব্য সম্প্রদায়ীদিগের কৃতকার্য্য হওয়াও সুকঠিন, কারণ তাঁহাদের লেক্‌চারই আজ্ কাল্ একমাত্র ভরসা। লেক্‌চারে কেবল দোষ গুণ জানা যায়,তাভিন্ন আর কি হয়? In my opinion, it is better to set example. You know, "Example is the most potent of instructors though it teaches without a tongue."

বিপিন। তা সত্য বটে, কিন্তু লেক্‌চারেও অনেক কাজ হয়, বারম্বার বল্‌তে বল্‌তে একবার কাযে দাঁড়াবে।

চারু। হাঁ ছাই হবে। যাদের হস্ত পদ সমস্তই রজ্জু দ্বারা দৃঢ় রূপে বদ্ধ, তাদের বারম্বার প্রহার কল্লেও কি তারা চল্‌তে পারে? তাদের যে চলৎশক্তি থেকেও নাই?

বিপিন। (স্বগত) মা আজ না আমাদের বাড়ীতে চারুকে ডেকে নিয়ে-যেতে বলেছিলেন? আহা! যদি স্বর্ণকে চারুর সঙ্গে বিবাহ দিতে পারি, তবে স্বর্ণ নিশ্চয়ই সুখী হবে, দেখা যাক্ কত দূর কি হয়। (প্রকাশে) চারু! আজ্ তোমাকে একবার আমাদের বাটীতে যেতে হবে।

চারু। তবে চল এখন যাই।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান ও সরোবর।
স্বর্ণলতা আসীনা।

স্বর্ণ। আহা! একাধারে এত রূপ ও সদ্গুণ কখনত দেখিনি! চারুচন্দ্রের রূপ রাশিত বাল্যকাল থেকে দেখ্‌চি, কিন্তু কখন ত এরূপ কমনীয় বোধ হয়নি! এখনও যেন সেই মোহন মূর্ত্তিটি আমার নয়ন প্রান্তেই রয়েচে! আহা! সেদিন কেমন সুন্দর প্রশ্ন গুলি জিজ্ঞাসা কল্লেন! কেমন সুন্দর রূপেই বা প্রকৃত উত্তর গুলি বুঝিয়ে দিলেন?—আমার এমন কপাল কি হবে? (দীর্ঘ নিশ্বাস, চারিদিক্‌ অবলোকন পূর্ব্বক) মন! তুমি থাম্‌লে কেন? এখানে আর কে আছে? তোমার মনের কথা কেন আমায় বল না? (চিন্তা) দাদাত প্রকারান্তরে তোমায় অনেক আশ্বাস দিয়েচেন; তাঁর আশ্বাস বাক্যে কি তোমার বিশ্বাস হচ্চে না?—না, কারণ পিতাই কন্যাদানের কর্ত্তা। (চিন্তা) কিন্তু দাদার অসম্মতিতে কি হতে পারে? পা—রে—না। মন! এই বার্‌ত ঠিক্‌ বলেচ, তবে আশা ফলবতী হতে পারে? —কি বল? (চিন্তা) আহা! চারুচন্দ্রই বটে! নইলে কি দর্শনমাত্রেই আমার চিত্ত কুমুদিনী বিকশিত হয়! এ চন্দ্রেও কি তবে কলঙ্ক আছে?—আছে বৈ কি! মন! তুমি একেবারে সকল ভুলে গেলে? যখন বালিকা বিদ্যালয়ে পড়্‌তাম, তখন থেকেই আমার মন্‌টি অপহরণের চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু দেশাচার আমার মনের রক্ষক থাকায় কৃতকার্য্য হতে পারেন্‌নি। প্রাণনাথ! (দীর্ঘনিশ্বাস) এই কি তোমার অবলার প্রতি দয়া? এই কি তোমার বিদ্যার ফল? তুমি অকাতরে অবলার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া বিস্মৃত আছ! কি আশ্চর্য্য! (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আমি প্রাণকান্তকে ভাল চোর ধরেচি! আপনি যে দর্শন করিয়াই সৎপাত্র বোধে তাঁকে মন প্রাণ সকলি দিয়াছি; এখন বৃথা দোষ দি কেন? কিন্তু প্রাণনাথের আমার একটু

দোষ আছে; মন প্রাণের সঙ্গে যদি আমার চিন্তাটিকেও হরণ কত্তেন, তাহলে অবলার যথার্থই উপকার করা হোত।—কিন্তু তাও বলি, তস্কর গৃহস্থের রত্ন গুলিই অপহরণ করে। (নেপথ্যে মলের শব্দ) ঐনা বৌ আস্‌চে, (চিন্তা) বৌকে বল্‌ব কি?

মাধবীর প্রবেশ।

মাধ। কিলো ঠাকুরঝি! এমন সময় ঘাটে বসে কি হচ্চে?

স্বর্ণ। (সলাজে) একটু ব্যাড়াতে ইচ্ছে হয়েছিল, তাই—

মাধ। আর ভাই! ধরা পড়েচ। তবে একা কেন?—আমি সঙ্গে এলে কি তোমার রাঙ্গা বরে ভাগ বসাতাম?

স্বর্ণ। এখনত দুজন হলাম।

মাধ। আমরি, বিয়ের কথাতেই এই—এখনও দুজন হবার অনেক দেরি আছেলো!

বলে—"ফুট্‌লে কলি, জুট্‌বে অলি, কত সুখী হবিলো।
আগে থেকে, থেকে থেকে, কেন ভেবে মরিস্‌লো?"

স্বর্ণ। নে ভাই তুই আর রঙ্গ করিস্‌নে, বলে, "কাকরবা সর্ব্বনাশ কাকরবা পোষ মাস"।

মাধ। তোরও পোষ মাস হয় এই, ঠাকুর বলেচেন, এই মাসেই তোর হলধরের সঙ্গে বিয়ে দেবেন।

স্বর্ণ। বৌ! তুমিও আমার বিপক্ষ হলে ভাই! হা বিধাতঃ! আমি এ বালিকা বয়েসে এমন কি অপরাধ করেচি যে আমার কপালে এত যন্ত্রণা! (চক্ষে হস্ত দিয়া রোদন)

মাধ। সে কি স্বর্ণ কাঁদিস্ কেন? কাঁদিস্‌নে ভাই!

কেঁদনা কেঁদনা স্বর্ণ নয়নের তারা!
তোমার নয়নে বারি, নিরখিতে নাহি পারি,
দেখিলেই হই জ্ঞান হারা।
সদাই বিরলে কেন পাই দেখিবারে,
বিধুমুখে হাসি নাই, চিন্তিত দেখিতে পাই,

বিয়ের নামেতে আঁখি ঝরে।
গুপ্ত যথা পরকাছে রাখয়ে অপর,
মনে রাখি মনোভাব, এবে দেখি এ কি ভাব,
ভাব কিলো আমারে অপর ?

স্বর্ণ। কি আর বলিব ভাই! বল কি শুনিবে
দুঃখের বারতা মম! জান নাকি কিছু
কেন কাঁদে পোড়াপ্রাণ! প্রণয়ী যেমতি
যবে যতনের ধনে দেয় বিসর্জ্জন
হতাশের বলে। হায়! পাষাণে নির্ম্মাণ
অভাগা বালায় বিধি করেছে নিশ্চয়
জানিলাম এবে। ভাই! নহিলে কেমনে
সহিছে সন্তাপ এত ? জনক জননী
সদা, দেখ সর্ব্ব স্থানে, অনুকূল থাকি,
মনোনীত বরে, কন্যারত্ন দান করি,
ভাবেন কি রূপে হবে কন্যার কল্যাণ,
মনের আনন্দে। কিন্তু ভাই! দেখি এবে
প্রতিকূল পিতা এই অভাগিনী পক্ষে।
বিষাদ-সাগরে স্বর্ণ, না জানে সাঁতার
হাবু ডুবু খেয়ে মরে বালিকা বয়েসে।
পেয়েছি অনেক ক্লেশ হতাশ তুফানে,
প্রথমে যখন বিধি, ভাগ্য দোষে হায়!
ঠেলিলেন পায় অতি নিরদয় রূপে।
দাঁড়ায়ে সাগর তটে আছে পরিজন,—

দাদা, মাতা, আর সবে, দেখিছে হতাশে,
সজল নয়নে হায়! না হয় সাহস,
সাগর তরঙ্গে ডুবি তুলিতে আমায়।
সাহসে করিয়া ভর, যৌবন সুলভ,
কভু বা আসিছে দাদা; স্নেহ রসে গলি,
ধরিয়া রাখিছে তায়, জনক অমনি।
জননী আমার হায়! স্নেহে ভরা মন,
ভাবিয়া আকুল এবে, কাঁদিছেন কত
অভাগী কন্যার তরে। কি আর বলিব?
কেঁদনাক আর, ভাই! করোনা ভাবনা,
বিষাদ সাগর জল লাগিবেক গায়।

মাধ। (স্বগত) এখনওত কিছু স্পষ্ট বুজ্‌তে পাল্লাম না, দেখি কত, দূর অনুরাগ হয়েচে। (প্রকাশে) ঠাকুরঝি! তুই যদি ভাই ভাল করে ঘটক বিদেয় করিস্, তাহলে আমি আপ্‌নি ঘট্‌কালি করি, আর যাতে চারু চন্দ্রের সঙ্গে—

স্বর্ণ। হা বিধাতঃ! জনম দুঃখিনী হবার জন্যই কি আমার জন্ম হয়েছিল! চারুচন্দ্র কি আমার ভাগ্যে নষ্টচন্দ্র হলেন! আমি তাঁকে প্রাণ-নাথ বলে কি কেবল কলঙ্কিনী হলেম! বৌ! এই কি তোমার তামাসার সময়! হা পোড়া কপাল! (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন।)

মাধ। ছি ভাই! কাঁদ্‌তে আছে কি? লোকে শুনলে যে নিন্দে কর্‌বে। কাঁদিস্‌নে ঠাকুরঝি!

স্বর্ণ। বৌ! বিধাতা যখন আমায় চিরকাল কাঁদাতে উদ্যত হয়েচেন তখন আর—(রোদন)

মাধ। (স্বগত) অনেক হয়েচে, আর না, এখন্‌ত সব জান্তে পেলাম, আহা! অনুরাগ ভঙ্গের কি সামান্য মনোবেদনা! (প্রকাশে) ভয় কি ঠাকু-রঝি! আমরা সকলে থাক্‌তে আর সত্যি সত্যি তোমায় এত কষ্ট পেতে

হবে ? আমি তোমায় তামাসা কচ্ছিলাম। তুমি কি শুননি ? সে দিন তোমার দাদা কত কষ্ট করে ঠাকুরের পর্য্যন্ত মত করেচেন, চারুচন্দ্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন, ঠাকুর স্বীকার করেচেন। এমন কি, দেশের লোকেরা যদি এতে গোল করে, তবে তোমাকে মামার বাড়ী নিয়ে গিয়েও এ কাজ শেষ করা হবে।

স্বর্ণ (স্বগত) আহা! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি, না বোয়ের কাছে যথার্থই শুন্‌চি! (প্রকাশে) বৌ! তুমি কি আমায় প্রবোধ দিচ্চো, না সত্যি সত্যি এ রকম কথা হয়েচে?

মাধ। মাইরি ঠাকুরঝি! তোর মাতা খাই—কিন্তু ভাই! ভাল করে ঘটক বিদেয় কত্তে হবে, সুধু কুসুম্ভিকের কাপড়ে হবে না।

স্বর্ণ। (সহাস্যে) তুই ভাই বড় মজার লোক, কাঁদাতেও পারিস্ হাসা-তেও পারিস্।

মাধ। ঠাকুরঝি! তোর মুখ্‌খানি এখন কি সুন্দর দেখাচ্চে। যেন রোদ আর বিষ্টি একেবারে দুই হচ্চে।

স্বর্ণ। হ্যাঁ বৌ! দিন দেখান হয়েচে কি?

মাধ। পরমেশ্বর দিন দিলে কি আর দিন দেখাতে বাকি থাকে? সে যাহোক্ ভাই! তোর দাদাত চারু বাবুকে সেদিন আমাদের বাড়ীতে এনে ছিলেন; তা, তোদের এর মধ্যেই এত হলো? দু এক দিনেত এত হয় না।

স্বর্ণ। শিশু কালে যদি স্বর্ণ কিছুতে জানিত
ভাল বাসা এদুর্গতি, কভু নাহি দিত
তবে অন্য জনে মন। সরলতা বশে,
বালিকা-কাল-সুলভ, চির পরবশে
অভাগিনী। বিদ্যালয়ে যবে, দিয়ে মন,
হরষে প্রফুল্ল হয়ে, করি অধ্যয়ন,
চারুচন্দ্র চারু করে হৃদয় গগণে

উদিত তুষিতে মম কুমুদ নয়নে।
শশধর সুধা কভু কুমুদ কপালে?
হয় মাত্র বিকশিত শশী করে ভালে;
তেমতি আমার দশা। দয়ার সাগর
দাদা মম, যবে বিস্তারি আপন কর,
ধরিলেন চাঁদে, ভাই আপন ভবনে,
হইল হেরিতে ইচ্ছা সহস্র লোচনে।
সলাজে মুদিত পোড়া নয়ন আমার,
নারিল হেরিতে চারু সুধাকরে আর।
নিকটে পাইয়ে যথা অস্তের সময়ে,
কুমুদী মুদিত, নাথে দেখি লাজ ভয়ে!
দাদার আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়ে
যতনে রেখেছি চাঁদে হৃদয়ে ধরিয়ে;
মনে মনে মন প্রাণ করেছি অর্পণ,
নিতান্ত জেনেছি চারুচন্দ্র নিজ জন;
পাই যদি প্রাণকান্তে রাখিব জীবন,
নতুবা বিদায় স্বর্ণ জন্মের মতন।
বলিতে এসব কথা নিজ পরিজনে
মনো ভঙ্গ হয় পাছে এই ভয় মনে।

মাধ। তবে চারুই আমাদের ঠাকুর জামাই? (স্বর্ণের দাড়ি ধরিয়া) বলে—"ঠাকুর জামাই, চাকরি কামাই, মাসে দুবার আসে।
না জানি সে ঠাকুরঝিকে কত ভাল বাসে।"

স্বর্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বৌ! এত রঙ্গও জানিস্ ভাই!

মাধ। আচ্ছা ভাই ঠাকুরঝি! তুমিত চারুচন্দ্রের জন্য এত ব্যাকুল

হয়েচ, কিন্তু তিনি তোমাকে ভাল বাসেন কি না তা তুমি কি করে জান্‌লে?

স্বর্ণ। (অঞ্চল হইতে এক খণ্ড কাগজ দিয়া) এই দেখ।

মাধ। এ পত্র কে লিখেচে? একি চারুবাবুর হাতের লেখা? ওমা! ভেতর ভেতর তোদের এত হয়ে গেচে! অবাক্‌!! বলে,—"ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাপেও টের পায় না।"

স্বর্ণ। পত্র খানি পড় না, তাহলে সব জান্তে পার্‌বে এখন।

মাধ। কেন তুমিত পড়েচ, আবার পড়্‌তে ইচ্ছা হচ্চে?

স্বর্ণ। অমৃতে কি কখন অরুচি হয়!

মাধ। ওমা, বটে! তবে শুন (পত্রপাঠ)

প্রিয়তমে!

আমাদিগের প্রণয়ের পূর্ব্ব বৃত্তান্তটি একবার মনে করে দেখ,—সেই তুমি যেন অনুকূল হয়ে অধ্যয়নচ্ছলে আমার চিত্ত-ভ্রমরকে সুখী কত্তে বালিকা বিদ্যালয়ে আস্‌চ, আর সেই আমি তৃষিত নয়নে বালিকা কুসুম মালার মধ্যে তোমার প্রস্ফুটিত মুখ কমল দেখে অপার আনন্দ অনুভব কচ্চি; তাহলে বোধ হয় তৎকালীক সমস্ত ঘটনাই একেবারে মনে উদয় হবে। সেই সময় হইতেই আমাদিগের প্রণয় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু কুৎসিত কৌলীন্য কণ্টক অঙ্কুরটিকে তত বৃদ্ধি হতে দেয় নাই, সমভাবেই ছিল। এক্ষণে বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হয়েছেন; তোমার দাদা সেই শুষ্ক প্রণয়াঙ্কুরে আশাবারি প্রদান করত পরিবর্দ্ধিত করেচেন। এখন বোধ হচ্চে চিরযতনের ধনে বঞ্চিত হব না। তোমার পিতার এখনও কিছু অমত আছে, কিন্তু বোধ হয় কালসহকারে তিনিও সম্মত হবেন। আহা! পরিণয় সিংহাসনে কবে তোমাকে বসাব, এখন তাই ভেবেই আকুল হয়েচি! তোমার অদর্শন চিন্তানল এক্ষণে আমার মনে প্রবলরূপে জ্বলে উঠেচে; কিন্তু কি করেই বা সে অনল রাশি নির্ব্বাণ করি? পূর্ব্বের মত এখন সর্ব্বদা তোমাদের বাড়ীতে যেতে লজ্জিত হই। আহা! লজ্জাই সর্ব্বস্থানে প্রণয়ের বিশেষ প্রতিবন্ধক। পরীক্ষার দিন হইতে তোমাকে পত্র লিখিব মনে করি, কিন্তু অনেক বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইতে পারি নাই, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার আনন্দ

বর্দ্ধন করিবে। উপায়ন্তর অভাবে এক্ষণে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অতি সাবধানে পত্র গোপন রাখিবে। আমি কি লিখিলাম এক্ষণে সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই, যদ্যপি কোন অংশ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ক্ষমা করিবে। প্রিয়ে! আর অধিক কি লিখিব? মন যে কত-দূর পর্য্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা দূরে থাক্, তোমার সাক্ষাতেও যে সম্পূর্ণ রূপে বলিতে পারিব এমন বোধ হয় না। তোমার অলৌকিক রূপ মাধুরী চক্ষু মুদ্রিত করিলেও সুন্দর রূপে দেখিতে পাইতেছি। এক্ষণে মন প্রাণ সমস্তই তোমার নিকট রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলাম; আমার দেহই কেবল আমার কাছে থাক্‌লো।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

চারুচন্দ্র।

এত বেস্ দেখ্‌লাম। ঠাকুরঝি! তোর মনে এত ছিল? তোর বিয়ের সময় কত আমোদ কর্‌বো মনে ছিল, তা ভাই! এর মধ্যে চুপি চুপি সব কাজ সেরেচ? বিয়ের আর কি বাকি আছে? কেবল একবার শাঁকে ফুঁ আর উলু দিতে বাকি বৈত নয়। তা নাহয় এবার যেদিন আস্‌বেন সেই দিন সব কর্‌বো। (হাস্য)

স্বর্ণ। বৌ! তোর ভাই! আজ্ কাল্ ছেলে হোতে চল্লো, তবু তোর রঙ্গ ভঙ্গ গুলি গেল না?

মাধ। আচ্ছা ভাই! চারুচন্দ্র তোর দাদার বন্ধু, সে হিসেবে ত চারু তোর দাদা হয়।

স্বর্ণ। দূর্ মড়া!—কিসে কি হয় তাও জান না?

মাধ। সে যাহোক্ তুমি এর কি উত্তর লিখেছ পড় দেখি শুনি।

স্বর্ণ। (পূর্ব্ববত অঞ্চল হইতে আর একখণ্ড কাগজ লইয়া) এই দেখ।

(পত্রদান)

মাধ। ওমা! তুইত আজ্ কাল্ বেস্ লিখ্‌তে শিখিচিস্ ভাই!

(পত্রপাঠ)

প্রাণকান্ত!

আমি যে কিরূপ আছি তা আর আপনাকে কি জানাইব। আপনার

অদর্শনে আমি যে বেঁচে আছি সেকেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সর্ব্বদাই নির্জ্জন-স্থানে থাকিয়া আপনার সেইপাদপদ্ম ধ্যান করি, আর মধ্যে মধ্যে আপনার প্রেরিত পত্রগুলি পাঠকরি। সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি, কিন্তু আপনি এ দাসীর প্রতি আজ্ কাল্ নিতান্ত প্রতিকূল হইয়াছেন; একবারও আপনার সেই মোহন মূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ হয় না। নাথ! এ দাসী ও চরণে কোন অপরাধ করিলে কি ক্ষমার যোগ্য নহে? আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া আমি আজও পর্য্যন্ত কাহাকেও কোন কথা বলি নাই। কিন্তু আমার মনে নানাবিধ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, বিশেষ যখন পিতার অমতের কথা মনে হয় তখন আর দেহে প্রাণ থাকেনা। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার এদাসীকে দর্শন দিবেন, অনেক মনের কথা এখন মনে থাকিল, কারণ সেগুলি আমি এরূপ পত্রাকারে প্রকাশ করিতে সাহস করিনা। আপনি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, পড়িয়া আমি কোন মতেই হাসি থামাইয়া রাখিতে পারিলাম না, এখনও আমার সে কথা মনে হলে হাস্যের তরঙ্গ উত্থিত হয়। নাথ! আমি কি আপনাকে ক্ষমা করিবার উপযুক্ত পাত্রী? আপনি কি কিছুতেই আমার নিকট দোষী হতে পারেন্?

তোমারি।
স্বর্ণলতা।

এওত শুন্‌লাম বেস।

স্বর্ণ। (লজ্জাবনতমুখী)

মাধ। (স্বগত) সে যাহোক্, এখন কি উপায় করি, ঠাকুরত বড় ভালরকম মত দেন্‌নাই,—তবে কিনা মা ও আর সকলের বিশেষ মত আছে। (প্রকাশে) তা যাই এখন ভাই! তোর আর ভাবনা কি? তোর যে বিন্দে দুতী আছে, যেমন করে হোক্ কালাকে এনে দেবেই দেবে।

প্রস্থান।

স্বর্ণ। এইত সব প্রকাশ হয়ে পড়্‌লো, মনে করে ছিলাম্ সব কতা খুলে বল্‌বোনা, তা কেমন ফুস্‌লে ফাস্‌লে সব কতা গুলি বের করে নিয়ে গেল! বৌ অমন কোরে ব্যাড়াক আর যা করুক্, কিন্তু বুদ্ধি আছে। দেখ

কিসে কি করে ফেলে। (চিন্তা) আজ আর বোধ করি পত্রের উত্তর এলোনা, প্রাণনাথ! কষ্ট দিবার নিমিত্তই কি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন? রে নয়ন! তখন প্রাণকান্তে আশা পুরিয়া না দেখে এমন ব্যাকুল হচ্চো কেন? নাথ! এবার এলে তোমায় আর ছাড়্‌বোনা। এ দাসী ও চরণ ভিন্ন আর কিছুই চাহেনা, ও চরণের নিমিত্ত আমি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বন গামিনী হইতে পারি। এক্ষণে প্রাণকান্তের চরণ-তরি ভিন্ন এ বিপদ সাগর হইতে উদ্ধারের আশা করিনা।

(নেপথ্যে) স্বর্ণ! ওমা ঘরে এস, হিম পড়্‌চে।

স্বর্ণ। মা বুঝি ডাক্‌চেন, তবে এখন বাড়ী যাই।

(প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বাটী হরিসভা। কৃপাসিন্ধু হরবিলাস এবং তুলসীদাস আসীন।

কৃপা। তোমায় কে বল্লে?

হর। আমি কোন বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনিচি।

তুল। যথার্থ না জেনে কি কেউ কারু গ্লানি করে মশাই?

কৃপা। আমারত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, হরিমোহন কুলীনের ছেলে, তার লেখা পড়া জ্ঞান আছে, সে কি তার ছেলের কথা শুনে এমন অন্যায় কাজ কর্‌বে?

তুল। তা বটেইত, তিনিত আর ছেলে মানুষ নন।

হর। তুই থাম্‌ ব্যাটা ছাতাধরা; আচ্ছা মশাই! আপনি কেন হরি-মোহনকে ডাকিয়ে জানুন্‌ না, আমি সত্যি কি মিথ্যে বল্‌চি। সে আপ-

নার স্মুকে বলে যাক্, যে চেরো ছোঁড়া তাদের বাড়ীতে যায় না, আমি তাহলে পাঁচ টাকা দণ্ড দেব, এর চাইতে আর কথা আছে মশাই ?

তুল। (জনান্তিকে) বেস্‌ত মশাই ? পাঁচ টাকাতে বেস পাঁচ দিন মজা করা যাবে; টাকা কটা বেহাত করেন কেন ? (প্রকাশে হরবিলাসের প্রতি) বাবা ! দেখা যাবে যেন কথার বেঠিক হয় না; যে এক বাপের ব্যাটা তার একই কথা।

হর। তুই থাম্ ব্যাটা; এ গঙ্গাজলে পেলি বটে ? এতো আর টাকার লোভে সাক্ষি দেওয়া নয় বাবা ?

কৃপা। এ ভাই ! তোমার নিতান্ত অন্যায়, ওরা ভদ্র লোকের অনুরোধে কবে কি করেছিল, তুমি তাই ধরে বসে আছ। আচ্ছা হরিসভার বেয়ারাকে হরিমোহনকে ডেকে আন্‌তে বলত; এখনি সব জানা যাবে।

তুল। হাঁ মশাই বেস্ কথা।

হর। বেয়ারা ! হরিমোহন মুখুয্যেকে ডেকে নিয়ায়ত।

(নেপথ্যে) যাই।

কৃপা। আজ যে ভট্‌চায্যি মশায়ের এখনও দেখা নেই ?

হর। তবে কোথায় বুঝি ফলার আছে ? এইবারে আমাদের এক ছিলিম হলে হয় না ?

কৃপা। (তুলসীর প্রতি) ভাঁড়ারি বাবা ! লেগে যাও, আমাদের একবার নেড়ে বাঁদ।

হর। তুলসী কি তোমার সব বিষয়ের ভাঁড়ারি ?

তুল। বাবা ! তাহলেত বেঁচে যাই, ওঁর যে রাজার ভাণ্ডার, তাতে আমার মত হাজারটা সংসার প্রতিপালন হয়। (পুঁটুলি হতে গাঁজা লইয়া হরবিলাসের প্রতি) দেখ দেখি বাবা ! কেমন মাল ! তবু বুটো ভেঙ্গে গেচে !

হর। হরিসভার বেয়ারিং মাল বাবা ! ভাল মন্দ বুঝি না, বঞ্চিত না হয়ে কিঞ্চিৎ পেলেই হলো (সকলের ধূম পান)

কৃপা। এই যে ভট্‌চায্যি মশাই আস্‌চেন—

ভবতারণের প্রবেশ।

ভব। কৈ গো! আজ যে কিছুই উজ্জুগ্ দেখ্‌চিনে!

হর। হুঁ মশাই! "যার বে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই"। অমন কল্লে কি কাজ হয়! আপ্‌নিত এই এলেন—একটু বোস্থন না!

তুল। তুমিও যেমন মশাই! "কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামন মরে"। তা আপনার কেবল খোলা কাটা সার বৈত নয়!

ভব। (স্বগত) তাবড় মিছে নয়! আমার ভিক্ষের ঝুলির মুখ বন্দ হলো দেখ্‌ছি, এ সভা যে চিরকাল থাক্‌বে তার আশা করা যায় না। (প্রকাশে কৃপাসিন্ধুর প্রতি) আপ্‌নাকে একটা কথা স্মরণ করে দি।

কৃপা। আজ্ঞে করুন।

ভব। (স্বগত) আজ আবার একি ভাব! তোমাদের অপার মহিমা!

তুল। মশাই থাম্‌লেন কেন? আমাদের সুমুকে বল্‌বেন্ না?

ভব। নাহে! সে সকলের সুমুকে বলা যায়, বাবু! আজ না ছোঁড়াদের শাসন করা হবে? বড় বাড়াবাড়ি করেছে মশাই! দেখে শুনে ক্ষান্ত থাকা যায় না।

কৃপা। হাঁ, হাঁ, বেস কথা মনে করে দিয়েছ, ওটা ভুলে গিয়াছিলাম,—তা আচ্ছা আজ তাদের ডাকা যাক্।

ভব। (স্বগত) যে গাঁজার ধূম, এতে লোকে বাপের নাম ভুলে যায় তা এতো সামান্য একটা কথা বৈত নয়!

কৃপা। হর! বেয়ারাকে ডেকে বল্‌ত, ছোঁড়াদের সব ডেকে আনে।

হরিমোহনের প্রবেশ।

হরি। আমায় কি বাবু ডেকে ছিলেন?

কৃপা। বোস, বলি এই, (স্বগত) আর একবার তামাক না খেলে জোর হচ্ছে না। (হাত টিপিয়া তুলসীকে ইঙ্গিত)

হর। ব্যাই দাঁড়ায়ে রইলে যেহে! বোসনা।

হরি। হাঁ বসি, (উপবেশন) (হরিমোহন এবং ভবতারণ ব্যতিত সকলের পাশের ঘরে প্রস্থান)

ভব। বাবুরা বুঝি মফস্বল তদন্তে চল্‌লেন! কি আশ্চর্য্য! সভার সময়েতেও দুদণ্ড চুপ্ করে থাক্‌তে পারেন না!!

হরি। মশাই! সভার সময় আরও বাড়াবাড়ি; আমি কি সাদ করে সভায় আসিনা, এতো হরিসভা নয়, গাঁজার আক্‌ড়া,—হরি সভার চাঁদা থেকে বাবুদের বেয়ারিং মজা করা হয়; হরিও এদের ভুলে আছেন? ভাল মশাই! আপ্‌নি ওঁদের নিবারণ কত্তে পারেন না। এতে সভার বড় নিন্দে হচ্চে।

ভব। বারণ কত্তে কি বাকি আছে বাপু!—আমি ঢের চেস্টা করেছি।

হরি। তা কি বলেন?

ভব। বলেন "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর, আমরা তোমায় প্রতিপালন কর্‌বার চেস্টা কচ্চি, আর তুমি আমাদের পোঁদে কাটি দেও! অমন করতো সভা তুলে দেব"।

হরি। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে বাবুরা আস্‌চেন; এখন থাম্‌লেন যে? বলুন্ না?

ভব। শুন্‌লে কি আর রক্ষা আছে বাপু! আমার হয়েচে সাপের ছুঁচো ধরা, উগ্‌রোবারও যো নেই, ফুক্‌রোবারও যো নেই।

কৃপাসিন্ধু, হরবিলাস, তুলসীর পুনঃপ্রবেশ ও উপবেশন।

কৃপা। (হরিমোহনের প্রতি) বল্‌ছিলাম কি, বলি তুমি তোমার ছেলের কথা শুনে এমন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ কেন?

হরি। তা কি করি মশাই! সকলের কথা ফেলে ত আর কোন কাজ কত্তে পারি না? আমারত সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু ব্রাহ্মণীর, বৌমার, তবে আমার বিপিনের সম্পূর্ণ অমত; পরে ভাল মন্দ হলে আমাকে চিরকালের জন্য গঞ্জনার ভাগী হতে হবে।

কৃপা। (জ্ঞানেন্দ্র, চারুচন্দ্র ও বিপিনকে আসিতে দেখিয়া স্বগত) এইযে বাঁদরগুলো আস্‌চে। হতভাগারা বিরক্ত করেছে! আসুক আগে; (হরিমোহনের প্রতি) তুমি ও সব কুমত্‌লব ছেড়ে দেও, তুমি না কুলীনের ছেলে? কোন্ মুখে বংশজের ঘরে মেয়ে দিতে চাচ্চো?

হর। ব্যাহ্ ! তাতে যে তোমার কুলের আঁটি বেরিয়ে পড়্বে ! তুমি সেটা বুজ্‌চো না ?

জ্ঞানেন্দ্র বিপিনচন্দ্র, ও চারুচন্দ্রের প্রবেশ এবং উপবেশন।

হরি। আমার বিপিন বলে কি, "যে আপ্‌নার কুলে কাজ নেই, সৎপাত্রে কন্যা দান কল্লে কন্যাও চিরকালের জন্যে সুখী হবে, আর আপ্‌নারও কন্যা দানের ফল হবে"।

তুল। সেরেচেরে বাবা ! ছোঁড়ারা হরিমোহনকেও খিস্টেন করে তুলেচে।

বিপি। কেন মশাই ? আমি কি মন্দ বল্‌চি ?

কৃপা। বাপু ! কুললক্ষ্মী যখন যার ভাগ্যে প্রতিকূল হন তখন তার ঐ রকমই কুমত্‌লব্ হয়। তা তোমরা যা বল্‌চো এসব তাঁরি লীলা বৈত নয় !

হর। কুলীনের ছেলের যে কতখানি মান, তা তোম্‌রা ছেলে মানুষ কেমন করে বুজ্‌বে ? বাপু ! এখন দাঁত্ থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পাচ্চ না, এর পরে বেস টের পাবে।

জ্ঞান। হায় ! হায় ! কি ভ্রম ! এই ভ্রমেই আমাদের সর্ব্বনাশ হলো ! !

বিপি। (সরোষে) মশাই ! কুললক্ষ্মী সে কালে ছিল,এখন কুলো ধুচুনি হয়ে পড়েচে।

ভব। কি'ও কর্ত্তাদের সঙ্গে পরিহাস !—এই বুঝি তোমরা সভ্য হয়েছ ?

কৃপা। যত বড় মুখ তত বড় কথা, পাজি ; নাস্তিক ব্যাটারা এখানে এলো তা একবার হরিকেও প্রণাম কল্লেনা !

হর। এটা হরিসভা, এ আর শুঁড়ির দোকান নয় যে যা খুসি তাই বল্‌বে ; ওসব ইয়ারকি লাইবেরিতে করো, এখানে না।

বিপি। শুঁড়ির দোকান নয়, তবে কি না হরিসভার দিন এখানে সের-টাক্ গাঁজা পোড়ে ! !

কৃপা। কি ব্যাটা পাজি! তুই আমাদের গেঁজেল্ বলিস্? আমরা ত আর তোর বাবার পয়সায় গাঁজা খাইনা।

বিপি। তাতেইত এত গোল,—আচ্ছা, এবার থেকে আম্‌রা হরি-সভার চাঁদা দেব, আপনারা খুব মজা কর্‌বেন,—কিন্তু আমাদের কিছু বল্‌বেন না বলুন?

হর। কথার ভাব শুন্‌লেন মশাই! তবে যেন আমরা হরিসভার চাঁদা থেকেই গাঁজা কিনে খাই।

হরি। ক্ষান্ত হন মশাই! ক্ষান্ত হন। ছেলে ছোক্‌রার কথা শুনে আপ্-নাদের এত রাগ করা উচিত নয়। ও বিপিন! থাম্‌রে বাবা থাম্।

জ্ঞান। আচ্ছা মশাই! আপনারা আমাদের একটা কথা রাখুন্। আম্‌রা অবশ্যই আপ্‌নাদের আজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌বো।

কৃপা। না আমরা আর তোমাদের কথা শুন্‌বো না, তোমাদের বিস্তর প্রশ্রয় দিচি, এখন শাসন আবশ্যক।

তুল। তাবৈকি মশাই! কুকুরকে নাই দিলে কাঁদে উঠে বৈত নয়।

হর। কি বাবা! এখন বুঝি রফার চেষ্টায় আছ, আজ বড় শক্ত লোকের হাতে পড়েছ।

তুল। ওঁদের কি জ্ঞান, বলে "যদি দ্যাখে আঁটা আঁটি কাঁদিয়া ভিজায় মাটি"

জ্ঞান। আচ্ছা মশাই! তবে একটী কাজ করুণ, ধর্ম্মতঃ ঠিক বিচার করুণ, আমরা দোষী হই দণ্ড নিতে প্রস্তুত আছি, আর যদি নির্দ্দোষী হই, তাহলে আমাদের কথা শুন্‌বেন বলুন?

চারু। (জ্ঞানের গা টিপিয়া মৃদুস্বরে) তুমি পাগল হয়েছ নাকি হে! গাঁজার আকৃড়ায় ন্যায় বিচার!!

বিপি। (মৃদু স্বরে) আহা! মজা দেখ না।

কৃপা। আচ্ছা আমি তাতে প্রস্তুত আছি।

হর। কিন্তু তোমাদের কথা শুন্‌ব কেন?—নির্দ্দোষী হও তোমরা আছ।

তুল। তোম্‌রা বুঝি বুড়ো বাঁদরকে নাচ শিখাতে চাও—আমরা তোমাদের কথা শুন্‌বোনা।

ভব। আহা অন্যায় কথা বলেন কেন? জ্ঞান সকলের কাছে নেওয়া যায়।

কৃপা। ওসব যাক্,—ওরা একে একে আমার সব কথার উত্তর দিক্, তাহলেই বেস বোঝা যাবে।

জ্ঞান। কি জিজ্ঞাসা করবেন করুণ।

কৃপা। তোমরা সকলে ঠিক্ বিচার কোরো বাপু। আচ্ছা চারু বাবু!

চারু। আজ্ঞে করুণ।

কৃপা। তুমি এক জন ছেলেমানষের কথা শুনে এক জন ভদ্র লোকের বাড়ীর ভিতর যাও কেন?

জ্ঞান। তাতে ক্ষতি কি হয়েচে মশাই?

তুল। যার ক্ষতি হয়েছে সেই জানে, তুমি তার জান্‌বে কি?

বিপি। মশাই! আমি ছেলে মানুষ, সে হিসাবে চারুও ছেলে মানুষ তা ছেলেয় ছেলেয় কি করেচে তাতে বুড়ো মানষের হাত দেওয়াত ভাল নয়।

কৃপা। এক কত্তার আর জবাব দেও কেন? আচ্ছা যাকে জিজ্ঞাসা করিচি সেই বলুক।

তুল। হাঁ মশাই! তা নাহলে কি এজেহার খাঁটি হয়?

চারু। বালক কাল থেকে বরাবর বিপিন বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়িচি, বিপিন বাবুর সঙ্গে আমার অত্যন্ত সদ্ভাব আছে, তাই আমি ওঁদের বাড়ীর ভিতর গিয়া থাকি।

হর। আচ্ছা, বিপিন কিম্বা বিপিনের বাপ যখন বাড়ীতে না থাকেন তখন তুমি ওঁদের বাড়ীর ভিতর যাও কেন?

চারু। ওঁরা যদি বাড়ীতে না থাকেন, তবে বিপিন বাবুর মাঠাকুরুণ বাইরে থেকে আমায় ডেকে পাটান; মা ছেলেকে ডাক্‌লে কি ছেলে যায় না?

তুল। বাবা! ঐ টুক্‌খানিত হচ্চে ওর ভিতর মজা!

চারু। মজা কি মশাই! আমাদের ভাল কি মন্দ স্বভাব তা দেশের সকলেই জানেন, আমরা জঘন্য কাযে অতিশয় ঘৃণা করি।

হর। তাত দেখ্‌তেই পাচ্চি! আর বল্‌তে হবে কেন?—আমরাই যত জঘন্য কায করি কি না?

কৃপা। আচ্ছা বিপিন? তুমি যে হাড়ি, শুঁড়ী, ডোম কিছুই মান না, সকলের বাড়ীতে গিয়ে তাদের বিছানায় বসে ওষুধ খাওয়াও, তার পরে কাপড় ছাড়া নেই কিছু নয়, সচ্চন্দে সেই কাপড়ে খাও,—এসব কি বাম্‌নের ছেলের আচার?

জ্ঞান। নিজের পরিশ্রমে, নিজের ব্যয়ে, লোকের জীবন রক্ষা কল্লেও আপ্‌নাদের কাছে দোষী হতে হবে?—এতবড় আশ্চর্য্য কথা!!

তুল। তাহলে আর সেবারে ওলাউটোতে অত লোক মত্তো না। শেষের বেলা আমরাই হরি সঙ্কীর্ত্তন করে থামিয়ে ছিলাম,—ওঁর ক্ষমতা কি?

ভব। আপনারা এটীকে দোষ বলে নিতান্ত অন্যায় কচ্চেন, কেউকি কারুর পরমায়ু দিতে পারে?

কৃপ। (সরোষে) কি আমরা বিচার কত্তে বসে অন্যায় বল্‌চি? আপনার মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুল?

বিপি। আমার জবাব আমি দিচ্চি, আপনারা ক্ষান্ত হউন। আমাদের দেশে একটীও সুচিকিৎসক নাই, গুটি কতক কৌটাধারী যম আছেন, তাঁরা কৌটা খুল্লেই ঔষধ সব ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ কত্তে থাকে, এম্‌নি বিষের তেজ যে তাঁরা ঔষধ খাওয়ালেই অমনি বিষ-বিকার হয়ে পড়ে! এমত স্থলে আমরা দাতব্য চিকিৎসা কচ্চি তাতে আপনাদের ক্ষতি কি?

হর। কি বাবা! সুর ভুলে গেলে না কি? একে আর বল কেন? আমরা ত তোমাদের চিকিৎসা কত্তে বারণ কচ্ছিনে;—তবে কি না বামুনের ছেলে হয়ে অনাচার কর কেন?

তুল। কষ্টেন্‌ বুঝ্‌লে না বাবা? এই ছত্রিশ জাত ছুঁয়ে কাপড় ছাড়না কেন?

বিপি। এই অপরাধ? না আর কিছু আছে? খুঁজে খুঁজে বড় দোষটাই বার করেচেন!

কৃপা। জ্ঞানেন্দ্র! তুমি আমাদের বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মেছ!

আমি কেবল তোমার জন্যে ওদের শাসন কত্তে পাচ্চিনে, তানা হলে এত দিনে ওদের আচ্ছা শাসন কত্তুম।

তুল। ছি বাবু! তুমি রাজার ব্যাটা, তোমার ভাব্‌না কি? সচ্চন্দে হরিসভায় এস, দশ জনকে প্রতিপালনকর, তা না করে তুমি ওদের সঙ্গে বেড়াও কেন?—ওদের হয়েচে উদের সঙ্গে হলো বেরালের ডুব, তা হোক্ আর না হোক্।

চারু। (জ্ঞানেনের গা টিপিয়া মৃদু স্বরে) ওহে জ্ঞানেন! হরি সভার সভ্য হওনাহে! হর্‌দম্ বেয়ারিং গাঁজা চল্‌বে। (হাস্য)

কৃপা। তুমি সেবারে আমাদের গ্লানি করে খবরের কাগজে ছাপালে কেন? এই বুঝি তোমরা বুদ্ধিমান হয়েচ? দেশের কুচ্ছ কি বার কত্তে আছে?

তুল। বাবু! আমরা সব টের পেয়েচি,তুমি মনে কল্লে নাম দিলাম না, এরা আমায় ধত্তে পার্‌বে না, সত্যি সত্যি আম্‌রা আর ঘাস খাই না!

হর। হাঁ, ওঁরা বড় বুদ্ধিমান! আর আমরা বোকা বাঙ্গাল, সবে এই দাঁড় ছেড়ে দিচি দেক্‌তে পাচ্ছনা! উঃ কাগজ ওয়ালারা আমাদের গঙ্গাপার করে দিলে আর কি!!

তুল। না মশাই! আমার বোধ হয় ভুবনমোহিণীর সঙ্গে ওঁদের কোন নিকট সম্বন্ধ ছিল, তাই তার পক্ষ হয়ে ছাপিয়ে ছিলেন আর কি।

হর। তুই ব্যাটা একে বারে উচ্ছন্ন গিচিস্! ভুবন হলো বেনেদের বৌ, আর উনি হলেন ব্রাহ্মণের ছেলে, বেস নিকট সম্বন্ধটী! (হাস্য)

তুল। আচ্ছা সে কথা এর পরে হবে।

জ্ঞান। আপনারা নিন্দার কর্ম্ম কত্তে পাল্লেন, আর আম্‌রা বল্লেম বলেই কি আমাদের যত দোষ? তখনত অপযশের ভয় করেন নাই?

তুল। বাবা! তোমরা নেহাত ছেলে মানুষ, সে রূপ দেখে কি আর কলঙ্কের ভয় হয়? আর বিশেষ যখন নাচ্‌তে নাব্‌লাম তখন আর ঘোম্‌টায় দরকার কি?

জ্ঞান। আমি লিখেছিলাম এই ভেবে, যে এসব কথা প্রচার হলে, আপ নারা কখন আর ওরূপ মন্দকর্ম্ম কর্‌বেন না।

কৃপা। উঃ! মেজেষ্টর সায়েবের পুত্তুর এলেন বুঝি আমাদের শাসন কত্তে!—তা পাল্লেনা কেন?

জ্ঞান। (অপরিস্ফুটস্বরে) যার দুকান নেই, তারত আর কানকাটা যাবার আশঙ্কা হয় না।

বিপি। মশাই! এই দোষ, না আর কিছু আছে?

হর। বাইরে তোমার ঘোড়া বাঁধা রয়েচে নাকি?—এত ব্যস্ত কেন?

কৃপা। তোমাকে লেডিইস্কুল, তবে লাইবেরি টাইবেরি সব তুলে দিতে হবে।

জ্ঞান। কেন মশাই! এতে আর আপনাদের লোক্সান কি? আপনারাত একটী পয়সাও চাঁদা দেন না।

কৃপা। মেয়ে মানুষে কি এর পরে চাকুরি করে ঘরে টাকা আনবে? যে তাদের লেখা পড়ার আবশ্যক।

জ্ঞান। লেখা পড়া বুঝি কেবল অর্থ উপার্জ্জনের জন্য, আর কিছুরি জন্য নয়?

তুল। আর পুরণ জ্বরের ওষুধ হয়।

ভব। লাইবেরিটে কি শুনেচেন মশাই! সেটি আমাদের পাড়ায় বলে আমি বেস্ জানি।

হর। কি রকম বলুন দেখি শুনি।

ভব। শুঁড়ির দোকানের মত দিবে রাত্তির চাসা হচ্চে আর খাওয়া হচ্চে। মশাই! অধিক বল্‌বোকি, মাতালের দৌরাত্মে বাস করা ভার হয়েচে, আর পাকির হাড়ের জন্যেত রাস্তা চল্‌বার যো নেই।

জ্ঞান। আপনি না হরিসভার অধ্যাপক! সচ্ছন্দে মিথ্যে কথাটা বল্লেন!

ভব। মিথ্যে বল্‌বো কেন? মশাই! আমি দিব্বি করে বল্‌তে পারি ও ব্যাটারা সব মাতাল।

হরি। আঃ রাম! রাম! রাম! ভট্‌চায্যি মশাই একটু ক্ষান্ত হোন্ না।

জ্ঞান। যেখানে অবিচার ও মিথ্যা কথা সেখানে ভদ্র লোকে থাকে না;—আচ্ছা তোম্‌রা আমাদের যা কত্তে পার করো; পরাপর কাজে আমি

কাহাকেও ভয় করি না।—এতো আর মগের মুল্লুক নয়! যে যা মনে করবেন তাই করবেন?

(প্রস্থান)

হর। দেখ্‌লন মশাই! তেজ দেখ্‌লেন!

ভব। মশাই! ওসব পয়সার গর্‌মি বৈতনয়।

কৃপা। ঐ ছোঁড়ার ভরসাতেত এরা এত দূর প্রশ্রয় পেয়েচে। তা ও জড় শুদ্ধ না টান্‌লে হবে না, আজ থাক্‌, তখন এর পরে বোঝা যাবে।

হর। আচ্ছা হরি মোহনের বিষয়টা কেন চুকে যাক্‌ না?

কৃপা। হরিমোহন! তুমি চারুর সঙ্গে কখন তোমার মেয়ে বিয়ে দিতে পার্‌বেনা, তাহলে আমরা সকলে তোমাকে নিশ্চয় একঘোরে কর্‌বো।

বিপি। আমরা একঘোরে হব কি দোষে? আচ্ছা আপনারা একঘোরে করেন কর্‌বেন তবু আমরা চারুর সঙ্গে বে দেব।

হর। এই কথাত? আমাদের ক্ষমতা থাকে এর পরে তখন দেখ্‌বে।

কৃপা। ছেলে মান্‌ষের কথার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। হরিমোহন! তোমারও কি ঐ মত?

হরি। বাড়ী শুদ্ধ সকলের মত,—তাতে আবার চারু বাবু অতি উপযুক্ত পাত্র—

হর। (সরোষে) তবে ঐ উপযুক্ত পাত্রে মেয়ে দেও, তোমার এমন কি যে আমার ঘরে মেয়ে দেবে?

বিপি। আহা! অমন ছেলে আর্‌ত দুটি মেলে না।

তুল। তা বটেইত, অমন কুলীনের ছেলে কোথা পাবে?

বিপি। (জনান্তিকে চারুপ্রতি) চলহে চারু! এ ছোটলোক ব্যাটাদের কাছে ভদ্রলোক বসে না, ব্যাটারা ভারি পাজি।

চারু এবং বিপিনের প্রস্থান।

ভব। মুখয্যে মশাই! আপনি মেয়েদের এবং ছেলেমান্‌ষের কথা শুনে এমন অন্যায় কায কত্তে বসেচেন? আর বিশেষ দেশ শুদ্ধ সকল লোকের অমতে কি কোন কায কত্তে আছে?

তুল। বাবা! কুলীনের ছেলে বলে এত জায়গায় থেকে এত বিদেয় পাও, তবু তুমি বল আমার কুলে কি হবে!

কৃপা। (সরোষে) আরে না ওসব কথায় আর কাজ নেই; আম্‌রা বল্লাম, আমাদের কথা না রাখে তখন এর পরে দেখা যাবে।

হরি। আচ্ছা আপ্‌নারা যখন সকলেই অনুমতি কচ্চেন, তখন আপ্‌নাদের কথা অবহেলা করা আমার উচিত হয় না। তবে এখন আসিগে।

(প্রস্থান)

কৃপা। হর বাবু! চল হে আমরাও যাই, সন্ধ্যা হয়েচে; আজ আর সভার কাজ কিছুই হলো না; আস্‌চেবারে তখন সব হবে।

ভব। বাবু! হলধরের জন্যে নাকি থানাওয়ালারা ২০০ টাকা নেচে? আহা! অনেক গুলো টাকা অনর্থক ব্যয় হয়ে গেল।

তুল। চাকর উপরে হলধর বাবুর বড় রাগ।

হর। আরে তার জন্যেই ত থানাওয়ালারা ছাড়্‌লে না।

কৃপা। আমরা ওদের সব জব্দ কর্‌বো, ভট্‌চাযি্য মশাই! আপ্‌নি এখানে বসে আমায় আশীর্ব্বাদ করুণ আর দেখুন আমার ক্ষমতা আছে কিনা।

তুল। বলেন কি মশাই! ন দেবা ন ধর্ম্মা অত টাকা গেল!

ভব। সব যে মিটে গেছে সেই ঢের, যে রকম কাণ্ড হয়েছিল, আমার ত মনে খুব ভয় হয়ে ছিল।

তুল। ভট্‌চাযি্য মশার্‌ত খুব সাহস।

ভব। সন্ধ্যাহ্নিক করিগে, হরিবোল! হরিবোল!

(প্রস্থান)

কৃপা। (হাতটিপিয়া) আমাদের আর একটু হলে হয় না? সন্ধ্যার সময়টা,—আঃ সমস্ত দিন্‌টা বকাবকি করেই গেল।

তুল। বাবু! তবে ঐ ঘরে চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটী, স্বর্ণের পড়িবার ঘর।

স্বর্ণ আসীনা।

স্বর্ণ। আজ আমার প্রাণ এত ব্যাকুল হচ্চে কেন? বোধ হচ্চে যেন কেউ আমাকে বিপদ সাগরে ঠেলে ফেলে দিতে আস্‌ছে!—প্রাণনাথের অদর্শনই কি এ বিষাদের মূল?—কেন তিনিত মাঝে মাঝে এ দাসীকে দর্শন দিয়ে থাকেন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) হায়! অদৃষ্টে যে কি আছে তা বিধাতাই জানেন। কাল থেকে বোয়ের আবার কি হয়েছে কে জানে, আমাকে দেখ্‌লেই চুপ্‌ করে থাকে, ভাল মন্দ কিছুই বলেনা; দাদার সঙ্গে কি ঝগ্‌ড়া হয়েচে? না—দাদাত আমার ঝগড়ার মানুষ নন, তবে বুঝি আমার কথা নিয়ে কি হয়েচে? আহা! দুটীতে কি সুন্দর মিল! (চিন্তা) আচ্ছা দাদা আজ প্রাণনাথকে নিমন্ত্রণ কল্লেন কেন? এ কিসের জন্য? এর কিছু কারণ আছেই আছে। সেদিনকার পত্রে প্রাণনাথকে এত যত্ন করে লিখ্‌লাম, তা তাঁর না আস্‌বার কারণ কি? এ দাসীকে কি ভুলে গেছেন? যাহোক অবশ্যই কিছু হয়েছে।

(নেপথ্যে) বিপিন বাবু! বিপিন ঘরে আছহে?

(নেপথ্যে) তিনি এলেন বলে, আপ্‌নি তৎক্ষণ বাড়ীর ভিতর আসুন।

স্বর্ণ। (স্বগত) বুঝি আমার হৃদয় মন্দিরের দেবতা আস্‌ছেন। লজ্জা! তুমিত আজ তাঁর সঙ্গে মনের সব কথা বল্‌তে বারণ কর্‌বে না? তাঁর সঙ্গে আমার অনেক মনের কথা আছে। নয়ন! প্রাণনাথকে দেখ্‌তে এত লজ্জিত হও কেন? আজ লজ্জাকে না ছাড়্‌লে তোমায় ছাড়্‌বো না। —এই যে এদিকেই আস্‌চেন।

চারুচন্দ্রের প্রবেশ।

চারু। (স্বগত) এই যে প্রিয়া আমার এখানেই বসে আছেন, আহা!

কি করে এ ভয়ানক মর্ম্মবিদারক সংবাদ দেব। (প্রকাশে) প্রিয়ে! ভাল আছ ত?

স্বর্ণ। (লজ্জাবনতমুখী হইয়া স্বগত) লজ্জা! আমি তোমাকে এত করে বল্লাম তবু তুমি আমার কথা রাখ্‌লেনা?

চারু। (স্বগত) তবে বুঝি সব সংবাদ পেয়েছে। (প্রকাশে) কেন প্রিয়ে! কথা কচ্চ না যে? আমি কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করেছি?

স্বর্ণ। নাথ! আপ্‌নি সহস্র অপরাধ কল্লেও এদাসীর নিকট অপরাধী নন।

চারু। আর কেন আমায় লজ্জা দেও? আমি সে দিনকার পত্রের উত্তর দিই নাই বলে কি অভিমান হয়েছে? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

স্বর্ণ। নাথ! আপ্‌নাকে আজ এত চিন্তিত দেখ্‌ছি কেন?

চারু। না না কৈ কৈ, চিন্তারত কিছুই কারণ দেখিনা,— তবে কি জান—(সজল নয়নে মৌন)

স্বর্ণ। নাথ! আপ্‌নার বল্‌বার ভাবেই আমি বেস জাস্তে পেরেছি; বোধ হয় কোন অনিষ্ট ঘটেছে, আপ্‌নার সজল নয়ন আমাকে তার বিলক্ষণ পরিচয় দিচ্চে। নাথ! যখন আমি আপ্‌নার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী তখন আমায় বল্‌তে দোষ কি?

চারু। এখন জান্‌লাম বিধাতা আমার প্রতি নিতান্তই প্রতিকূল হয়েছেন; চির যতনের ধনে আমাকে বঞ্চিত কত্তে উদ্যত হয়েছেন। আমি কিরূপে তোমায় সে নিষ্ঠুর সংবাদ দিব—আহা! সমস্ত আশাই বিফল হলো দেখ্‌চি। পরিণয় আসনে আমি তোমায়—(সজল নয়নে মৌন)

স্বর্ণ। কেন নাথ! পিতার অমত ছিল, তা তিনিত এখন সম্মত হয়েছেন,—তবে আপ্‌নি বুঝি এ দাসীকে ওচরণে স্থান দিবেন না?—আমি আপ্‌নার নিকট অপরাধী হলেও ক্ষমার পাত্রী।

চারু। কি আর বলিব প্রিয়ে! উপস্থিত দায়
বিপিন বিপিনে মম দিলেন বিদায়।
প্রণয় অঙ্কুর শুষ্ক মানস উদ্যানে,

সকলিত জ্ঞান প্রিয়ে! আশা বারি দানে,
কেনবা সজীব হায়! বিপিন করিল?
কেনবা প্রবোধে চির হতাশ হরিল?
অভিষেক কালে যথা রঘুকুলধন,
প্রণয় রাজত্ব কোথা বিষাদ কানন,
ঘটিল অভাগা ভাগ্যে। পিপাসী পথিক,
প্রান্তর মাঝারে যবে হেরি চারি দিক,
ধায় প্রাণ পণে, তার যথা বোধ হয়,
জীবের জীবন আর কুঞ্জ বন রয়,
দৌড়িয়া দৌড়িয়া শেষে জীবনের তরে,
কালের করাল করে সমর্পণ করে
প্রাণ; সেই দশা মম। করেছে মনন,
তব সনে পরিণয় হইতে কখন
দিবে না দেশের লোক, হরির সভায়
স্বীকৃত করেছে প্রিয়ে! তোমার পিতায়।

স্বর্ণ। (রোদন) আমার কপালে কি শেষে এই হলো! ত্রিভুবন অন্ধকার ময় বোধ হচ্চে, নাথ! এ দাসীর আর কেহই নাই (চাকর হস্ত ধরিয়া রোদন)

চাক। (নিজ বস্ত্রে স্বর্ণের মুখ মুছাইয়া)

সুহাসিনী আদরিণী কেঁদনা কেঁদনা,
বিফল রোদনে প্রিয়ে! কি ফল বলনা?
নয়ন ভ্রমর মম বিষাদ সাগরে
আছে প্রিয়ে! সুখী তব মুখ পদ্ম হেরে।
—রোদন করিয়ে কেন সন্তাপ বাড়াও?

(উভয়ের রোদন)

স্বর্ণ। প্রাণনাথ! এখন উপায় কি? হা বিধাতঃ! আমাদের কপালে এত দুঃখও লিখেছিলে! (রোদন)

চারু। কি করি উপায় প্রিয়ে! দেখি যে অপার,
ভাগ্য দোষে হায়! এবে সাগর মাঝারে,
নিপতিত দেশাচার প্রভঞ্জন বলে!
বলিব কি প্রিয়ে! গলা ধরাধরি করে
ডুবিয়া মরিব উভে বিপদ সাগরে।
ভুঞ্জিব মর্ত্তের সুখ, সুগভীর নাদে,
গাইব ঈশ্বর গুণ, বড় আশা মনে;
সে সাধে বিষাদ হায়! প্রতিকূল বিধি,
জানিলেন যবে, অভাগা চারুর মন
পাষাণে নির্ম্মিত, এতে জন্মিবে না কিছু,
আশালতা উম্মূলীত করিল অমনি;
সাগর মন্থনে যেন উঠিল গরল।
শান্ত হও প্রিয়তমে! কেঁদনাকো আর
ঘটিল অভাগা ভাগ্যে যা ছিল হবার।
মন মন্দিরের দেবী পূজিব যতনে
সন্ন্যাসীর বেশে, নানা উপহারে,
ভূধর শিখরে যথা গঙ্গাধর দেব।
জীবন আহুতি দিব,—যাগপূর্ণ কালে,
অবশ্যই পরকালে প্রসন্ন হইয়ে
দর্শন দিবেন দেবী,—নহিল এ কালে।
পরিণয় তরি কিম্বা ভাসায়ে বিপিন
পারেন কাটিতে যদি কৌশলের হালে

এবড় তুফানে,—হায়! দুরাশা প্রভাবে,
দেখি এবে সুসঙ্গত নিশার স্বপনে,—
তবেত হইতে পারে সবার উদ্ধার।

স্বর্ণ। (চারুর হস্ত ধরিয়া) নাথ! আমি আপ্‌নাকে কখনই ছাড়্‌ব না; তাহলে মণিহারা ফণি একদিনও বাঁচ্‌বে না; আপনিও আমার প্রতি প্রতিকূল হলেন! (রোদন) প্রাণনাথ! আমায় পরিত্যাগ কল্লে আমি নিশ্চয়ই আপনার নাম করে আত্মহত্যা কর্‌বো।

চারু। (স্বর্ণের চক্ষু মুছাইয়া) প্রিয়ে শান্ত হও আর কেঁদনা, আমি তোমায় ফেলে কোথায় যাব? বিশেষ তুমিই আমার দুঃখের সমভাগী—আমারই বা আর কে আছে?

স্বর্ণ। দাদা কি আপ্‌নাকে কোন কথাই বলেননি? তিনি এ মর্ম্ম-বিদারক সংবাদ জানেন ত?

চারু। বিপিন ভাল রকম জানে; তাকে আর বৃথা কষ্ট দেওয়া উচিত হয় না।

স্বর্ণ। আমি আজ বৌকে দিয়ে দাদাকে একটু বিশেষ করে বল্‌তে বল্‌বো।

চারু। বিপিন কি নিশ্চিন্ত আছে? তার যত্নের কিছুই ত্রুটি নাই।

(নেপথ্যে) চারুকে তাদের বাড়ী পর্য্যন্ত খুঁজে এলাম, তা সে যে কোথায় গেছে কেউ বল্‌তে পারে না, দেখি দেখি আমাদের বাড়ীতেই বা এসেচে।

স্বর্ণ। প্রাণনাথ! দাদা বুঝি আস্‌চেন (চারুর হস্ত ধরিয়া) নাথ! এ অভাগিনীকে পরিত্যাগ কর্‌বেন না, আমি এক্ষণে বাড়ীর ভিতর যাই,—অধিক কি বল্‌ব আমার প্রাণ প্রাণনাথের কাছে রেখে, আমি শূন্য দেহে চল্‌লাম; অভাগিনীকে মনে রাখ্‌বেন।

চারু। তবে চল্লে? আচ্ছা এস (সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত, স্বর্ণের প্রস্থান) প্রিয়া নয়ন পথের অতীত না হতেই আমার মন এত চঞ্চল হলো! আমার দশা যে কি হবে তা ভগবানই জানেন। আহা! এমন রত্নটি কি নিষ্ঠুর বিধাতা সত্য সত্যই আমার হস্ত থেকে কেড়ে নিলেন! হা প্রিয়ে! এই

কি তোমার সঙ্গে আমি শেষ দেখা কল্লাম! (রোদন) আজ কি তোমার নিকট জন্মের মত বিদায় হতে এসে ছিলাম! (রোদন বিপিনকে আসিতে দেখিয়া) এই যে প্রিয়সখা এ দিকেই আস্‌চেন—(ব্যস্ত হইয়া নশ্য গ্রহণ)।

বিপিনের প্রবেশ।

বিপি। তুমিত বড় মজার লোক হে? আমি তোমায় না খুঁজিচি এমন স্থানই নাই! তোমার কি মাজে মাজে পাথা উঠে না কি?

চারু। কেন আমিত অনেকক্ষণ এসেচি।

বিপি। তবে এখন ঘরে যাও,—না একটু বস্‌বে আমি খেয়ে আস্‌বো?

চারু। বেস্! এত বড় মজার কথা; আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ্ নেই?

বিপি। কেন তুমি কি এখনও খাওনি?—আমরা ভাই তোমার মত লোককে অতিথি সেবা করি না।

চারু। বাঃ! তুমি যে কাল আমায় নিমন্ত্রণ করে এলে।—এখন চল।

বিপি। আমায় এত ঘোরালে কেন? আগে তার সাজা নেও।

চারু। পিট পেতে দেব?

বিপি। তবে সত্যি সত্যি এখানে খাবে?

চারু। তুমি এ রকমে কত গুলি খুন করেচ?

বিপি। না হে এই সবে আরম্ভ, একটীও হয় নাই।

চারু। এ ব্যবসা মন্দ নয়, ভাগ্যে কিছু সঙ্গে করে আনিনি।

বিপি। চল, তবে, উঠ।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর, মাধবী আসীনা।

মাধ। ঝি বুজি ঠাকুরকে ভাল করে বল্‌তে পারেনি;—তাহলে তাঁর অমত হবে কেন? আমি যদি ঠাকুরের সঙ্গে কতা কৈতাম, তাহলে আমি সব কতাই ভেঙ্গে বল্‌তাম; হায়! হায়! ঠাকুরঝির নেহাত পোড়া কপাল! আচ্ছা, মা কি ভাল করে জান্‌তে পারেন্‌নি? মাকে আমি আজ সব কতা খুলে বল্‌বো, মা একটু যত্ন কল্লেই চারুচন্দ্রের সঙ্গে স্বর্ণের বিয়ে হতে পারে। আহা! তা হলে বড় ভাল হয়; দেখাযাক্ কিসে কি হয়, আমিত আজ সকলকে বলি, তার পর দেখি ওঁরা কি করেন। (ভগবতীকে আসিতে দেখিয়া) ঐ যে মা এ দিকেই আস্‌চেন!

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগব। বৌমা! কাজে যাওগো; এখানে একলাটী বসে কি ভাব্‌চো?

মাধ। না মা! এই যাই, মা! আমি অনেক দিন থেকে মনে কচ্চি একটা কতা বল্‌বো, কিন্তু বল্‌তে ভরসা হচ্চে না।

ভগব। আমায় বল্‌তে ভয় কি মা!

মাধ। মা! আমি ঠাকুরঝির মনের কতা সব টের পেয়েচি, সে দিন সে আমাকে ঘাটে সব কতাই ভেঙ্গে বলেচে।

ভগব। আমায় আর বল্‌তে হবে না বৌমা। আমি সব টের পেয়েচি; হলধরের সঙ্গে বিয়ে হবে বলে মা আমার ভেবে ভেবে আধখানি হয়েচে; তা বাছা! আমিত কখনই অমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব না।

মাধ। মা! আমার বোধ হয় চারুর প্রতি স্বর্ণের অনুরাগ জন্মেচে। আর সেও তাই বলেচে, তা মা! চারুর সঙ্গেই কেন বিয়ে দেওনা? তানা-হলে ঠাকুরঝির মনে বড় দুঃখ হবে। আহা ঠাকুরের ভাল রকম মত হচ্চে

না বলে স্বর্ণ একেবারে হতাশ হয়ে পড়েচে; সে দিন আমায় কত যে বল্লে তা আর কি বল্‌বো।

ভগব। তা হবেইত! আহা মা! বাছার যেম্‌নি রূপ তেম্‌নি গুণ! অমন ছেলের প্রতি আর অনুরাগ হবে না! আহা! বাছার রং যেন দুদে আল্‌তায় ফেটে পড়্‌চে; অমন সুন্দর চোক, অমন সুন্দর নাক, অমন সুন্দর মুখ, দেখে চক্ষু জুড়ায়। আহা! অমন মিষ্টি কথাত প্রায় শোনা যায় না। আমারত বরাবর ইচ্ছে যে চারুর সঙ্গে বিয়ে দি; তা মা আমার পোড়া কপালে অমন সুন্দর জামাই থাক্‌লেত হবে! তাঁর সম্পূর্ণ অমত, সকলিত জান মা! তবু সে দিন বিপিন কত করে বল্লে তবে বামন একটু নরম হলেন, তানাহলে হলধরের সঙ্গেই বিয়ে দিতেন। (চিন্তা) মা! যে দিন বিপিন আমাকে বল্লে যে চারুর সঙ্গে স্বর্ণের বিয়ে দেব, সে দিন আমার মন যেন আহ্লাদে গলে পড়্‌তে লাগলো। চারুচন্দ্রকে অনেক বার দেখিচি, আমাদের বাড়ীতে অনেকবার এসেচেন, কিন্তু দেখ মা! সে দিন থেকে বাছার আমার যেন রূপ বাড়্‌তে লাগলো, আমাদের বাড়ীতে এলেই আমার মনে যে কতদূর আহ্লাদ হতো তা আর কি বল্‌বো। আহা! আমরাই মহাপাতকী! মা আমায় এখনও ভাব্‌চেন যে চারুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। আচ্ছা চারুর মতন কি একটিও কুলীনের ছেলে মিল্‌বে না?

মাধ। তা আপ্‌নি কেন ঠাকুরকে বেস্ যত্ন করে বলুন না?

ভগব। মা! বল্‌তে কি আর বাকি আছে। আগেত তাঁর এক রকম মত করে ছিলাম; তা মা পোড়া দেশের লোকে তাই শুনে একে বারে গ্রাম মাথায় করে তুলেচে! আবার বলে এক ঘোরে কর্‌বো, ধোপা নাপিত বন্ধ কর্‌বো, তা কি করি মা! কাযেই চুপ করে থাক্‌তে হয়।

মাধ। মা! তবে আমায় সব কথা খুলে বলতে হলো। এখন স্বয়ং কার্ত্তিক এলেও ঠাকুরঝির মনে ধর্‌বে না। তার একান্ত ইচ্ছে যে চারুর সঙ্গেই বিয়ে হয়। চারুর উপর তার এতদূর অনুরাগ হয়েচে যে এবিয়ে বন্দ হলে সে নিশ্চয় প্রাণত্যাগ কর্‌বে। আমি এত করে বল্লেম,—তা মা এমন

কঠিন পণও ত কোথায় দেখি নাই, কিছুই শুন্‌লে না, বলে "অমন করত আমি খুনো খুনি হয়ে মর্‌বো।"

ভগব। ওমা! এমন হয়েচে! তা তুমি কেন বাছা আমায় এত দিন বলনি? তাহলে যাহোক্ একটা উপায় কত্তেম। তবেত মায়ের মনে কত কষ্ট হচ্চে। ধত্তে গেলে এক‍ষ্ট ত আমরাই সাদ করে দিচ্চি। মা আমার একটী বৈ মেয়ে নেই, আমি তার মনে প্রাণ থাক্‌তে কষ্ট দিতে পারি? আমার কুলে কায নাই, আমার ধনে কায নাই, আমার কিছুইতেই কায নাই, আমার বিপিন স্বর্ণ সুখে থাক্, তাহলেই আমি সুখী হব। মা! এখন তোদের সুখেই আমার সুখ।

মাধ। মা আপনি আজ ঠাকুরকে সবকথা খুলে বলে এর একটা সদুপায় করুন।

ভগব। মা! তোমায় আর বল্‌তে হবেনা—আমি যাহোক আজ একটা করবোই এখন—(নেপথ্যে কাশী) ঐ বুঝি বাড়ীতে এলেন, যাই দেখি যদি কিছু বলে কয়ে কত্তে পারি। (স্বগত) মা আমার বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী হয়ে কি সহসা আত্মহত্যা কর্‌বেন? এমনত কিছুতেই বোধ হয় না,—তা হলে ও হতে পারে; যাহোক আমাকে সব ভাল করে দেখ্‌তে হলো, (প্রকাশে) মা তুমি স্বর্ণকে ভাল করে বুজোও গে, ছি এমন কায কি কত্তে আচে। (প্রস্থান)

মাধ। এখন ত সব বলা হোলো, কিন্তু মার কাছে যে রকম শুনলেম তাতে ত কিছুতেই আশা করা যায়না। এখন ঠাকুরঝির কপাল। তিনি একবার ঘরে এলেহয়, তাঁকেও সব বল্‌তে হবে, কিন্তু আগে বলা হবে না, একটু মজা কত্তে হবে। ঐ যে তিনি এই দিকেই আস্‌চেন।

বিপিনের প্রবেশ।

মাধ। নমস্কার ঘটক মশাই! বাড়ীর সব মঙ্গল ত? (হাস্য)

বিপি। আবার ঘটক হলো কে! এ তো ভারি মজা দেখ্‌চি।

মাধ। রাগ করেণ কেন? আমিত আর সত্যি সত্যি ভাগ নেবনা, মশায়েরই থাকবে, কুশণ্ডিকের কাপড় ত হবেই, কোনে যে আর কিছু দিতে

চায়, তা নেবেন কি? নেন্‌ত আমায় বল্‌বেন,—মশাই যা চাবেন তাই পাবেন।

বিপি। আমরি রসিকতা করা হচ্ছেবুঝি! ঘটকালি আবার নেবেকে? আমায় ভগিনির জন্য আমি ভাল বয়ের চেষ্টা কচ্চি, তার আবার ঘট কালি কি।

মাধ। যদি ভাল বল্লে মন্দ হয়, তবে নাহয় বিয়ের দিনে তুমি ঘটকালি না নে, একটু চুন কালী মেখে বসে থেক। (হাস্য)

বিপি। আমি মাখ্‌বো কেন? বরতো আমাকে অনেকবার দেখেচে, তোমায় দেখেনি, তুমিবরঞ্চ একটু চুন কালী মেখে বাহার দিয়ে বসে থেকো, তাহলে তোমায় এজন্মে ও ভুলতে পারবে না।

মাধ। (সহাস্যে) সে যাহোক বেস্‌ ব্যাবসাটী আরম্ভ করেচ; এবার আর আমাদের কষ্ট থাকবে না।

বিপি। ও আবর কি কথা! কিছুইত বুজ্‌তে পাল্লেম না।

মাধ। বুজ্‌তে পাল্লেনা, বলি এই বনের বর জোটান ব্যবসা! (হাস্য)

বিপি! তাইত; তবে নাকি তুমি তামাসা কত্তে যান না?

মাধ। আমিত সত্যিই বলচি, তামাসা কর্‌বো কেন?

বিপি। বোনের বিয়ের জন্যে বর খুঁজলেই যদি তোমার মতে দোষ হয় তা হোলে ত তোমার দাদা আগে দোষী হন; তোমার জন্যে তিনি কত বর খুঁজেছিলেন, শেষকালে আমাকে জুটিয়ে দিয়েচেন।

মাধ। সে যাহোক ওসব কথা এখন থাক। তুমি এমন অন্যায় কায কল্লে কেন; এ তে তোমায় সম্পূর্ণ দোষী হতে হবে।

বিপি। কি করি বল, দেশের লক্ষীছাড়া ব্যাটারা যে এ বিয়েতে এত বাগ্‌ড়া দেবে তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তাম না; আমাকে সত্যি সত্যি ভারি বিপদে ফেলেছে; কি যে করবো তার আর কিছুই ঠিক্ কত্তে পাচ্ছিনে।

মাধ। আহা! এবিয়ে না হলে ঠাকুরঝির বড় মনে দুঃখ হবে, এমন কি সে আমায় এত দুর বলেচে "যে এবিয়ে না হলে আত্মহত্যা করবো" আহা! সেদিন অনেক কেঁদেচে, এখন ও সে কান্নার কতা মনে হলে আমার চোকে জল আসে। (নেপথ্যে)। ও বৌ মা! একবার এদিকে এসোগো।

মাধ। মা বুঝি ডাক্‌ছেন, আমিএখন যাই—কিন্তু এইবারে ঘটকালি বোঝাযাবে—নমস্কার গো ঘটক মহাশয়! এখন আসি। (প্রস্থান)

বিপি। আহা! মনের মত স্ত্রী হলেকি সুখ! গালদিলে তবু কেমন মিষ্টি বোধ হলো? তা যাহোক্ এখন কি করি;—(চিন্তা) আর কিবা করবো, এবিপদ থেকে উদ্ধার কত্তে কেবল জগদীশ্বর পারেন, এখন তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুকূল হন তবেই মঙ্গল, নচেৎ আর কোন উপায় দেখি না।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। বাবু! আপনার এক খানি পত্র আছে, এই নিন্। (পত্র দান)

বিপি। (পত্র পাঠ)

প্রিয় সখা!

তুমি আমাকে যেরূপ আয়োজন করিতে বলিয়া গিয়া ছিলে তাহা সমস্তই হইয়াছে, আমি ও প্রস্তুত আছি, তুমি আমার নিকট কখন্ আসিবে, তাহার সংবাদ এই পত্রবাহকের নিকটে পাঠাইয়া বাধিত করিবে ইতি।

অভিন্ন হৃদয়।

শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(ভৃত্যের প্রতি) তুমি এখন যাও আমি যাচ্চি। (ভৃত্যের প্রস্থান)

(স্বগত) তবে এখন এই করাযাক্, তা নাহলেত আর কিছুই উপায় দেখি না—(চিন্তা) টাকা কিছু বেশী করে নিতে হবে (বাক্স খুলিয়া লোট লইয়া প্রকাশে) এখন জগদীশ্বর যা করেন।

(প্রস্থান)

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জ্ঞানচন্দ্রের পড়িবার ঘর, জ্ঞানচন্দ্র আসীন।

জ্ঞান। আমি এত বারণ কল্লাম তবু বিপিন স্বর্ণকে নিয়ে পালালো! চাকর দোষ কি? বিপিন দেখ্‌চি নিতান্ত খেপেচে, এখন সে যে উপায় অবলম্বন করেছে, তাতেত কৃতকার্য্য হওয়া, বড় সহজ ব্যাপার নয়; আমাদের দেশ কি এর মধ্যে তত সভ্য হয়ে উঠেছে! আজও লোকের মন ভ্রমতিমিরে আচ্ছন্ন রয়েছে! এ প্রগাঢ় তিমির থাক্‌তে কি উন্নতি সূর্য্যের উদয় হতে পারে? এখন উল্‌টে দোষী না হতে হলে বাঁচি। আমার বোধ হচ্চে বুড়োরা তাকে অল্পে ছাড়্‌বে না; বুড়োরা একেতো আমাদের উপর চটা, তাতে আবার একটু দোষ পেয়েছে এবার কি আর রক্ষা থাক্‌বে, ব্যাটারা গ্রাম মাথায় করে তুল্‌বে। আচ্ছা আমিত বিপিনকে বরাবর নিষেধ করেছি, তবু সে যে আমার কথা না শুনে একার্য্যে প্রবৃত্ত হলো এরইবা কারণ কি? বোধ হয় বিপিন ভাল করে বুঝ্‌তে পারেনি; যাহোক্‌ স্বর্ণকে নিয়ে এরূপ পালানর চেয়ে এখান থেকে চেস্টা কল্লে কি রকম হতো বলা যায় না। কিন্তু তাও বলি, এখান থেকে কি কিছু উপায় হতো? (চিন্তা) দেখা যাক্‌ বুড়ো ব্যাটারা কি করে।

হরবিলাসের প্রবেশ।

হর। কি গো জ্ঞানেন বাবু! কি হচ্চে?

জ্ঞান। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) আসুন, মশাই বসুন; (উভয়ের উপবেশন) আমার কাছে কি কোন প্রয়োজন আছে?

হর। না এমন কিছু নয়, এই আপনার সঙ্গে একবার দেখা কত্তে এইচি,—বাবু যে সে দিন আপনার জন্য অনেক ক্ষোভ কল্লেন।

জ্ঞান। কৈ কর্ত্তার ক্ষোভ হতে পারে এমন কায্ত আমি কিছু করিনি!

তবে কি না হরিসভার দিন তাঁর সঙ্গে উরির মধ্যে একটু রাগা রাগি হয়েছিল; তা মশাই মিথ্যে করে অন্যায় বল্লে কেনা রাগে!

হর। কর্ত্তা বল্লেন আমি জ্ঞানেনের জন্যে কেবল ওদের শাসন কর্ত্তে পাচ্ছিনে; তা না হলে, আমি ওদের আচ্ছা শাসন কত্তেম। আর তুমি নাকি তাঁকে কর্ত্তা বলে মান না?

জ্ঞান। সি কি মশাই! কর্ত্তার মতন কায কল্লে তাঁকে কর্ত্তা বলে মান্‌বনা কেন? অবশ্যই মান্‌বো;—দেখুন দেখি! হরিসভার দিন ভট্‌চার্য্যি মশাই অত ভদ্র লোকের সম্মুখে সচ্ছন্দে আমাদের নামে মিথ্যা গ্লানি কল্লেন, আর কর্ত্তা অম্‌নি তাঁর কথায় বিশ্বাস কল্লেন!—আচ্ছা আমাকেত বালককাল থেকে দেখ্‌চেন, কৈ কখন মদ খেতে কিম্বা মাতাল হতে দেখেচেন? এরূপ অন্যায় বল্লে কি করে সহ্য করা যায়!

হর। না বাবু মিথ্যে বল্লে কি হবে, তোমাকেত কখনই দেখিনি, —তবে বিপিন, চারু বোধ হয় উরই মধ্যে লুকিয়ে চুরিয়ে একটু আদ্‌টু খায়। তা না হলে আর সে দিন বিপ্‌নে ছোঁড়াটা কর্ত্তাকে ঠাট্টা করে!!

জ্ঞান। না মশাই! ইটি আপ্‌নাদের নিতান্ত ভ্রম, আমাদের মধ্যে কেউ মদ খায় না, তবু আপনারা সে দিন সকলেই আমাদের গাল দেচেন, তিরস্কার করেচেন; আমাদের ভাল কি মন্দ স্বভাব তা একবার মনে মনে ভেবে দেখ্‌বেন, তা হলেই বেস জান্‌তে পার্‌বেন।

হর। তা সে যাহোক, আমাদের সে দিন অন্যায় হয়ে ছিল স্বীকার করি। বাবু তোমাকে একটী কতা জিজ্ঞাসা করে পাটিয়ে চেন।

জ্ঞান। কি কথা আজ্ঞে করুণ!

হর। তুমি বিপিন চারুকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের সভার সভ্য হবে কি না? দেখ জ্ঞানেন বাবু! কর্ত্তাতে আর তোমাতে খুব নিকট সম্বন্ধ, তা তাঁর সঙ্গে কি তোমার মনান্তর করা উচিত? আর বিশেষ তুমি যখন নাবালক ছিলে তখন থেকে কর্ত্তা কত যত্ন করে, কত কষ্ট করে তোমার বিষয় আশয় সব বজায় রেখেচেন, তোমাকে কত যত্ন করে লেখা পড়া শিখিয়েচেন, এখন তোমার কি বাপু তাঁর অমতে কোন কার্য্য করা উচিত? যিনি তোমার ভালর জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার কল্লেন, তাঁর কথা না

শুন্‌লে মনে কত দুঃখ হয় বল দেখি? বিশেষতঃ যখন এক জনকে শাসন করবার দরকার হয়, তখন কি ঘরোয়া বিবাদ উচিত? আর তুমি যাদের জন্যে কত্তার সঙ্গে সে দিন এত কল্লে তাদের তো ভারি গোল! তুমি কি আর তাদের রক্ষা কত্তে পারবে?—আমার মতে এবিবাদ ভঞ্জন করাই উচিত।

জ্ঞান। কেন কেন কি হয়েছে মশাই?

হর। তুমি কি কিছুই শোন নি! একথা যে দেশ ময় বেজে উটেছে, কাল রাত্রিতে যে হরি মোহন মুখোয্যের মেয়ে বেরিয়ে গেছে!

জ্ঞান। (স্বগত) যা ভেবিচি তাই, আমি ও ব্যাটাদের ধরণ বেস্ জানি, দেখ দেখি, ব্যাটারা একেবারে কেমন সর্ব্ব নেশে কথা তুলে দিয়েচে! এব্যাটারা না পারে এমন কর্ম্মই নাই!!

হরি। মৌন সম্মতি লক্ষণ নাকি? তা হলেই ভাল হয়, দেশের দুট ধনী লোক যদি একত্র হয়, তাহলে কি আর কারো ভয় করি?

জ্ঞান। আপ্‌নাদের ভাব গতিক দেখে একেবারে হতবুদ্ধি হয়েচি, আপনারা সব কত্তে পারেন, আর বেশী কি বল্‌বো!

হর। (স্বগত) আর ও কথা বলা হবে না, তাহলে কিছুই কাজ হবেনা, আগে ছোঁড়াটাকে স্বীকার করাতে হবে। তার পর তখন বোঝা যাবে, এ ছোঁড়াটা ওদের দিকে থাক্‌লে ওদের কিছুই কত্তে পারবোনা! (প্রকাশে) তা সবত জেনেছ? তবে আর আমাদের সঙ্গে কি তোমার বিবাদ করা ভাল হয়! বিশেষ তুমি কত্তার মনের ভাব আজও ভাল করে বুজ্‌তে পারনি। তিনি তোমার উপর বড় খেপেচেন, তাঁর কথা না শুন্‌লে তোমার একটা ভারি অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। কেবল তোমাকে নাকি অনেক যত্নে মানুষ করেছেন, তাই বলে আজও কিছু করেননি। হাজার হোক যতনের জিনীসকে কি কেউ শীঘ্র নষ্ট কত্তে পারে? তুমি ওদের ছেড়ে দিয়ে আমাদের হরিসভার সভ্য হলে আর কোন গোল থাকে না; এতেত আর তেমন দু হাজার পাঁচ হাজার খরচ নেই যে অত ভাব্‌চো—কিন্তু তাও বলি, এখন না মিল হলে এর পর সত্যি সত্যি তোমার দু হাজার পাঁচ হাজার লাগ্‌বে।

জ্ঞান। কেন মশাই! কিসে লাগ্‌বে? আমিত আর তাঁর ধার করে খাইনি।

হর। সে তখন জান্‌তে পার্‌বে,—তা এখন বাবুকে গিয়ে কি বলবো? আমার কথার যাহোক একটা উত্তর দ্যাও।

জ্ঞান। (স্বগত) ব্যাটাদের নেহাত চটান হবে না; ওরা বড় সর্ব্বনেশে লোক। শেষকালে কিসে কি করে ফেলবে। (প্রকাশে) হরিসভায় যেতে আমার কিছুই আপত্য নাই, কিন্তু আমার গুটিকত কথা যদি শোনেন তা হলে আমি যেতে পারি।

হর। তুমি আমাদের কথা শুন্‌বে আর আমরা তোমার কথা শুন্‌বোনা! তাও কি কখন হয়! আচ্ছা কি বলবে বল।

জ্ঞান। বিচার সঙ্গত সব কাজ কর্‌বেন বলুন?

হর। অবশ্য, এ কথা আমি হাজার বার মানি।

জ্ঞান। আর একটি অনুরোধ আছে মশাই! সেটি কিন্তু আপ্‌নারা না রক্ষে কল্লে আমার ভারি অপমান হবে।

হর। আচ্ছা কি অনুরোধ বল।

জ্ঞান। আমি শুন্‌লাম আপ্‌নারা নাকি চারু বাবু আর হরিমোহন বাবুর উপর ভারি রেগেচেন? কিন্তু মশাই! সহস্র অপরাধী হলেও তাঁদের এবার ক্ষমা কত্তে হবে। দেখুন মশাই! আমি বরাবর ওঁদের পক্ষ, বিশেষ চারু বাবুর সঙ্গে এবং বিপিন বাবুর সঙ্গে আমার অত্যন্ত হৃদ্যতা আছে, তাতে ওদের প্রতি কিছু অত্যাচার হলে আমার অত্যন্ত অপযশ হবে। তা ওঁদের প্রতি কিছু অত্যাচার করবেন না বলুন? তা হলে আমার আর কিছু আপত্তি নেই।

হর। আমি এ কথার জবাব দিতে পার্‌লাম না, কারণ চারু হরিমোহন মুখুয্যের মেয়ে বের করে নিয়ে গেছে, তাতে যে তাদের নিয়ে সকলে পূর্ব্বকার মত থাক্‌বে এত আমার বোধ হয় না। তবে তুমি বিশেষ যত্ন কচ্চো, আমি কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করে যাহয় তোমায় বলব।

জ্ঞান। মশাই! অমন অন্যায় কথা বলবেন না। আমি বিশেষ রূপে জানি বিপিন তার ভগিনীকে নিয়ে মামার বাড়ীতে গেছে। চারু বাবু লেখাপড়া শিখেচেন, তিনি এমন জঘন্য পাপ কর্ম্ম কর্‌বেন কেন? মশাই!

বিপিনবাবু সেদিন রাগ করে আপ্‌নাদের কিছু বলেছিলেন বলে তাঁদের এমন সর্ব্বনাশ করা আপ্‌নাদের উচিত হয় না। এক জনের অনিষ্ট করা কঠিন নয়; ভাল করাই হচ্চে শক্ত।

হর। আমাদের কাছে কি কিছু ছাপা থাকে বাপু? আমরা সব জানি, আগে দুখানা পাল্‌কীতে চারু আর স্বর্ণ গেচে, তার পর এই ভোরের সময় আর এক খানাতে বিপিন গেচে। এখন কি আর ঢাকলে চলে?

জ্ঞান। মশাই! আমি সপথ করে বল্‌তে পারি যে আপ্‌নারা যা ভেবেছেন তা নয়, কারণ বিপিন বাবুর ভগিনীটি বালিকা; আমি সমস্তই জানি, আপ্‌নাদের অনুমান করা আর আমার যথার্থ জানা।

হর। হ্যাঁ বালিকা বৈকি! ছেলে বেলায় বিয়ে দিলে এত দিনে দুই ছেলের মা হোত। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওকে হরিমোহন মুখুয্যে না?—এই যে এই দিকেই আস্‌চে। আহা! দেখ দেখি বাম্‌নের একেবারে কি সর্ব্বনাশ করেছে?

হরিমোহনের প্রবেশ।

জ্ঞান। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) আসুন! মশাই বসুন (উভয়ের উপবেশন)

হর। কি গো মুখুয্যে মশাই! কেমন্ কেমন্ শুন্‌ছি যে? একটা যে গুজব উঠেচে? তখনিত আমরা বলেছিলুম, কিন্তু আপ্‌নি তাতে কান দিলেন না,—তার পর এখন?

হরি। তোমাদের মহিমাতেই ও গুজব উঠেচে!

জ্ঞান। (হরবিলাসের প্রতি) আচ্ছা মশাই! আপ্‌নারা যে এমন নির্দ্দোষীর সরল মনে সহসা ভয়ানক কষ্ট দিচ্চেন, এতে কি আপ্‌নাদের মনে একটু দয়া হয় না?—আপ্‌নাদের যদি কেউ এম্‌নি করে বলে? তাহলে কি আপ্‌নারা বড় সন্তুষ্ট হন?

হরি। সেরূপ দয়া ওঁদের থাক্‌লে আর আমার উপর এ সর্ব্বনেশে কথা তুলেচেন! চাটুয্যে মশাই! লোকে কুমারী পূজা করে, আর আপনারা সচ্ছন্দে কুমারীর প্রতি এই ভয়ানক অপবাদ তুলে দিলেন! আচ্ছা আমি আপ্‌নাদের কাছে এমন কি অপরাধ করিচি যে আপ্‌নারা আমার সর্ব্বনাশ কত্তে বসেচেন!

হর। বিধাতা যার প্রতি বাম হন, তার এইরূপ দশাই ঘটে। তুমি যদি আগে আমাদের কথা শুন্‌তে, তাহলে আর তোমার এত দুর্গতি হবে কেন ?—পূর্ব্ব জন্মে অনেক পাপ না থাক্‌লে আর এমন ভয়ানক ঘটনা হয় না। যাহউক বড় দুঃখের বিষয়! জ্ঞানেন বাবু! তবে এখন আসিগে; বৈকালে আসব এখন। (প্রস্থান।)

জ্ঞান। (স্বগত) হা জগদীশ্বর! এ নরপিশাচদের হাত থেকে আমাদের কবে মুক্ত কর্‌বেন! এদের অত্যাচারে যে ধরণী টল মল কচ্চে। আহা! নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণকে দোষী বলে এরা কি ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচে!!

হরি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মধুসূদন! মধুসূদন!

জ্ঞান। আপ্‌নি অত দুর্ভাবিত হবেন না। চিন্তা কি? ও ব্যাটারা যা বল্‌বে লোকে তাই বিশ্বাস্‌ কর্‌বে? আর আমাদের কথা কিছুই শুন্‌বে না?

হরি। জ্ঞানেন! বাবা এরা কোথায় আছে বল্‌তে পার? এদের জন্য আমাদের বড় ভাবনা হচ্চে। বিশেষ ব্রাহ্মণীত বাড়ী মাথায় করে তুলেচেন।

জ্ঞান। (স্বগত) এখন কি করি, কি করেই বা মিথ্যাকথা বলি, আর সত্যকথা বল্লেত সব বিফল হবে,—যাহোক বলা হবে না (প্রকাশে) মশাই! অত চিন্তিত হবেন না, বিপিনবাবুত আর নিতান্ত ছেলে মানুষ নন; তিনি স্বর্ণকে সঙ্গে করে নে গে অবশ্য ভাল স্থানেই আছেন। বিপিন বাবুর মামার বাড়ীতে কি লোক পাঠান হয়ে ছিল?

হরি। না এখনও পাঠান হয়নি, কোথায় গেছে স্থির হচ্চে না বলেই পাঠাই নাই,—বিশেষ সে অনেক দূর বলে এখন সেখানে কেউ যেতে স্বীকার হচ্চে না।

জ্ঞান। আচ্ছা আমি একটা লোক করে সেখানে পাঠাচ্চি। আজ্‌ত আর বেলা নাই, কাল ভোরের সময় পাঠাব।

হরি। বেঁচে থাক বাবা! এখন তোমার কল্যানে আমার বিপিনের উদ্দেশ হলে বাঁচি; কিন্তু আমার বোধ হয় তারা মামার বাড়ী যায়নি।

জ্ঞান। আচ্ছা আমি তার বিশেষ অনুসন্ধান কর্‌বো, বিপিন বাবু যদি মামার বাড়ীতে না গিয়ে থাকেন, তবে তাঁর যেখানে যেখানে থাকা

সম্ভব আমি সেই সকল স্থানেই লোক পাঠাব, তা হলে কি আর সত্যি সত্যিই তাদের খুঁজে পাবে না ? তাঁরা কি আর দেশ ছেড়ে গেছেন ?

হরি। বাবা ! তুমিই আমার এক মাত্র ভরশা, আর অধিক কি বল্‌বো ; আর একটী কথা আছে।

জ্ঞান। আজ্ঞে করুণ ?

হরি। আমাদের প্রতি অত্যাচার না হয় এর জন্যে তোমাকে একবার বাবুর কাছে যেতে বল্‌চি। আমার উপর সকলে খেপে রয়েচে, এখন আমি ওদের কাছে গেলে, ব্যাটারাত খড়্গাহস্ত হয়ে আস্‌বে, আর ঐ সব কথা বলে আমাকে কাঁদিয়ে ছেড়্‌বে।

জ্ঞান। মশাই আশীর্ব্বাদ করুণ ; আপনার কৃপায় আমি বেঁচে থাক্‌তে ওঁরা তত অন্যায় কত্তে পার্‌বেন না। তবে কি না কাজটা বড় বোকামি হয়েচে।

হরি। তা কি কর্‌বো বাবা ! আমিত আগে কিছুই জান্তে পারিনি, যখন রাত্রি প্রায় এগারটা তখন আমি শুন্‌লাম, তার পর সমস্ত দিন তাদের অনুসন্ধান করিচি, কিন্তু কোথাও দেক্‌তে পেলুম না ; তার পর এখানে এসেচি, এখনও আহারাদি কিছুই হয় নাই।

জ্ঞান। সে কি মশাই ! আপ্‌নি আহারাদি করুন গে, আর একটা কাজ কর্‌বেন, বাড়ীর সকলকে অত চিন্তিত হতে নিষেধ কর্‌বেন। দেখুন আপ্‌নারা যদি অত চিন্তিত হন, আর লোকের কাছে বলেন যে বিপিন ও স্বর্ণ কোথায় গেচে খুঁজে পাচ্চি না, তা হলে ওরা ভারি গোল কর্‌বে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তবে বল্‌বেন, তারা মামার বাড়ী গেচে।

হরি। আচ্ছা বাবা ! তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌বো।

জ্ঞান। মশাই তবে বাড়ী যান,—ওঃ একেবারে সন্ধ্যা হয়েচে, ভারি কষ্ট হচ্চে দেখ্‌চি।

হরি। কিন্তু দেখ বাবা ! তাদের সন্ধান পেলেই আমাকে সংবাদ দিও। আমি এখন যাই—(প্রস্থান)

জ্ঞান। আজ্ঞে তা আর বল্‌তে হবে না।—(চিন্তা) এখন কি করি, ব্যাটারাত ভারি গোল করে বসেচে। যাহোক্‌ বিপিনকে এখানকার সমস্ত

সমাচার লিখে পাঠাই, তারপর তার যা ভাল বোধ হয় তাই করবে। আহা! আমার বারণ যদি শুনতো তা হলে আর এতটা হতো না। এখন একটা লোকের যোগাড় করিগে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

স্বর্ণ আসীনা।

স্বর্ণ। (সানন্দে) দুঃখের নিশি অতি সত্বর প্রভাত হবে বলে আমার মনে কত আনন্দ হচ্চে। প্রথমে এ নিশিতে যেরূপ ভয়ানক কুয়াশা হয়েছিল, তাতে যে সত্বর দিক্ নির্ণয় হবে, এমন আশা করি নাই। কেবল চারুচন্দ্র দেখেই দিক্ নির্ণয় করে এখন যথাস্থানে এসে পড়িচি, আর ভয় নাই। (চিন্তা) আহা! কাল আমার কি শুভ দিন, কাল আমার তপস্যার শেষ হবে! যে দেবতাকে হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পর্য্যন্ত বরাবর উদ্দেশে পূজা কত্তাম, তিনি কাল প্রসন্ন হয়ে আমাকে অভিলষিত বর দিয়ে চরিতার্থ কর্‌বেন। (চিন্তা) কিন্তু এমন সুখের দিন কাছে এসেছে তবু আমার মনে অনেক দুঃখ হচ্চে,—এমন সুখের দিনে কেউ আমোদ কত্তে পেলে না, (দীর্ঘ নিশ্বাস) আহা! মার মনে যে কত সাধ ছিল, তার কিছুই হলো না; এক কাজ করি না কেন?—দাদাকে বলে মাকে আর বৌকে আন্‌তে পাঠাই না কেন? তা হলেত বেস হবে। কিন্তু তবু আমার সঙ্গিনী দের মনে দুঃখ থাক্‌বে;—তা বলে আর কি কর্‌বো, সকল বিষয়ত আর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। উঃ আজ সমস্ত দিন যাবে, সমস্ত রাত যাবে, কাল আবার সমস্ত দিন যাবে,—তার পরে—এখনও অনেক দেরি আছে,

কিন্তু এরমধ্যেই আমার প্রাণ এত ব্যাকুল হয়েচে! বাড়ীতে কিছু বলে আসা হয় নাই বলে হয়ত মা কত ভাব্‌চেন। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) দাদা না এদিকে আস্‌চেন? আর এখানে থাকা হবে না। দাদা আমাকে চিন্তা কত্তে বারণ করেচেন, আর আমায় এরূপ চিন্তিত দেখ্‌লে আমার উপর ভারি বিরক্ত হবেন।

(প্রস্থান)

বিপিনের প্রবেশ।

বিপি। এ পত্র যখনি আমার হাতে পড়েচে, আমি তখনি সব জান্‌তে পেরেচি। উঃ! ব্যাটাদের কি ভয়ানক বাসনা! ব্যাটারা সচ্ছন্দে আমাদের সর্ব্বনাশ কত্তে বসেছে! বাবা নিতান্ত ভাল মানুষ তাই তিনি ও ব্যাটাদের ওরকম কথা শুন্‌চেন আর ঝর্ ঝর্ করে কাঁদ্‌চেন। (সরোষে) কি বল্‌বো আমি এখানে রয়েচি, তা না হলে আমি এক্ এক্ লাতিতে সব ব্যাটার মুখ ভেঙ্গে দিতুম; আমার সুমুকে এমন সর্ব্বনেশে মর্ম্মান্তিক কথা বল্‌তে কারো সাহস হতো? হা জগদীশ্বর! এ দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডদিগের হস্তে কেন আমাদের নিক্ষেপ কল্লেন! আমরা আপনার চরণে এমন কি অপরাধ করিচি? গ্রামান্তরে এসেও দুষ্ট ব্যাটাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাচ্চিনা। ওঃ সমস্ত কার্য্যই বিফল হলো দেখ্‌চি। এখন কি করি, কোন উপায় ত দেখ্‌চিনে! (দীর্ঘ নিশ্বাস) মামাকে পত্রের মর্ম্ম সব ভেঙ্গে বলিগে, দেখি তিনিই বা কি বলেন, এই যে মামা এ দিকে আস্‌চেন;— আমি আর ও ভাব্‌ছিলাম, বলি মামা বুঝি কোন্ দিকে কি আয়োজন কত্তে গেছেন।

শ্যামাচরণের প্রবেশ।

শ্যামা। সব্‌তো ঠিক্ হলো বাবাজী! এখন কেবল গোয়ালাকে ফর্‌মাশ দিলেই হয়। আবার একটা কাপড়ের চেষ্টা কত্তে হবে, আমাদের আট্‌-চালার কাপোড়টা ছিঁড়ে গিয়ে বড় গোল হয়েচে। হ্যাঁ বিপিন! শান্তিপুর থেকে নাকি লোক এসেচে? সেখানকার সব মঙ্গল ত?

বিপিন। আজ্ঞে এই পত্র দেখুন। (পত্র প্রদান)

শ্যামা। এ পত্রকে লিখেচে? এত তোমার বাপের হাতের লেখা নয়? —আচ্ছা বাবা তুমি পড়।

বিপি। আজ্ঞে, এ পত্রখানি আমার এক জন পরম আত্মীয় লিখে-ছেন।

শ্যামা। কি লিখিচেন পড় দেখি।

বিপি। (পত্র পাঠ)

সুহৃদবর!

তোমার ভগ্নীকে এবং চারুবাবুকে কাশীপুরে লইয়া যাইবার বিষয়ে আমি যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। দেশের পাপাচারী হতভাগারা তোমাদিগের নামে ভয়ানক কলঙ্কমূলক অপবাদ তুলিয়াছে। পাষণ্ড ব্যাটারা আমার সমক্ষে তোমাদিগের নামে যেরূপ কথা বলিয়াছে তাহা লেখনী দ্বারা লেখা দূরে থাকুক, মনে করিলেও পাপ হয়; ব্যাটারা রাগান্ধ হইয়া তোমাদিগের নির্ম্মল কুলে কালি দিতে উদ্যত হইয়াছে; এবং শান্তিপুরের আবাল বৃদ্ধের মুখে সেই ভয়ানক কথা শুনা যাইতেছে। তোমাদিগের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত, তোমার পিতাঠাকুর গত কল্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। ব্যাটারা তাঁহাকেও মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। দুরাচারদিগের কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষের জল প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। প্রায় চারিটার সময় আমার নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও আহার করেন নাই। তোমাদের বাটীর সকলেই বিশেষরূপে চিন্তিত আছেন, এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীর আর্ত্ত-নাদে কেহই বাটীতে স্থির হইতে পারিতেছেন না। আমি সকলকেই অনেক প্রকার প্রবোধ দ্বারা আপাততঃ কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছি। সকলেই এই পত্রের প্রত্যুত্তরের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। দুরাচারেরা এরূপ অবস্থাতেও তোমাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া একঘোরে করিবে বলিতেছে, এবং যত্ন ও আহ্লাদ সহকারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। তোমার নিকট অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বলিয়া কাজে কাজেই সে দিন তোমার পিতাঠাকুরের নিকট মিথ্যা কহিয়াছি।—বিশেষ তোমরা কোথায় গিয়াছ তাহার প্রত্যুত্তর তোমার পিতা না দিতে পারায়, ওদের মনে আরও সন্দেহ

হইতেছে; এখান হইতে কাশীপুরে যাইবার সময়ে তোমার পিতাঠাকুরকে না বলিয়া যাওয়া আমার বিবেচনায় অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। সে যাহা-হউক এক্ষণে তুমি কি উপায় স্থির কর আমাকে তাহার সংবাদ অগ্রে পাঠাইবে।

শ্যামা। এখন কি স্থির কল্লে? এখানে ত এক রকম সব আয়োজন করা গেছে।

বিপি। বিবাহ ত কাল হয়ে যাক্, তার পর যা হয় করা যাবে।

শ্যামা। না বাপু! তাহলে বড় গোল হবে, ব্যাটারা যেরূপ ভয়ানক খেপেছে, তাতে যে কি কাণ্ড করে তুল্বে তাতো বলা যায় না। আমি বলি পাত্র সুদ্দু সেখানে যাই চল, তার পর তাদের পায় হাতে ধরে যে রকমে পারি, একটু খানি মন নরম করে কার্য্য সমাধা করা যাবে;—কি বল?

বিপি। তাদের পায় হাতে কে ধর্‌বে? এমন দুরাচারদের কাছে কি কখন নিচু হতে আছে মশাই? তাহলে ওরা এবার সুদ্ধ হাতে মাতা কাট্‌বে। আর বিশেষ মশাই ওদের ধরণ জানেন্ না তাই এরকম বল্‌চেন, পায় হাতে ধল্লেওকি ওরা আমাদের কথা শুন্‌বে?

শ্যামা। সেকি! ভদ্রলোকে বিশেষ যত্নকল্লে শুন্‌বে না? তাও-কি কখন হতে পারে? আচ্ছা তারা না শোনে আমাদের মনে যা আছে তাই কর্‌বো। তবে কিনা তাহলে কাল্‌কের দিনটে যায়; তা নাহয় এর পরেই যে দিন ভাল পাবো সেই দিনেই হবে।

বিপি। (চিন্তা) মশাই বল্‌চেন, কাযেই আপনার কথা ত আর অবহেলা করা যায় না, কিন্তু আমি এখান থেকে বল্‌চি, কৃতকার্য্য হওয়া এখন বড় কঠিন হবে।

শ্যামা। না হয় কিছু খরচ করা যাবে, তাহলেওকি আর হবে না?

বিপি। আচ্ছা আপ্‌নি অগ্রে জান্‌ন্ গিয়ে; যে রকমে পারেন তাঁদের মত করুনগে, আমি ভাল খবর পেলেই অম্‌নি এখন থেকে বেরবো; আর যদি কিছু না কত্তে পারেন, তাহলে পাত্র শুদ্ধ আর সব পরিবার শুদ্ধ এখানে চলে আস্‌বেন; তার পর যাহয় করা যাবে।

শ্যামা। বেস্ কথা বলেছ বাবা! আমিই যাব, দেখ দেখি তাদের মত কত্তে পারি কি না?

বিপি। সকল দিক্‌কার অবস্থাত বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন; যদি মত কত্তে পারেন তাহলে বড় ভালই হয়।

শ্যামা। আচ্ছা বাবা! তুমি ততক্ষণ একটা কাজকর দেখি, সেই পাত্রটীকে আর স্বর্ণকে তোয়ের করে রাখগে, আমি পাল্‌কী আন্‌লে যেন আর দেরি না হয়। আর দেখ তোমাকে পত্র লিখলেই তুমি অম্‌নি এখান থেকে বেরোবে পথে বিলম্ব করো না। তবে আমি এখন পাল্‌কীর চেষ্টা করিগে।

(প্রস্থান)

বিপিন। (চিন্তা) আমি চারুকে এখন কেমন করে এ সংবাদ দিব? কাল বিবাহ হবে বলে কত আমোদ হচ্চিল, এখন্ দেক্ চিত আবার বৃথা কালক্ষেপ কত্তে হলো। প্রিয়সখাকে আজ এসংবাদ দিলে তিনি কি মনে করবেন? মামার কাছে পত্র খানা গোপন কল্লেই হতো; আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হলো, মামার পরামর্শ জান্‌তে গেলাম। উনি ও সেকেলে লোক কিনা! এসব বিষয়ে কি ওঁদের সাহস হয়? (চিন্তা) কার সাধ্য এ বিবাহ রক্ষা করে। একঘোরে হই সেও ভাল, তবু চারুর সঙ্গে স্বর্ণের বিবাহ দিয়ে পবিত্র প্রণয়ের দৃষ্টান্ত স্থল করে রাখ্‌বো; আর যাতে এরূপ প্রথা অনুসারে লোকে আপনার কন্যা এবং ভগ্নীর বিবাহ দেয়,তারও বিশেষ চেষ্টা কর্‌বো; তথাপি ও কৃতকার্য্য হতে পার্‌বোনা? (ঝিকে আহ্বান) ওঝি! ঝি! একবার এখানে এসত।

(নেপথ্যে) যাই।

ঝির প্রবেশ।

ঝি। আমায় ডাকৃছিলেন কেন?

বিপি। তুমি স্বর্ণকে তোয়ের হয়ে থাকৃতে বল গে, তাকে আর খানিক বাদে শান্তিপুরে যেতে হবে।

ঝি। ওমা সেকি গো: কাল দিদিমণির বিয়েহবে, তা আজ আবার শান্তিপুরে কি কত্তে যাবে?

বিপি। আগে বাবার মত হয়নি বলে এখানে বিয়ে দিতে এনে

ছিলাম, এখন তাঁদের সকলের মত হয়েছে, সেখানেই বিয়েহবে, মামীদেরও কাল আমার সঙ্গে যেতে হবে।

ঝি। তা এখানে সব এত জিনীস পত্র কেনা হলো, তা এখানেই কেন হোক্না। বরং শান্তিপুর থেকে কেন তাঁদের আন্তে পাঠাওনা?

বিপি। ওরে নারে না—আমি তোরকাছে অত জমাখরচ দিতে পারি না, যা বল্লাম তাই বাড়ীর ভিতর বল্গে।

ঝি। যাচ্ছিবাবু! (যাইতে যাইতে স্বগত) এখনকার বাবুদের একটা কতা জিজ্ঞাসা কল্লে অম্নি ফস্ করে রেগেওঠেন।

(প্রস্থান)

বিপি। (স্বগত) আচ্ছা মামা যদি ওদের মত না কত্তে পারেন তাহলে কিহবে? তাহলে কি চারুর ও সঙ্গে যাওয়া উচিত? (চিন্তা) না, চারুর আর গিয়ে কাযনাই। খবর পেলে বরঞ্চ এর পর সকলে যাওয়া যাবে। এখন গেলে যদি অমত হয়, তাহলে কিন্তু চারুর অত্যন্ত মনদুঃখ হবে। যাহোক্ একবার তার কাছে যাওয়া যাক্। আর মামাকেও একটু বিশেষ করে বলে দিতে হবে, যেন অমত হলেই অম্নি সকলকে নিয়ে এখানে আসেন।

(প্রস্থান)

স্বর্ণের পুনঃ প্রবেশ।

স্বর্ণ। মামার বাড়ী থেকেত অনেক বার শান্তিপুরে গিচি, কিন্তু কখনত আমার মন এত খারাপ হয়নি, শান্তিপুরে যেতে কিছুতেই মন সচ্চেনা কেন? বোধহচ্চে যেন কাশীপুরে আর আস্তে হবেনা। ভাগ্যে যে কি আছে তা বিধাতাই জানেন। আচ্ছা সকলের যদি মত হয়ে থাকে তবে দাদা এখন বাড়ীতে যাবেন না কেন? দাদা কি আমাকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিচ্চেন? তা যদি হয় তাহলেত আমি কখন বাড়ীতে যাবনা। (চিন্তা) কি আশ্চর্য্য! আমার মনত বড় খারাপ হয়েচে—যে দাদা আমার নিমিত্ত এত কষ্ট স্বীকার করেচেন আমি তাঁর প্রতি অবিশ্বাস্ কচ্চি! প্রাণনাথ যাবেন কি?—কিভ্রম! তিনি না গেলে, আর কাল বিয়ে হবে কি করে? (হাস্য)

(নেপথ্যে) ও স্বর্ণ! স্বর্ণ কোথায় গেল গা?

স্বর্ণ। দাদা বুঝি ডাক্‌চেন, এখন বোধ হয় যেতে হবে, তবে যাই।

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটী।

হরিমোহন এবং ভগবতীর প্রবেশ।

ভগব। তুমি যে সে দিন বল্লে আমার বিপিন আর স্বর্ণ আজকালের মধ্যে আস্‌বে, তা কৈ তারাত আজও এলোনা?—আমাকে ভুলোবার জন্যে কি তুমি অমন করে বলেছিলে?

হরি। ব্রাহ্মণী! আমি কি তোমার কাছে মিছে বল্‌চি? তাদের খোঁজ্‌বার জন্যে এত জায়গায় লোক পাঠিয়েছি, তাকি সত্যি সত্যি কেউ তাদের খুঁজে পাবে না।

ভগব। আর আমায় অমন করে ফাঁকি দিতে হবে না। আহা! মা আমার কোথায় আছেন, কত কষ্ট হচ্চে। (রোদন)

হরি। ব্রাহ্মণী চুপ্ কর, চুপ্ কর, কাঁদ্‌তে আছে কি? কাঁদ্‌লে যে সন্তানের অকল্যান হবে।

ভগব। ও মা! তুমি এমন আবাগীর পেটে জন্মেছিলে, যে তোমাকে আমার বলে এমন কেউ নেই। স্বর্ণ! তোমার মনে কি এই ছিল মা! (রোদন)

হরি। যখন আমি বল্‌চি, তখন তুমি আজ্‌কের দিনটা দেখ না কেন, তারপর তোমাদের মনে যা আছে তাই করো।

ভগব। হায়! হায়! বামনের ছেলে মেয়ে কোথায় গেচে, তবু যদি

এক দিনের তরে তাদের খুঁজ্তে গেলেন! আর এমন ছেলেও দেখিনি, যেখানে যাস্, যেখানে থাকিস্, বাড়ীতে তার একটা খবর দিতে হয়। (রোদন) আহা! বাছাদের যে আমি খুঁজ্তে পেলুম না তাইতে আমার বড় দুঃখ হচ্চে।

হরি। আঃ! আমি কি খুনোখুনি হয়ে মর্‌বো না কি? তোমাদের জ্বালায় আমাকে যে দেশান্তরি হতে হলো দেখ্‌চি! উঁরি মেয়ে, উঁরি ছেলে, আর আমার যেন কেউ নয়! আমি তাদের খুঁজ্‌চিনে! বারো ব্যাটাদের জন্যেত বাড়ীর বার হবার যো নেই, আবার বাড়ীতে যদি তোমরাও এমন করে জ্বালাতন কর্‌বে তাহলে আর আমার প্রাণ বাঁচে না।

বেগে একজন ঝির প্রবেশ।

ঝি। মা! দিদিঠাক্‌রুণ আর বড় মামাবাবু এসেচেন;

হরি। আঃ বাঁচ্‌লাম বাপু! আমি বল্‌ছিলাম, বিশ্বাস হচ্ছিল না, এখন হলত?

ভগব। কৈ, কৈ, আমার স্বর্ণ কোতায়? মা আমার কোতায়?

ঝি। মা! অত ব্যস্ত হয়ো না, আহা! দিদিঠাক্‌রুণ একে লজ্জায় বাড়ীর ভেতর আস্‌তে পাচ্চে না, তাতে আবার তুমি অমন কল্লে আরো লজ্জা হবে। আমি সঙ্গে করে আনিগে।

ভগব। ঝি! তুই এ দুঃখের সময় যে সুখবর দিলি, তাতে তোকে যে কি দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো কিছুই খুঁজে পাচ্চিনে!

(ঝির প্রস্থান)

হরি। এখন দেখ ব্যাটারা কি করে;—দেখ ব্রাহ্মণী! স্বর্ণ যেন এসব কথা কিছু না শুনে;—এই যে মা আমার আস্‌চেন।

স্বর্ণের এবং ঝির প্রবেশ।

ভগব। এস মা এসো, (ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন) মা! এম্‌নি করে কি আমায় ফেলে পালাতে হয়? মায়ের প্রাণ যে কতদূর চঞ্চল হয় তা বাছা এরপর জাস্তে পার্‌বে। (রোদন)

হরি। মামার বাড়ী যাবার সময় বলে যেতে হয় মা! দেখ্‌দেখি তোদের জন্যে ব্রাহ্মণী কেঁদে কেঁদে সারা হয়েচে।

ঝি। হ্যাঁগা দিদিঠাক্‌রুণ! দাদাবাবু এসেন নি?

স্বর্ণ। দাদা মামার বাড়ীতে আছেন।

হরি। বিপিন কবে আস্‌বে বলেচে?

স্বর্ণ। আমি জানি না, বড় মামার সঙ্গে সব বলেচেন।

ভগব। ঝি! তুই একবার শ্যামাচরণকে বাড়ীর ভিতর ডেকে নেয়ায়না।

ঝি। তিনি যে এসেই অম্‌নি ওপাড়ার রায়েদের বাড়ীতে গেচেন।

হরি। তবে বুঝি জ্ঞানেনের ওখানে গেচেন? তিনি না এলে আর কিছুই ভাল করে জানা যাচ্চে না।

ঝি। (জনান্তিকে স্বর্ণের প্রতি) দিদিঠাক্‌রুণ! বর এসেচে?

স্বর্ণ। (লজ্জাবনতমুখী হইয়া স্বগত) তানাহলে কি আমি আসি!

ভগব। স্বর্ণ? তোমার মামীরা সব ভাল আছেন ত? আহা! নেক্ক দিন তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়নি।

স্বর্ণ। তাঁরা সকলে ভাল আছেন,—মেজমামী বাপের বাড়ী গেচেন। মা! বড় মামীর কেমন সুন্দর একটী খোকা হয়েচে, আমায় দেখ্‌লে বড় মামীর কোল্‌ থেকে অম্‌নি ঝাঁপিয়ে আস্‌ত; বড় মামী হয়ত দাদার সঙ্গে এখানে আস্‌বেন।

ভগব। স্বর্ণ! নাইবে চল মা! অনেক বেলা হয়েচে। নাইতে নাইতে সেখানকার সব কথা শুন্‌বো এখন।

ঝি। মা! তোমরা নেয়ে এসগে ততক্ষণ আমি রান্না বান্নার সব উজ্জুগ করিগে;—আজ তিন চার দিনতো কত্তা বাবুর পেটে অন্ন যায়নি।

(প্রস্থান)

ভগব। আহা! রাত্তিরে পাল্‌কীতে ঘুম হয়নি বলে মার মুখ খানি শুকিয়ে গেচে! চল মা চল।

(স্বর্ণের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান)

(নেপথ্যে শ্যামাচরণ) মুখুয্যেমশাই! একবার বাইরে আসুন, রায় মশাই এসেছেন।

হরি। তাঁদের বাড়ীর ভিতরে ডেকে আন, এখানে আর কেউ নেই।

(নেপথ্যে) আচ্ছা আমি তবে তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

হরি। যখন আমার বাড়ী পর্য্যন্ত এসেচেন, তখন মনটা একটু নরম হয়েচেই হয়েচে। আর কোন গুণ থাক্ আর না থাক্ বিপদে পড়্লে রায়-মশাই যেমন বুক্‌দে এসে পড়েন, এমন আর কেউ করে না। বড় মানুষ মাত্রেরই একটা নয় একটা মহৎ গুণ থাকেই থাকে,—এই যে সকলে আস-চেন—(সসম্ভ্রমে উঠিয়া) আস্‌তে আজ্ঞে হোক্।

কৃপাসিন্ধু শ্যামাচরণ ও হরবিলাসের প্রবেশ এবং উপবেশন।

হর। (স্বগত) এমন না কল্লে আজ কাল কোন ব্যাটাই জব্দ হয় না,দেখা যাক্,বাবুকেত অনেক করে বলিচি, এখন কি হয়,—বিয়েটা হলে কিন্তু বিল-ক্ষণ কিছু পাওয়া যায় (প্রকাশে) আপনার কন্যা না কি বাড়ীতে এসেচেন?

হরি। হ্যাঁ, এই যে শ্যামাচরণ ভায়া আজ তাঁকে কাশীপুর থেকে সঙ্গে করে এনেচেন।

কৃপা। (স্বগত) হরিমোহন যেমন সেদিন আমাদের কথা শুনেনি আজ ওরে তেম্‌নি গোটাকতক্ কথা শুনিয়েদিই; কি বল্‌বো শ্যামাচরণ এসেই গোল করেচে, তা না হলে আমি ওকে আচ্ছা জব্দ করে ছেড়ে দিতাম। (প্রকাশে) দূষী মেয়েকে ঘরে জায়গা দিলে কি বলে?

হর। তাইত, উনি যা মনে করেন তাই করেন যে!

হরি। আপ্‌নারা রাগ কর্‌বেন না, ঠিক বিচার করুন। আমার মেয়ে দূষী হলো কিসে?—তার দাদার সঙ্গে মামার বাড়ীতে গিয়েছিলো বলে? কি আশ্চর্য্য! আপনারা অমন কথা বলেন কি করে?

হর। হ্যাঁ দাদার সঙ্গে গিয়েছিলেন বৈকি! এখন আর ঢাক্‌লে চলেনা, ছেরো যে আজও কাশীপুরে রয়েচে, তোমার বিপিন বাড়ীতে এলনা কেন? সব খবর ত রাখ।

হরি। আপ্‌নারা যদি এমন অবিচার করেন, তাহলে আর কারে কি বল্‌বো?

কৃপা। নাহে হর বাবু! এবিষয়ের মীমাংসা হবে না; চল আমরা বাড়ীতে যাই। (যাইতে অগ্রসর)

শ্যামা। (করযোড়ে) সেকি মশাই! এতক্ষণ ধরে আপ্‌নাদের এত খোসামোদ কল্লাম; আর আপনারা একটা সামান্য কথায় রাগ করে সচ্ছন্দে উঠে চল্‌লেন?

কৃপা। কি করি বাপু! যার পাপ সে যদি না স্বীকার করে, তবে কি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? তুমি যেমন খেপেছ, আম্‌রা কি হরিমোহনকে জানি না; আমাদের কথা যদি আগে শুন্‌তো তাহলে আজ তুমি এক দেশ থেকে আমাদের খোসামোদ কত্তে আস্‌বে কেন? ও আমাদেয় কথা শুনবেনা,—কেন বৃথা আর আমাদের কষ্ট দেও?

শ্যামা। মশাই! আপ্‌নারা ওঁর কথায় তত রাগ কর্‌বেন না। এখন সৎপরামর্শ কি তাই বলুন।

হরি। রায়মশাই! আপ্‌নার পূর্ব্বপূরুষেরা কত যত্ন করে আমাদের এখানে স্থাপিত করে গেছেন;—আজও তাঁদের ব্রহ্মত্বর ভোগ কচ্চি,—আমরা আপ্‌নারি পরিবার, আমার ছেলের উপর রাগ করে কি আমার এই সর্ব্বনাশ করা আপ্‌নার উচিত, আর নিতান্তই যদি পায় জায়গা না দেন তো বলুন, আমি না হয় সব বেচে কিনে অন্য গ্রামে যাই। (কৃপাসিন্ধুর হস্ত ধরিয়া) মশাই! আমার উপর রাগ কর্‌বেন না।

শ্যামা। রায়মশাই! মশা মাত্তে, কামান পাত্‌বেন্ না; আমরা অতি ক্ষুদ্র লোক, আমাদের শাসন কত্তে আপ্‌নার এত দূর করা উচিত হয় না; মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পূজা দিচ্চি।

কৃপা। হ্যাঁ—কিন্তু ব্যাপারটা কিছু শক্ত হয়ে উঠেছে,একথা যে শান্তিপুর ময় বেজে উঠেছে, এখনত তেমন কিছু উপায় দেখি না,—আনাপ্‌রাই যেন সকলকে বলে তোমাদের দলভুক্ত করে নিলাম। কিন্তু তার পর কিহবে?

হরি। আপনি অনুগ্রহ কল্লেই সব হবে; শান্তিপুরের ভিতর আপ্‌নার কথা শুন্‌বেনা এমন লোক তো কৈ দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

হর। রায়মশাই! আম্‌রাই যেন ওঁর সঙ্গে পূর্ব্বের মত সকলই কল্লাম্, কিন্তু মেয়েটীর বিয়ের কি কর্‌বেন?

কৃপা। সেইটীর জন্যেই তো ভাব্‌না হচ্চে।

হর। এ মেয়ে বিয়ে কত্তে কেউ স্বীকার হবে না,

শ্যামা। কেউ স্বীকার করুক আর না করুক, তাতে তত ক্ষতি হবে না; আমরা চারুচন্দ্রের সঙ্গেই বিয়ে দেবো।

কৃপা। তোমরা নেহাত খেপেছ, আজ জান্‌লাম যে তোমার তিন কড়ারও বুদ্ধি নেই। যে সংশ্রবে থাকাতে তোম্‌রা দূষী হচ্চো, আবার সেই সংশ্রবেই যদি থাক্‌বে, তাহলে আর তোমাদের দোষ যাবে কি করে? তাতে তোমাদের কুলও থাক্‌বে না, কিছুই নয়, আবার সেই একঘোরে হয়ে থাক্‌তে হবে। দুশই দেও আর পাঁচশই দেও, আমাকে দিলে—আমি না হয় চারুর সঙ্গে বিয়ে দিতে বল্লেম, কিন্তু সকলে তা শুন্‌বে কেন? ও নয় তোমরা একটী কায কর।

শ্যামা। কি কর্‌বো মশাই বলুন?

কৃপা। ও মেয়েটীকে তোমরা আমার ভাগ্নের সঙ্গে বিয়ে দেওগে; তাহলে আর কোন কথাই থাক্‌বে না। সে তোমাদের ঘরও বটে, আর আমার ভয়ে লোকেও কিছু কত্তে পার্‌বে না।

হরি। তাতে যে মশাই বাড়ী শুদ্ধ সকলের অমত, কি করে কি করি।

কৃপা। তবে আর আমরা এতে কোন কত্তা বল্‌তে চাই না; তোমরা যা জান তাই করগে; অনেক ব্যালা হয়েচে এখন আমরা আসিগে। (উঠিতে উদ্যত)

শ্যামা। না না মশাই! এর একটা সদুপায় না করে যেতে পাচ্চেন না।

হর। আর কি সদুপায় কর্‌বো? আমরা যা বল্‌বো তাতেত তোমাদের মত হবে না?

শ্যামা। আমরা আপ্‌নাদের ২০০ টাকা দিচ্ছি, আপ্‌নারা একটু অনুগ্রহ করুণ, আমরা তাহলে চারুর সঙ্গে স্বর্ণের বিয়ে দিই; মশাই! সকলের অমতে কোন কাজ কত্তে নেই।

কৃপা। চলহে হর বাবু!—ব্যাটারা বাড়ীতে ডেকে এনে তামাসা জুড়ে

দেচে; আমরা কখন টাকা দেখিনি বটে? ভাল মানুসের আর কাল নেই। (উঠিয়া বেগে গমন)

হরি। (দৌড়িয়া কৃপাসিন্ধুর হস্ত ধরিয়া) মশাই! ক্ষমা করুণ! আমরা আর কখন এ কথা বল্‌বো না। আমাদের নষ্ট কল্লেই কি আপ্‌নার খুব গৌরব বাড়্‌বে?

শ্যামা। মশাই! বেলাটা অধিক হয়েচে, আমি আর খানিক পরে আপ্‌নার ওখানে যাব; এখন আপ্‌নারা স্নান ভোজন করুণ গে।

হরি। আচ্ছা তাই ভাল। (হরবিলাস এবং কৃপাসিন্ধুর প্রস্থান)

শ্যামা। মুখুয্যেমশাই! ব্যাটাদের কাণ্ড কারখানাত সব দেখ্‌লেন, এখন কি করা যায় বলুন দেখি। ব্যাটারা বড় ভয়ানক কোট্‌ ধরেচে!

হরি। বিপিন তোমাকে কি বলে দেচে?

শ্যামা। বিপিন বলেচে, "আপ্‌নি যদি সকলের মত কত্তে পারেন তবে আমাকে পত্র লিখ্‌বেন, আমি সবশুদ্ধ যাব"; আর যদি অমত হয়, তাহলে আপ্‌নাদের সবশুদ্ধ কাশীপুরে নেযেতে বলেচে।

হরি। তবেইতো, এখন কি করি? আমার বোধহয় এদের এরকম রাগ বরাবর থাক্‌বেনা।

শ্যামা। আপ্‌নি যা মনে কচ্চেন তা নয়, রায়মশায়ের কথা না শুনে অন্য রকম কল্লে ওঁদের আরও রাগ হবে; আর তাহলে চিরকাল একঘোরে হয়ে থাক্‌তে হবে।

হরি। তবেকি ওদের কথায় মতদেব?—কিন্তু তাহলেওত ভারি গোল।

শ্যামা। না গোল আর কি! মেয়েদের মতামত শুনতেগেলে তো কোন কাজই হয় না;—তবে কিনা বিপিনের অমত্‌, তা সেত আর নিতান্ত অবুজনয়। মুখুয্যেমশাই! বিনা দোষে চিরকাল একঘোরে হয়ে থাক্‌বার চেয়ে মরণ ভাল। আপ্‌নি যা বল্‌চেন তাআর কি আমি বুঝিনে? কিন্তু কি করি বলুন।

হরি। (চিন্তা) তবে বিপিনকে এখানে আনাও, হলধরের সঙ্গেই বিয়ে হোক্‌।

শ্যামা। না না না! তাকে এখন খবর দেওয়া হবে না, তাহলে আর কি সে এ বিয়ে দিতে দেবে? বিয়ে হয়ে গেলে তারে খবর পাঠায়ে এখানে এনে বেস করে বুঝিয়ে শান্ত করা যাবে; হাজার হোক্ সে লেখা পড়া শিখেচে কি না।

হরি। তবে এক কর্ম্ম কর, কাল বিয়ে হোয়ে যাক্, তানাহলে যদি সে এসে পড়ে তাহলে ভারি গোল হবে।

শ্যামা। আচ্ছা তাই ভাল, কিন্তু আপ্নাকে এক্‌টী কায কত্তে হবে; বাড়ীর ভিতর আপ্নাকে মিছে কথা বল্‌তে হবে, আপ্নি সকলকেই বল্‌বেন কাল চারুচন্দ্রের সঙ্গে স্বর্ণের বিয়ে হবে; তা না হলে কিছুতেই কিছু কত্তে পার্‌বেন্ না; তারপর হয়ে গেলে সকলকে ভাল করে বোঝান যাবে; বোঝেন ভালই, আর যদি না বোঝেন তাহলেতো আর বিয়ে ফিরোতে পার্‌বেন না?

হরি। আচ্ছা তাই না হয় বল্‌বো, কিন্তু ভাই আমার্‌তো কিছুতেই মন সচ্চে না।

শ্যামা। তানাহলে কি কর্‌বেন? এখন্‌তো আর উপায় নাই, আর আমরাওত সাধ করে দিচ্চিনে—বিপদে পড়িছি তা কি করি? বিপিন বড় বোকামি করেছে। তা সে যাহোক, গত বিষয় নিয়ে আর আন্দোলন কর্‌বার দরকার নেই, তবে এখন আমি একবার রায় মশাইকে খবর দিইগে।

(প্রস্থান)

হরি। দেখ্‌লাম ধর্ম্ম একেবারে পৃথিবী ছেড়ে গেছেন, আজ্‌কাল্ অধর্ম্মেরই প্রতাপ বেশী। আজ জান্‌লাম যে আমাদের নিতান্ত পোড়া কপাল।

(প্রস্থান)

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

কুমুদিনী আসীনা।

কুমু। মেয়ে মানষের কুপতির মত বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। আম্‌রা জ্বলে মলুম। পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছিলুম তাই এমন স্বোয়ামীর হাতে পড়িচি যে একদিনের জন্যেও সুখী হলাম না। (চিন্তা) দূর হোক্‌গে ছাই, এখন আর মিছেমিছে ভেবে কি কর্‌বো, আমার কপালে যাছিল তাই ঘটেচে, আর সকলের মিছে দোষ দিই কেন? বাবা যদি আগে জান্‌তেন যে তাঁর কুমোদ এত দুঃখ পাবে, তাহলে কি তিনি কখন এমন কায কত্তেন! (চিন্তা) নতুন বোয়েরই বা কি পোড়া কপাল! আহা! মেয়ে তো নয় যেন লক্ষ্মীঠাকৃরুণের ছবিখানি! কিন্তু এ বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত এত কাঁদ্‌চে কেন?—ঝি দুটি এত বুজুচ্চে, তবু এক দণ্ডের জন্যেও কান্না থাম্‌চে না। (চিন্তা) ইনি আগেত এমন ছিলেন না,—প্রায় ঘরে থাক্‌তেন, তবেলেখা পড়ার দিকেও মন ছিল, এখন একেবারে অমন হলেন কি করে? অত্‌লো সব্বনেশেই তাঁর দফা খেয়েচে, একেবারে মদে রাঁড়ে চুচ্চূরে করে তুলেচে। ইরির মধ্যেই এক এক করেত দান সামগ্রী গুলো সব বেচে ফেল্লেন।

(নেপথ্যে হলধর)

ও দিনে! ও—ও দিনে! একবার দোরটা খোল্‌তো বা! (গাণ) "বিদ্যেলো তোর এনব যৌবন বৃথা যায় অকারণ"—সুন্দর ব্যাটাকি তৈয়ের লোক, —আচ্ছা মজা করেচে বা!—আম্‌রা ব্যাটারা কোন কাজের নই;— কি দিনু! তাল দিচ্চো বা! আচ্ছা বেস্ বেস্, হাজার হোক্ চাকরটা কার?

কুমু। এই বুঝি আস্‌চেন,—দেখাযাক্ ভাব গতিকটে কি, কোন্ দিকে যান। (অন্তরালে অবস্থিতি)

গাণ করিতে করিতে হলধরের প্রবেশ।

হল। দিনু! এদিকে আয়।

তমাক লইয়া দিনুর প্রবেশ।

হল। তুই ব্যাটা কেমন তাল দিতে পারিস্ কৈ দেদিকি।

দিনু। বাবু! রাত্ ঢের হয়েচে আপ্নি শুন্গে,—কত্তা বাড়ীতে আছেন।

হল। বাড়ীতে আছেন তা কি হয়েছে? আমিত আর মাতাল হইনি যে তাঁকে দেখে ভয় কত্তে হবে—তুই তাল দে। (হলধরের গাণ ও দিনের তাল দেওন)

(নেপথ্যে) ও দিনে!

দিনু। বাবু! কর্ত্তা ডাক্চেন। আমি আসিগে। (হলধরের গাঁট হইতে পতিত টাকা গোপনে লইয়া প্রস্থান)

হল। (কোমরে হস্ত দিয়া টাকা অন্বেষণ) আচ্ছা কুচ্পরয়া নেই। (স্বর্ণের ঘরের দরজা ঠেলিতে ঠেলিতে) ওরে—ওরে, দরজা খোল,—কৈ খুল্লিনে? শীঘ্র খোল, শীঘ্র খোল,—দ্যাখ্ মার খেলে দেক্চি,—দরজা খুল্বিত খোল, না হলে এক লাথিতে দোর ভেঙ্গে ফেল্বো; (দ্বারে পদাঘাত) এখনও দোর খুল্লেনা দেখ!—তোর অদেষ্টে আজ ঢের আচে! কৈ খুল্লিনে? আমি বাইরে চেঁচ্যিয়ে মচ্চি, আর উনি ঘরের ভেতর মজা কচ্চেন। তোমার কোন্ বাপের ঘরে শুয়ে আছ? এ দিকে বাইরে যে তোমার আর এক বাবা চেঁচ্যিয়ে মচ্চে, তা বুজি শুন্তে পাচ্চনা? (সজোরে দ্বারে পদাঘাত) আঃ শালারা এমন দরজাও করে ছিল, এত লাত্তি মাচ্চি তবু ভাঙ্গে না! (স্বর্ণের দ্বার মোচন এবং প্রবেশ) অ্যাঁ কেও নতুন বৌ! আমি মনে করে ছিলাম এটা বড় বোয়ের ঘর;—আচ্ছা তা তোমারই বা বিবেচনা কি? এত ডাক্চি তবু খবর নেই!!

স্বর্ণ। (মৌন)

হল। নবাবের বেটী বুঝি আর উঠ্তে পাল্লেন না; মুটে মজুর কে ডাক্চে গ্রাহ্যই নাই!

স্বর্ণ। আপ্নি এমন অন্যায় গালাগালি দেন কি করে?

হল। হারামজাদি! যত বড় মুখ ততবড় কথা! আমার সঙ্গে চোপা! তুই জানিস্না, তোকে কেউ বিয়ে করেনি বলে তোর বাপ আমার পায় ধয়ে নেগিছ্ল। ভাল মানষির কাল নেই বটে?—আমি ভাল মান্‌ষি করে বেরিয়ে যাওয়া মেয়ে বিয়ে করে তোর বাপের জাত রক্ষা করেচি, আর তুই আমার সঙ্গে চোপা করিস্?—পাজিবেটী, নচ্ছার বেটী, এখনই আমার বাড়ী থেকে দূর্‌হ,—আমি তোর মুখ দর্শন কত্তে চাইনা,—আমার প্রতি হতশ্রদ্ধা!—আবার অভিমান হলো বুঝি? কান্না হচ্চে ঐযে! দেখ্, আমি বাপের কুপুত্তুর, অমন করে কাঁদ্‌বি যদি ত এখনি তার মত কর্‌বো।

স্বর্ণ। মাগো! শেষদশাতে আমার কপালে এই হলো! (রোদন)

হল। তবু, তবু, আমার কথা শুন্‌লিনে? আজ এক ঘুসিতে তোকে যমের বাড়ী পাঠাব। (কেশাকর্ষণপূর্ব্বক প্রহার)

বেগে কুমুদিনীর প্রবেশ।

কুমু। হাঁ, হাঁ কিকর কিকর (হলধরের হস্ত ধরিয়া) ছি ওযে ছেলে মানুষ, ওরকি জ্ঞান আছে? ছেড়ে দেও ছেড়ে দেও।

হল। (কেশগুচ্ছ ছাড়িয়া) আরে না, আমি বেস জানি ওদের বংশটাই ভারি জ্যাটা, আমিত তখনি বলে ছিলাম অমন জ্যাটার বংশ বাড়ীতে এনোনা।

স্বর্ণ। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)

কুমু। দেখ দেখি, আহা! ছেলে মানুষ কত কাঁদ্‌চে! তোমার মনে কি একটু দয়া নেই? চল এখন ঘরে চল—আমারই সব দোষ হয়েচে। আমি মনে কল্লাম আজ ফুলশয্যার রাত্তির, আমার আর যেগে বসে থাকা ভাল দেখায় না।

হল। আচ্ছা আজ থাক্, কাল আমি ওকে আচ্ছা করে সায়েস্তা কর্‌বো। তার পর ফুলশয্যা কর্‌বো; আজ রাত্তির অনেক হয়েচে, আজ আর না (হলধর এবং কুমুদিনীর প্রস্থান)

স্বর্ণ। (রোদনান্তে) বিধাতা কি আভাগিনীকে চিরদুঃখিনী কর্‌বার জন্য সৃজন করেছেন! বিনাকলঙ্কেও আমাকে কলঙ্কিনী হতে হলো! স্ত্রীলোকের

সতীত্বই একমাত্র প্রধান রত্ন, দুরাচার গ্রামবাসীরা কিরূপে অনায়াসে বলেচে, আমি সে রত্নও জলাঞ্জলি দিচি। ওঃ আবার এঁরাও আমাকে কলঙ্কিনী বলে ঘৃণা করেন! আমার জীবনে ধিক্‌ (রোদন) এ অপবাদ যেন ভীষনমূর্ত্তী ধারণ করে আমাকে সহস্রমুখে গ্রাসকত্তে আস্‌চে! এরূপ কলঙ্কিনী হয়ে জীবন ধারনের ফল কি? (চিন্তা) আশা! তুমি আমাকে অবলা পেয়ে আর কত প্রতারনা কর্‌বে—পরজন্মে প্রাণকান্তকে পাব, সেকথা আর তুমি আমায় বলনা, আমি তোমায় ভালরূপে চিনেচি। বিধাতঃ! চক্ষের জলে হৃদয়াসন ধৌত করাই কি আমার সার হলো! একদিনের জন্যেও প্রাণনাথকে বসাতে পাল্লেম না! প্রণয়কুসুমহার প্রাণনাথের গলদেশে দিব বলিয়া আমার মনে বড় সাধছিল, হায়! সে সাধেও এখন বিষাদ ঘট্‌লো! আহা! আমি নিজে কষ্ট পাই, তাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার জন্যে প্রাণনাথের নির্ম্মল মনে কত কষ্ট হচ্চে—আঃ সে কথা মনেহলে আর একদণ্ডের জন্যেও প্রাণধারন কত্তে ইচ্ছা হয় না। (রোদন) প্রাণনাথ! একবার এখানে এসে দেখ, তোমার প্রিয়ার কি ভয়ানক অবস্থা ঘটেছে? আহা! ফুল-শয্যার দিনেই আমার শরশয্যা হলো! মা! এ অভাগা কন্যাকে কেন গর্ব্ভে ধারন করেছিলে? আহা! আমার জন্যেই কেঁদে কেঁদে সারাহলেন। মামা! আপ্‌নার চরণে আমি কি অপরাধ করেছি যে আপ্‌নি আমার সহিত প্রতারনা করে আমাকে চিরকালের জন্য দুঃখসাগরে নিমগ্ন কল্লেন! আহা! শুভদৃষ্টির সময় কি ভায়ানক বিষদৃষ্টিই করেছি! আমাকে বালিকা পেয়ে পিতা পর্য্যন্তও আমার সহিত প্রতারণা কল্লেন!! দাদা যদি অগ্রে কিছু জান্তে পাত্তেন, তাহলে কি আমার এরূপ দুরাবস্থা ঘট্‌তো! আমার কপাল যদি ভাল হতো তাহলে দাদা সেদিন অবশ্যই বাড়ীতে আস্‌তেন। হায়! হায়! আমাদের দেশের রমনীগণের কি ভায়ানক দুরাবস্থা, এ জগতে আমাদের আমার বলে এরূপ কেহই নাই। বিধাতা যে আমাদিগের প্রতি কেন এতপ্রতিকূল তার কিছুই কারণ বলা যায়না। (চিন্তা) এখন নিশ্চয় বুজ্‌লাম বিধি অভাগিণীর পক্ষে নিতান্তই প্রতিকূল হয়েচেন,—এজীবন আমার পক্ষে বিড়ম্বনা

মাত্র হয়েচে। আমাকে সত্য সত্যই পরম পবিত্র সতীত্ব রত্নে জলাঞ্জলি দিতে হবে !! মনসাধে হৃদয়ধনে পতীত্বে বরণ করে পরপুরুষের মুখ দেখাই অনুচিত। আমি কিরূপে পরপুরুষকে আপ্‌নার বলে মনে কর্‌বো; আমিত সকল রত্নেই বঞ্চিত হয়েচি, এখন কিকরে আবার পরম দুর্লভ সতীত্বরত্নেও বঞ্চিত হব!—না-না না, আমি তা কখনই পার্‌বোনা। এক্ষণে মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। মৃত্যু! তুমিও কি অভাগিনীকে স্পর্শ কত্তে ঘৃণা কচ্চো?—না-না- না, এখন তুমি আমাকে সহায়তা না কল্লে আর আমার উপায় নাই। (চিন্তা) কিন্তু কিরূপেইবা তোমার নিকট যাই, বিবাহের পরথেকেই ঝি তুবেটী যেন আমাকে কয়েদির মত সর্ব্বদা চৌকি দিচ্চে; তাদের হাত ছাড়্য়েত কোন কর্ম্মই হবার যো নেই! তা নাহলে আমি কবে এ পাপ জীবনের শেষ কত্তাম! (চিন্তা) বিষ পানকরাই সকলকার অপেক্ষা সহজ উপায়। কিন্তু বিষ কোথায় পাব, আমায় কে এনেদেবে? বিধাতা অভাগিনীকে এরূপ হতভাগিনী করেছেন যে প্রাণত্যাগ কর্‌বো তাতেও আমার সহায়তা করে এমন কেহই নাই। (রোদন) শুনিচি আফিনে আর তেলে একত্র কল্লে বিষ হয়। (চিন্তা) আফিনই বা কোথা পাব? কিন্তু বাবাত আফিন খান। তবে তাহাই ভাল, সেইখানেই যাই; মৃত্যুকালে তাঁদের পাদপদ্ম দর্শন কল্লেও আমার পরকালের কাজ হবে। (চিন্তা) কিকরেই বা যাই, রজনী প্রায় তুই প্রহর হয়েচে। (আকাশের দিকে অবলোকন পূর্ব্বক) উঃ কি ভয়ানক অন্ধকার! আপ্‌নার হাত আপ্‌নি দেখা যাচ্চেনা। কিন্তু এখানে থাক্‌তেত আর সাহস হয়না, যেরূপ ভয়ানক রেগেছে, আবার যদি আসে, তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে ভয়ানক কষ্ট দেবে। (যাইতে অগ্রসর) (চিন্তা) এখন নাহয় থাক্, ভোরের সময় যাব। কিন্তু এ রাত্রি-তেই বা থাকি কোথায়? ঘরেগিয়ে শোব কি? তাই ভাল,—আবার যদি আসে? নাহয় মেরে ফেল্‌বে, যে রকমেই হোক্ আমার মৃত্যুই নিশ্চয়।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চারুচন্দ্রের পড়িবার ঘর চারুচন্দ্র আসীন।

চারু। "শূন্য মধুনা জীর্ণারণ্যং জগৎ, অসারঞ্চসংসারঞ্চকষ্টপ্রায়ং শরীরমে অশরনোহস্মি, কিং করোমি কাগতিঃ" প্রেমময়ি! তুমি কিরূপে আমাকে এতাদৃশ ভীষণ অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ কল্লে! জীবিতেশ্বরি! আমি এ মহারণ্য হইতে কি কখন সুলভ নির্গমন পথ পাব? (রোদন)

————"O god ! O god !
How weary stale flat and unprofitable
Seem to me all the uses of this world"

(শয়ন ও দীর্ঘনিশ্বাস) ওঃ! "এত আশা ভালবাসা সকলিত ফুরাল"— (মৌন)। প্রিয়ে! তুমি নিতান্তই কঠিন হৃদয়া, প্রেমবজ্রমুষ্টিতে এই যে আমি তোমার হস্ত ধরে ছিলাম, তুমি কিরূপে পলায়ন করিলে! (চিন্তা) অথ বা আমি তোমাকে আর কিরূপে প্রিয়া বলিতে পারি? তুমি এক্ষণে অন্য পক্ষীকে হৃদয়—পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছ। প্রিয়তমে! আমাকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইবার জন্যই কি তুমি জন্মগ্রহণ করে ছিলে! But soft, she comes ! she is come ! thy hand, Love ! প্রাণেশ্বরি! আমাকে এতাদৃশ অবস্থাতে ফেলিয়া যাওয়া তোমার ভাল হয় নাই। ও কি! আমার উপর বিরক্ত হলে?—আমার কিছুই দোষ নাই। ওকি কথা কওনা যে?—তুমি কথা না কহিলে আমি কিরূপে প্রাণ ধারণ করিতে পারি? "Life itself goes out at thy displeasure" ও কি যাও যে? কোথায় যাও?—তবে আমাকে এরূপ দর্শন দিবার কারণ কি? (বাহু প্রসারণপূর্ব্বক ধরিবার চেষ্টা)

————"My wife ! My wife !
What wife ?—I have no wife
O insuportable ! O heavy hour !"

সত্য সত্যই আমাকে পরিত্যাগ কল্লে? কি আশ্চর্য্য! আজ আমার কথাতে যে কর্ণপাতও কচ্চোনা?—না—না—না যেওনা,—আমার কথা শুনবে না?—ওকি কাঁদ্‌চ যে? কিছু অনিষ্ট হয়েচে? কি হয়েচে বলনা? আমি আর ও কান্নায় ভুলি না।

"If that the earth could team with woman'stears
Each drop she falls would prove a crocodile"

আর আমার কাছে কেন? আমি ও কান্নায় ভুলি না—You are false to me—একি! আমি যে সত্য সত্যই ক্ষিপ্ত হইয়াছি! হা তাতঃ! হা মাতঃ! তোমরা দুইটি মূল্যবান্ হীরক হারাইলে! যে হীরকের প্রভাবে তোমাদিগের গৃহ তিমিরাচ্ছন্ন থাকিলেও আলোকে পরীপূর্ণ হইত! আমিও অপহৃত হইয়াছি, জীবমালিকার প্রধান হীরক হারাইয়াছি। (চিন্তা)

——"O now, for ever
Farewell the tranquil mind farewell content"

তোমাদিগের প্রিয়দর্শন পাইবার আর আশা করিনা! (মৌন এবং সহাস্যে) প্রিয়ে! তুমি আবার এত সত্বর প্রত্যাগমন কল্লে যে?—তা ভালই হয়েচে—তোমার মুহূর্ত্ত কালের অনাগমনকে আমার সহস্র শতাব্দীবৎ বোধ হচ্ছিল—সেকি! আবার যাওযে? নানা যেওনা—যেওনা—শুন্‌লে না—তবু পালাচ্চো—পালালে—পালালে? অয়ি! মুগ্ধে! আমি তোমাকে কখনই পালাইতে দিব না (হস্ত বিস্তারপূর্ব্বক দ্বার দেশে গমন এবং জ্ঞানেন্‌কে ধরিয়া) এখন পালাও—কৈ পালালে না?—কেমন ধরিচি! বড় পালাচ্চিলে যে?

জ্ঞানেনের প্রবেশ।

জ্ঞান। কৈ আমি কখন পালাচ্ছিলাম ভাই?—আমিত এই মাত্র এলাম।

চারু। এই এলে বটে কিন্তু আবার এই পালাচ্ছিলে (উচ্চ হাস্য)।

জ্ঞান। ছেড়ে দেও ভাই! চারু বড়লেগেছে! আঃ গেলাম, গেলাম,

চারু। (জ্ঞানেনকে ছাড়িয়) অ্যাঁ অ্যাঁ—তুমি! হা প্রিয়ে! হা স্বদর্শনে! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞান। অ্যাঁ একি হলো! চারু মূর্চ্ছিত হলো না কি! ওঝি! ওঝি! ওরে শীঘ্র করে একটু জল নেয়ায়ত। (মুখের নিকট মুখ দিয়া) চারু! চারু!—আর চারু! আহা! কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! দুদিন পূর্ব্বে চারুকে দেখে কে মনে করেছিল যে চারুর আজ এরূপ অবস্থা ঘটবে! আহা! আগ্নেয়গিরি একেবারে প্রবল বেগে জ্বলে উঠেছে! এক্ষণে এ অগ্নিতে যে কতশত মনোহর বস্তু ভষ্মীভূত হবে তা কে বল্‌তে পারে!!

জল লইয়া বেগে চাকরাণীর প্রবেশ।

চারু। এই নেও—ওমা একি হয়েছে! দাদাবাবু অমন করে পড়ে কেন? (ব্যস্তসমস্ত হইয়া পাখার বাতাস করণ)

জ্ঞান। (চারুর মুখে জল দিয়া) চারু! চারু! প্রিয়সখা!—সে কি! এখনও যে নিশ্বাস পড়্‌চে না! চারু বাবু! চারু বাবু!—(রোদন)।

চারু। ওমা সেকি গো! দাদাবাবুর মুখ যে কেমন শাকবর্ণ হয়ে গেল! ওমা একি হলো!

জ্ঞান। হায়! হায়! এ আবার কি সর্ব্বনাশ! এখনও যে চেতনা হচ্চেনা! প্রিয় সখা! আমাদের আর্ত্তনাদে আজ তোমার এতদূর বধির হওয়া উচিত হয় না। "But ha! life wanders up and down" (চারুর নয়নোন্মীলন) এখন শরীরটা কেমন হচ্চে ভাই? (কষ্টে অশ্রু সম্বরণ)

চারু। অ্যাঁ কেও জ্ঞানেন্! তুমি কখন এলে ভাই? তোমার চকে জল কেন? কাঁদ্‌লে না কি?

জ্ঞান। ভাই! তুমি যে কচ্ছিলে, দেখে শুনে আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গিছ্‌লো, সে যাহোক্ এখন তো আর শরীরের ভিতর কিছু কচ্চে না?

চারু। কেন ভাই! আমি কি কচ্ছিলাম?

জ্ঞান। তুমি যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।—ঝি তুমি বাড়ীর ভিতর যাও; আর দেখ কারে কিছু বলো না।

(চাকরাণীর প্রস্থান)

চারু। আমার কিছুই হয় নাই—এই যে আমি এখনও বেঁচে আছি!

দগ্ধ প্রাণ! তুমি কি আমার কঠিন দেহ থেকে নির্গমনের পথ পাচ্চো না? জ্ঞানেন! ভাই! তুমিও এসময়ে আমার প্রতিকূল হলে! আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম, ভালই ছিলাম; এই সন্তাপ ভোগের নিমিত্তই কি তুমি আমায় সচেতন কল্লে? হায় রে কপাল! প্রিয়ে! তুমি কি আমাকে বালুকাময় প্রান্তরে পিপাসিত পথিক পাইলে, যে বারম্বার মরীচিকার ন্যায় প্রতারিত কচ্চো!—(রোদন)

জ্ঞান। "Heavens! would one think 'twere possible for love
To make such a ravage in a noble soul"

ছি ভাই! কেঁদনা, চুপ কর,—কেঁদে কি করবে ভাই! সমস্তই জগদীশ্বরের নির্ব্বন্ধ। যে যার জন্যে জন্মেছে সে অবশ্যই তার হবে; কেঁদে কি তুমি বিয়ে ফিরোবে?

" Senates have been bought for gold
Esteam and love are never to be sold"

তুমিত আর অবুজ নও—সকলি জানত—ভেবে ভেবে কেবল আপনার শরীরটাই মাটি হবে বৈত নয়। এখন ভোল্‌বার চেষ্টা কর।

চারু। ভাই! অন্তর হতে যে অন্তর হয় না;

জ্ঞান। (স্বগত) " I see sir you are eaten up with passion" (প্রকাশে) ভাই! ভোলবার চেষ্টা কর, সংসারের এমন অপূর্ব্ব গতিনয়,—তুমি অবশ্যই কৃতকার্য্য হবে।

চারু। জ্ঞানেন! তুমি কি বল্‌চ? আমি কি নিতান্ত অজ্ঞান, যে তুমি আমাকে বুঝাচ্চো! নদী যদি এক দিকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তাহলে কি সে স্রোত আর কোন উপায়ে ফিরান যায়?

জ্ঞান। তা সত্য বটে, কিন্তু ভাই! যদি সেদিকে চড়া পড়ে তাহলে অবশ্যই অন্যদিকে যাবে। ঈশ্বরের নিয়ম কি কখন লঙ্ঘন হবে?

চারু। দেখ ভাই! যখন সমস্ত জগৎ আমার শূন্যময় বোধ হচ্চে, আর যে দিকে দৃষ্টিপাত কচ্চি, সেই দিকেই বিষাদের ভুরী ভুরী কারণ দেখ্‌তে পাচ্চি, তখন এ সংসার থেকে আমার বিদায় হওয়াই শ্রেয়ঃ। দেখ ভাই! আমার নিমিত্ত বিপিনের মনে কি ভয়ানক কষ্ট হচ্চে, প্রিয়-

সখা আমার সমাজে মুখ দেখাতে পাচ্চে না, আহা! আমার জন্যে দেশ-ছাড়া হয়ে কোথায় রয়েচে! আহা! প্রিয়তমার মনে কত কষ্ট হচ্চে, কণ্টক বৃক্ষে জড়াইয়া কি বেঁচে আছে। (রোদন)

জ্ঞান। (আপনার রুমাল দিয়া চারুর চক্ষু মুছাইয়া) তা কি কর্‌বে ভাই! সমস্তই অদৃষ্টাধীন।

চারু। (সক্রোধে) আমিত ভাই বিদায় হলাম, এখন একবার দেখি দুরাচার নরপিশাচ ব্যাটারা কিরূপে আমাদের নির্ম্মল চরিত্রে এমন ভয়ানক দোষারোপ করে?—আমি এ দুর্দান্ত দস্যু ব্যাটাদের উচিত দণ্ড বিধান কর্‌বো।

জ্ঞান। অমন কাজ কি কত্তে আছে?—তাহলে যে লোকে তোমাকে চিরকাল নিন্দা কর্‌বে,—তা নিন্দার ভাজন হওয়া কি উচিত?

চারু। ওঃ কি ভয়ানক ব্যাপার! জ্ঞানেন! আমার আশা ছেড়ে দেও ভাই!—আমার মন অত্যন্ত খারাপ হয়েছে, কিছুই ভাল লাগ্‌চে না, হা প্রিয়ে!—"How can I live without thee? how forego thy sweet converse?" (রোদন)

জ্ঞান। তুমি যে দেক্‌চি কিছুতেই প্রবোধ মান্‌চ না! ভাই! সেদিকে আদপে মন দিও না; যতই ভাব্‌বে ততই খারাপ হবে।

চারু। জ্ঞানেন তুমি আমাকে থাম্‌তে বল্‌চো—কিন্তু ঐ দেখ আমার প্রাণেশ্বরী ভুবন আলো করে আস্‌চেন একবার রূপ্‌টি ভাল করে দেখ-দেখি, and blame if you, can এসনা প্রিয়ে! জ্ঞানেন আমার পরম বন্ধু, তা ওর সুম্‌কে আমার কাছে আস্‌তে লজ্জা কি?—কার সাধ্য আমাদের পরিণয় বন্ধ করে? এমন ক্ষমতা কার হবে?—এস প্রিয়ে! তুমি এখানে এস—ওকি কথা শুন না যে? আমি চিরকাল তোমার কথা শুনিচি, আর তুমি আমার কথা শুন্‌বে না?—বড় লজ্জা কচ্চে?—আমি যখন বল্‌চি তখন আর লজ্জা কি?—আঁ—আঁ, যাও যে? এবার তুমি যতদূর যাবে, আমি ততদূর যাব, আমি তোমাকে ধর্‌বোই ধর্‌বো। আর ধর্‌তে পার্‌লেই একটা ঘরে চাবি দিয়ে রাখ্‌ব,—দেখি দেখি তুমি কেমন করে পালাও?—তবু শুন্‌লে না? পালালে—পালালে—আজ আমি তোমাকে ধর্‌বো।

(বেগে প্রস্থান)

জ্ঞান। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! চারু যে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়েচে! দেখি আবার এখন কোন্ দিকে গেল — (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

স্বর্ণ আসীনা।

স্বর্ণ। (সরোদনে) এই অভাগিনীর জন্যেই এমন সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাচ্চে; বাড়ী যেন যমপুরী বোধহচ্চে। আহা! আমার জন্যেই দাদা দেশত্যাগী হয়ে রয়েচেন! কাশীপুর থেকে তিনি যে কোথায় গেচেন তা কেউ বল্‌তে পারেনা। দাদা তোমার দোষ কি?—আমার কপালে যা ছিল তাই ঘটেচে। মা আমার কেঁদে কেঁদে মৃতপ্রায় হয়েচেন, বিশেষ গত রাত্রের ঘটনা শুনে তাঁর শোকসাগর একেবারে উথ্‌লে উঠেচে। তাঁর বাঁচ্‌বার আশা আর বড় অধিক দিন করা যায়না। বাবা এই সকল দেখ্‌চেন আর দিবানিশি বসে ভাব্‌চেন। (চিন্তা) মৃত্যু! আর কেন? আমায় নেওনা, বিষপানত অনেকক্ষণ করিচি;—কৈ এখনত কিছুই হলো না! বিধাতঃ এইবারে আমি তোমায় ফাঁকি দিলাম, তুমি আর আমাকে কাঁদাতে পার্‌বেনা, এইবারে নিশ্চয়ই আমার দুঃখের অবসান হবে। (চিন্তা) ওমা! মাথা কেমন করেযে;—তবে বুজি আর অধিক বিলম্ব নাই, আহা! মরণটাও মনের মত হলোনা! (রোদন) মৃত্যুকালে কারুর সঙ্গে দেখা হলোনা! দাদা! তোমার এত সাধের স্বর্ণের জীবন অস্তমিত হয়, একবার এসে দেখ, আহা! জন্মজন্মান্তরে যেন তোমার মত সহোদর পাই! চারু-চন্দ্র! এ অভাগিনীর জীবন কুমুদিনী মুদিত হয়, এসময়ে আমায় একবার দেখাদেও। প্রাণনাথ! মরণকালে তোমার সঙ্গে দেখা হলোনা, এইটি মনে

মনে বড় দুঃখ রৈল !! ওমা ! বুকফেটে যায়যে, আর যে বস্তে পারি না ! (শয়ন) নয়ন মুদ্রিত করে একবার সেই মুখ কমল এ জন্মের মত দেখেনিই। (নয়ন মুদ্রিত) আহা ! কি দেখলাম ! শুষ্কপ্রায় কমলেও কেমন অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করেচে ! প্রাণনাথ ! তোমার বামপার্শ্বে অত অগ্নি জ্বল্‌চে কেন ?—ওকি দেশাচার কুপ্রথা অগ্নি ?—আমি নয়ন বারিতে ও অগ্নি নির্ব্বান কর্‌বো, তাতেও যদি না হয় তবে জীবন আহুতি দিব, তাহলেও কি নির্ব্বান হবে না ? আহা ! সব অন্ধকার ময় দেখ্‌চি ! যা-ই-ইমা !

একজন দাসী ও মাধবীর প্রবেশ।

মাধ। কিলো ঠাকুর—ওমা ! একি ! ঠাকুরঝি অমন কচ্চে কেন ! —সেকি মুখদিয়ে গ্যাঁজ্‌লা উট্‌চে যে !

স্বর্ণ। (মৃদুস্বরে) বৌ—এসেচ ? আমি—জন্মের—মত—বিদায় হলাম। আমাকে—মনে রেখ। অভাগিনীর—মাকে—যত্নকরো। দাদা—বাড়ীতে—এলে—তাঁকে—বুঝিয়ে বলো,—যেন—আমার—জন্য—আর—দুঃখ—না করেন। ঝি ! একবার—মাকে—ডাক্‌না—মরণ—সময়—আ—আমার—মা মাথায়—পায়ের ধূলি—দিন। যা-ই-ইমা !

মাধ। (রোদন) ঠাকুরঝি ! তোরমনে কি এইছিল ? হায় ! হায় ! কথায় যা বলেছিলে কাজেও তাই কল্লে ! ঝি ! মাকে শীঘ্রকরে ডেকে নেয়ায়ত।

(ঝির প্রস্থান)

স্বর্ণ। (অপরিস্ফুট স্বরে) মা—আ ! মা—আ ! যা—য়া—ই—ও—ও (মৃত্যু।)

মাধ। ওমা ! একি সর্ব্বনাশ হলো ! আহা ! আর বুঝি নেই ! ওমা স্বর্ণ আমাদের ছেড়ে চল্লো গো !! (রোদন)

বেগে একজন দাসী ও ভগবতীর প্রবেশ।

ভগব। আঁ্যা—আঁ্যা—কৈ—কৈ ? (স্বর্ণকে দেখিয়া) কি মা আমার নেই !! ও—ও (মূর্চ্ছা।)

মাধ। ওমা! এ আবার কি সর্ব্বনাশ হলো! ওঝি দেখ্ দেখ্ মা অমন করে পড়্লেন কেন? (রোদন) আহা! আম্‌রা একেবারে পথের কাঙ্গালিনী হলাম! মাও বুঝি আমাদের ছেড়ে চল্লেন!!

দাসী। (ভগবতীর মুখে জল দিয়া) মা! ও মা!—(রোদন)। বৌঠাক্‌রুণ! আর কি দেখ্‌বো! মা কি আর আচেন্! মা আমাদের ছেড়ে গেছেন। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ!

মাধ। ওমা! তুমি আমাদের কি দোষে পরিত্যাগ কল্লে! —(রোদন) আহা! এমন সময় তিনি বাড়ীতে নেই, মৃত্যুকালে মায়ের মুখে একটু জল দিতে পেলেন্‌না। আহা! এমন গুণের শাশুড়ী কি কারো হবে! স্বর্ণ! তোরজন্যে একেবারে আমাদের যথা সর্ব্বস্ব গেল! হায়! হায়!

বেগে হরিমহোনের প্রবেশ।

হরি। কি হয়েচে? কি হয়েচে? ভয় নাই! ভয় নাই!—ওকি ব্রাহ্মণী অমন করে পড়ে কেন?—স্বর্ণ কোথায়?

দাসী। আর কি বল্‌বো বাবা! দিদি-ঠাকুরুণ তোমার মনে এইছিল! হায়! হায়! সকলি ফুরাল!!

হরি। (রোদন করিতে করিতে স্বর্ণের বিছানার নিকট গমন পূর্ব্বক) আহাহা! এ সর্ব্বনাশ কি করে হলো? আমি তখনি বলেছিলাম—আমি একঘোরে হয়ে থাকি সেও ভাল—আহাহা! শ্যামাচরণের কথা শুনে আমার কেন এমন দুর্ম্মতি হলো?—মা! আমাকে কি দোষে পরিত্যাগ কল্লে? মা! আমি আর কিনিয়ে এ পাপ সংসারে থাক্‌বো। চলমা আমিও তোমার সঙ্গে যাই—এ পাপ জীবনে আর প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণী-তুমিই ধন্য, তুমি মায়ের সঙ্গে একত্রে আছ। এ বৃদ্ধ বয়সে আমায় ফেলে তুমি কি করেগেলে? আহাহা! এমন সর্ব্বনাশ কি কারুর কখন হয়েচে? আহাহা! আমি যদি বিপিনের কথা শুন্‌তাম, তাহলে কি আর আজ আমার এ সর্ব্বনাশ হতো। (রোদন)

শ্যামাচরণের প্রবেশ।

শ্যামা। কি সর্ব্বনাশ! হায়! হায়! একবারে সব ফুরাল! (রোদন)

হরি। ভাই! তোমার কথা শুনে আমার এ সর্ব্বনাশ হলো! হায়! হায়! কেনবা তোমার কথা শুনেছিলাম! আহাহা বিপিন আমার কোথায় আছে! এই একটা বিয়েতেই এমন সোণার সংসার ছারখার হয়েগেল! মা আমার কিছু অপরাধ গ্রহণ করোনা, আমিই তোমাকে মেরেফেলেচি। ব্রাহ্মণী আমাকে ক্ষমাকর—আমিও তোমাদের পশ্চাতে চল্‌লাম!

(বেগে প্রস্থান।)

শ্যামা। হায়! হায়! এ আবার কি সর্ব্বনাশ! বুড়ো ব্রাহ্মণ খেপ্‌লো নাকি? দেখিগে আবার কোথায় গেলেন।—

(সকলের প্রস্থান)

যবনিকাপতন।
